পরিবেশগত ছাড়পত্র বিষয়ক কমিটির ৪০২তম সভার কার্যবিবরণী

০৮/০১/২০১৭, ০৯/০১/২০১৭ ও ১০/০১/২০১৭ তারিখে পরিবেশগত ছাড়পত্র বিষয়ক কমিটির আহবায়ক ও পরিবেশ অধিদপ্তরের পরিচালক (প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা) ড. সুলতান আহমেদ এর সভাপতিত্বে অধিদপ্তরের সম্মেলনকক্ষে পরিবেশগত ছাড়পত্র বিষয়ক কমিটির ৪০২তম সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত সদস্যবৃন্দের স্বাক্ষর শেষ পাতায় দ্রষ্টব্য।

সভার আলোচ্যসূচী অনুযায়ী কমিটির সদস্য-সচিব বিভিন্ন বিভাগীয়, মহানগর ও আঞ্চলিক দপ্তর হতে প্রাপ্ত পরিবেশগত ছাড়পত্র বিষয়ক প্রস্তাবনা/নথিসমূহ পর্যায়ক্রমে সভায় উপস্থাপন করেন। প্রত্যেকটি বিষয়ে কমিটির উপস্থিত সদস্যবৃন্দ বিস্তারিত আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। সভায় উপস্থাপিত বিভিন্ন বিষয়ের ওপর আলোচনা ও পর্যালোচনার পর সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নরূপ সুপারিশ গৃহীত হয় ঃ

ক) সুপারিশকৃত শিল্প/প্রকল্পসমূহ ঃ পরিবেশগত ছাড়পত্র

১. **Dhaka-Ashulia & East-West Elevated Expressway, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ, সেতু বিভাগ, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রনালয়, সেতুভবন, বনানী, ঢাকা-১২১২** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ) ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র এবং ইআইএ প্রতিবেদন সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পটির অনুকূলে সদর দপ্তর হতে উপযুক্ত শর্ত আরোপ করে ইআইএ প্রতিবেদন অনুমোদনসহ পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়।

২. **বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের বাস্তবায়নাধীনে UREDS; DCSD শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ৩৩/১১ কেভি লাইন নির্মাণ/আপগ্রেডেশন, বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (বাপবিবো), প্রকল্প পরিচালক, PMU, UREDS প্রকল্প, প্রশিক্ষণ একাডেমিক ভবন (৭ম তলা), বাপবিবো, ঢাকা** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ বৈদ্যুৎ বিতরণ লাইন নির্মাণ ও আপগ্রেডেশন) ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র এবং ইআইএ প্রতিবেদন সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পটির অনুকূলে সদর দপ্তর হতে উপযুক্ত শর্ত আরোপ করে ইআইএ প্রতিবেদন অনুমোদনসহ পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়।

৩. **আনোয়ারা সিজিএস হতে ফৌজদারহাট, চট্টগ্রাম পর্যন্ত ৪২ ইঞ্চি ব্যাসের আনুমানিক ৩০ কি.মি. গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন প্রকল্প, গ্যাস ট্রান্সমিশন কোম্পানি লিঃ, রেড ক্রিসেন্ট-বোরাক টাওয়ার, লেভেল (৩,৪,৫ ও ৬), ৭১-৭২,পুরাতন এলিফ্যান্ট রোড, ইস্কাটন, রমনা, ঢাকা-১০০০** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন স্থাপন) ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পটির অনুকূলে সদর দপ্তর হতে উপযুক্ত শর্ত আরোপ করে ইআইএ প্রতিবেদন অনুমোদনসহ পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়।

৪. **তিতাস গ্যাস ক্ষেত্রের কূপ নং ২৩, ২৪ (সরাইল) এবং. তিতাস গ্যাস ক্ষেত্রের কূপ নং ২৫, ২৬ (মালিহাতা) হতে খাঁটিহাতা পর্যন্ত গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন প্রকল্প, গ্যাস ট্রান্সমিশন কোম্পানি লিঃ, রেড ক্রিসেন্ট-বোরাক টাওয়ার, লেভেল (৩, ৪, ৫ ও ৬), ৭১-৭২, পুরাতন এলিফ্যান্ট রোড, ইস্কাটন, রমনা, ঢাকা-১০০০** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন স্থাপন) ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পটির অনুকূলে সদর দপ্তর হতে উপযুক্ত শর্ত আরোপ করে ইআইএ প্রতিবেদন অনুমোদনসহ পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়।

৫. **আর এস পি এল হেলথ বিডি লিঃ, মৌজা-খাদুন, পোঃ রুপসী, হোল্ডিং-৪২৩/১, রুপগঞ্জ, নারায়নগঞ্জ** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ডিটারজেন্ট পাউডার ও ডিস ওয়াশ বার উৎপাদন)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে নারায়নগঞ্জ জেলা অফিস কর্তৃক নিম্ন বর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে ইআইএ অনুমোদনসহ পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় ঃ

ক) এ কারখানায় কেবলমাত্র ডিটারজেন্ট পাউডার ও ডিস ওয়াশ বার প্রস্তুতের জন্য এ ছাড়পত্র প্রযোজ্য হবে। কারখানার উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তন এর জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।

খ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট তরল বর্জ্যের নির্গমন পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। যে কোন সময় তাৎক্ষণিক সংগৃহীত নমুনায় এই মানমাত্রা অতিক্রম হতে পারবেনা ।

গ) ইআইএ প্রতিবেদনে উল্লেখিত সকল Mitigation Measures সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।

ঘ) কারখানার কাঁচামাল বহনকারী খালি ড্রাম/কনটেইনার পরিবেশসম্মত ভাবে দূষণমুক্ত না করে বিক্রি করা যাবে না।

ঙ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট ক্ষার মিশ্রিত তরল-বর্জ্য (কালা-পানি) কোন ক্রমেই অপরিশোধিত অবস্থায় পরিবেশে নির্গমন করা যাবেনা; এ ধরণের তরল-বর্জ্য Neutralization বেসিনের মাধ্যমে যথাযথভাবে পরিশোধন করে নির্গমন করার ব্যবস্থা সব সময় কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।

চ) কারখানার মেঝে ধৌত/মেশিনারীজ/ইউটেনসিল ওয়াশিং-পানি কোন অবস্থাতেই পরিবেশে নির্গমন করা যাবে না এবং যথাযথ পদ্ধতির সেপটিক ট্যাংক ও সোক-পিটে এ ধরণের তরল বর্জ্য পরিশোধন/নির্গমন করার ব্যবস্থা এ কারখানায় সব সময় কার্যকরীভাব চালু রাখতে হবে।

ছ) বায়বীয় বর্জ্য নির্গমনের ক্ষেত্রে বিশেষ ডাক্ট ও এক্সজষ্ট ফ্যান সার্বক্ষণিক কার্যক্ষম রাখতে হবে।

জ) অগ্নি-দুর্ঘটনা নিয়ন্ত্রণকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।

ঝ) কর্মরত শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে।

ঞ) কারখানা চত্বরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।

ট) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা,১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।

ঠ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।

ড) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিল্লিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

৬. **মেসার্স মারুফ এন্টারপ্রাইজ, ৪৬৩ সি, পাইনাদী, নতুন মহল্লা, সিদ্ধিরগঞ্জ, নারায়নগঞ্জ** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ মশার কয়েল প্রস্তুত)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি ফরম্যাট, পরিদর্শন প্রতিবেদন ও বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে নারায়নগঞ্জ জেলা অফিস কর্তৃক নিম্ন বর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় ঃ

ক) এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র মশার কয়েল প্রস্তুতের জন্য প্রযোজ্য; প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, নতুন ধরনের সার উৎপাদন, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।

খ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ইউনিট হতে তরল-বর্জ্য/বায়বীয় বর্জ্য-এর নির্গমন পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। যে কোন সময় তাৎক্ষণিক সংগৃহীত নমুনায় এই মানমাত্রা অতিক্রম হতে পারবেনা । কোন সময় দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অকার্যকর হলে সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট ইউনিট বন্ধ করতে হবে। দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সংস্কার করে বিধিবদ্ধ মানমাত্রা নিশ্চিতকরণ সাপেক্ষে বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যাবে।

গ) ইএমপি প্রতিবেদনে বর্ণিত সকল মিটিগেশন মেজার্স সর্বদা কার্যকরী ভাবে চালু রাখতে হবে।

ঘ) এ কারখানায় সৃষ্ট তরলবর্জ্য সরাসরি পরিবেশে নির্গমন করা যাবেনা।

ঙ) রাসায়নিক দ্রব্য পরিবহন, গুদামজাত করণ ও ব্যবহারের জন্য Standard Precaution & Safety ম্যানুয়েল অনুসরণ করতে হবে।

চ) কারখানায় রাসায়নিক দ্রব্যের ব্যবহার সংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। পরিবেশ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা কর্তৃক পরিদর্শনকালে উক্ত রেজিষ্টার প্রদর্শন করতে হবে।

ছ) বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীপ্রাপ্ত রসায়নবিদ বা Chemical Engineer ছাড়া কারখানার উৎপাদন পরিচালনা করা যাবেনা।

জ) কারখাায় সৃষ্ট কঠিন বর্জ্য Environmentally Sound Disposal এর ব্যবস্থা করতে হবে ।

ঝ) কারখানায় ডমেষ্টিক কাজে সৃষ্ট তরল-বর্জ্য যথোপযুক্ত সেটলিং ট্যাংকে রেখে সেপটিক ট্যাংক ও সোকপিটের মাধ্যমে নির্গমন করতে হবে ।

ঞ) উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট বায়বীয় নির্গমণের মাত্রা বিধিবদ্ধ মানমাত্রা অধিক হলে কারখানায় স্ক্রাবার স্থাপন ও সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালূ রাখতে হবে

ট) কারখানার অভ্যন্তরে পর্যাপ্ত ভেন্টিলেশন-এর ব্যবস্থা রাখতে হবে।

ঠ) কারখানায় স্থাপিত জেনারেটরর Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেনা ।

ড) কারখানায় উৎপাদিত পণ্যের গুনগতমান যথাযথ কি-না সে বিষয়ে BSTI থেকে ছাড়পত্র গ্রহণ করতে হবে। BSTI এর ছাড়পত্র ব্যতিরেকে পরিবেশগত ছাড়পত্র নবায়ন করা যাবে না।

ঢ) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।

ণ) কর্মরত শ্রমিকদেরকে কারখানার অভ্যন্তরে সার্বক্ষণিক নোজ মাস্ক, চশমা ব্যবহার করতে হবে। এছাড়া পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে।

ত) স্বাভাবিক নিয়মে প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর বায়ূর গুণগতমান (NOx, Sox, SPM)-এর Monitoring Result পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।

থ) কারখানা চত্বরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।

দ) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা,১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।

ধ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।

ন) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিল্লিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

৭. কয়রা হাসপাতাল এন্ড ডায়াগনস্টিক সেন্টার, মদিনা বাদ, কয়রা, খুলনা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ১০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল ও ডায়াগনস্টিক সেন্টার)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে খুলনা বিভাগীয় অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্ত আরোপ করে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় ঃ

ক) এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র ১০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল ও ডায়াগনস্টিক সেন্টার পরিচালনার জন্য প্রযোজ্য হবে। প্রকল্পের কার্যক্রম ও জায়গা সম্প্রসারণ বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।

খ) Infectious waste আলাদাভাবে সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং Treatment/Disposal-এর ক্ষেত্রে পরিবেশসম্মত ব্যবস্থা সর্বদা চালু রাখতে হবে।

গ) প্লাষ্টিক সুঁচ, সিরিঞ্জ, টেষ্ট টিউব, প্লাস্টিক বর্জ্য অটোক্লেভ দ্বারা জীবানূমুক্ত করার পর স্রেডিং মেশিন দিয়ে প্লাস্টিক, Cutter দিয়ে সূচ এবং কাঁচের টিউব টুকরা টুকরা করে অপসারণ করতে হবে।

ঘ) Infectious ও Hazardous Medical বর্জ্যসমূহ নির্ধারিত বিনে রাখতে হবে। সূঁচ ও অন্যান্য ধারালো বস্তুসমূহ চুনভর্তি পাত্রে আবদ্ধ করে নির্দিষ্ট স্থানে ভূ-গর্ভস্থ ট্যাংকে জমা রাখতে হবে যাতে ধারালো বস্তুসমূহ মরিচা ধরে ক্রমশঃ নষ্ট হয়ে যায়।

ঙ) Pathogenic তরলবর্জ্য পরিশোধন পূর্বক জীবানুমুক্ত করে অপসারণ করতে হবে এবং ব্যবহৃত তুলা, গজ, ব্যান্ডেজ ইত্যাদি পরিবেশসম্মতভাবে ইনসিনারেটরে পুড়িয়ে ফেলতে হবে।

চ) Body parts, Tissue, Fetus ইত্যাদি কররস্থানে পুঁতে ফেলতে হবে।

ছ) হাসপাতালের অঙ্গন, মেঝে ও টয়লেট থেকে যাতে জীবানু সংক্রমিত হতে না পারে এ লক্ষ্যে পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতার বিষয়ে সর্বোচ্চ সতর্কতামুলক ব্যবস্থা অব্যাহত রাখতে হবে, যাতে করে হাসপাতালে আগত রোগীদের দ্বারা অন্য কেউ রোগাক্রান্ত না হয়।

জ) হাসপাতাল থেকে কোন প্রকার তরল বর্জ্য অপরিশোধিত অবস্থায় উন্মুক্ত পরিবেশে নির্গমন করা যাবে না ।

ঝ) জেনাারেটরের Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেনা।

ঞ) হাসপাতালের কার্যক্রম পরিচালনার কারণে হাসপাতাল সম্মুখস্থ রাস্তায় যানজটের সৃষ্টি না হয় সে জন্যে নিজস্ব লোকবল দ্বারা যানজট নিরসনের কার্যকরী কার্যক্রম সার্বক্ষণিকভাবে চালু রাখতে হবে।

ট) হাসপাতালের পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য যথাযথ ডিগ্রীধারী প্রশিক্ষিত জনবল রাখতে হবে। প্রতিষ্ঠানের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে । প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সংক্ষেপ রির্পোট-আকারে পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।

ঠ) হাসপাতাল ভবনের চারদিকে উন্মুক্ত জায়গায় উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগাতে হবে।

ড) হাসপাতাল ভবনের নীচতলা গাড়ী পাকিং ব্যতীত অন্য কোন বাণিজ্যিক/আবাসিক কাজে ব্যবহার করা যাবেনা।

ঢ) হাসপাতালে সৃষ্ট চিকিৎসা-বর্জ্য ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে চিকিৎসা-বর্জ্য (ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণ) বিধিমালা, ২০০৮ এর বিধি ৫(১) এর আওতায় উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে লাইসেন্স গ্রহণ করতে হবে।

ণ) হাসপাতালে Radioactive পদার্থ ব্যবহার এবং এর থেকে সৃষ্ট Radioactive বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পারমানবিক নিরাপত্তা ও বিকিরণ নিরাপত্তা বিধিমালা, ২০১২-এর আওতায় প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে।

ত) অগ্নি নির্বাপনকল্পে হাসপাতালে যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।

থ) হাসপাতালের শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।

দ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।

ধ) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিল্লিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

৮. **মেসার্স রানকা সোহেল কম্পোজিট টেক্সটাইল মিলস লিঃ, মোল্লারচর, আড়াইহাজার, নারায়নগঞ্জ** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ডেনিম কাপড় ডাইং) ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন, ৫৫ ঘনমিটার/ঘন্টা ক্ষমতা সম্পন্ন কমন ইটিপির ডিজাইন, জিরো ডিসচার্জ প্ল্যান, তরল বর্জ্যের বিশ্লেষিত ফলাফল এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে নারায়নগঞ্জ জেলা অফিস কর্তৃক নিম্ন বর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে জিরো ডিসচার্জ প্ল্যান অনুমোদনসহ পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় ঃ

ক) এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র ডেনিম কাপড় ডাইং কার্যক্রম এবং ৫৫ ঘনমিটার/ঘন্টা ক্ষমতা সম্পন্ন কমন ইটিপি পরিচালনার জন্য প্রযোজ্য। প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।

খ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ইউনিট হতে সৃষ্ট বর্জ্য তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (ইটিপি)-এর জন্য নির্ধারিত ড্রেনেজ লাইন ব্যতীত অন্য কোন বাইপাস লাইনের মাধ্যমে নির্গমন করা যাবে না। যে কোন সময় তাৎক্ষণিক সংগৃহীত নমুনার মানমাত্রা পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। কোন সময় তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (ইটিপি) বা এর কোন ইউনিট অকার্যকর হলে সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট উৎপাদন ইউনিট (যেমনঃ ডাইং, ফিনিশিং ইত্যাদি) বন্ধ করতে হবে। তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (ইটিপি) সংস্কার করে এর কার্যক্ষমতা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া সাপেক্ষে বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যাবে।

গ) ইএমপি প্রতিবেদনে উল্লেখিত সকল Mitigation Measures সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।

ঘ) কারখানাটি চালু অবস্থায় প্রতি তিন মাস অন্তর অর্থাৎ বছরে ৪(চার) বার ইটিপির তরল বর্জ্যের গুনগতমান (পরিশোধন-পূর্ব ও পরিশোধন-পরবর্তী) সংগ্রহপূর্বক পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে ।

ঙ) কারখানার তরল বর্জ্য নির্গমণের ইনলেট ও আউটলেট পয়েন্টে ফ্লো মেজারিং ডিভাইস স্থাপন করতে হবে এবং তার রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।

চ) কারখানাটি চালু অবস্থায় প্রতি তিন মাস অন্তর অর্থাৎ বছরে ৪ (চার) বার কারখানাসৃষ্ট তরল বর্জ্যের গুনগতমান (পরিশোধন-পূর্ব ও পরিশোধন-পরবর্তী) পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে এবং বায়বীয় বর্জ্য নির্গমনের জন্য স্থাপিত চিমনী সার্বক্ষনিক কার্যক্ষম রাখতে হবে।

ছ) বায়বীয় বর্জ্য নির্গমনের জন্য স্থাপিত চিমনী সার্বক্ষনিক কার্যক্ষম রাখতে হবে।

জ) জেনারেটরের Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেনা।

ঝ) কারখানা চত্তরে উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।

ঞ) কারখানার পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য যথাযথ ডিগ্রীধারী প্রশিক্ষিত জনবল রাখতে হবে। কারখানার/ প্রতিষ্ঠানের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে । প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সংক্ষেপ রির্পোট আকারে পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।

ট) পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে। শ্রমিকদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হবে এবং এতদসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।

ঠ) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।

ড) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।

ঢ) দাখিলকৃত জিরো ডিসচার্জ প্লানে উল্লেখিত সময়সীমার মধ্যে কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়ন করতে হবে এবং জিরো ডিসচার্জ প্লানে যে কোন ধরনের পরিবর্তনের ক্ষেত্রে পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি প্রয়োজন হবে।

ণ) সরকার অনুমোদিত 3R (Reduce, Reuse & Recycle) নীতি ও সকল প্রকার Resource Conservation Plan বাস্তবায়ন করতে হবে।

ত) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।

থ) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিল্লিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

৯. **রানকা ডেনিম টেক্সটাইল মিলস, মোল্লারচর, আড়াইহাজার, নারায়নগঞ্জ** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ডেনিম কাপড় ডাইং) ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন, ৫৫ ঘনমিটার/ঘন্টা ক্ষমতা সম্পন্ন কমন ইটিপির ডিজাইন, জিরো ডিসচার্জ প্ল্যান, তরল বর্জ্যের বিশ্লেষিত ফলাফল এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে নারায়নগঞ্জ জেলা অফিস কর্তৃক নিম্ন বর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে জিরো ডিসচার্জ প্ল্যান অনুমোদনসহ পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় ঃ

ক) এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র ডেনিম কাপড় ডাইং কার্যক্রম এবং ৫৫ ঘনমিটার/ঘন্টা ক্ষমতা সম্পন্ন কমন ইটিপি পরিচালনার জন্য প্রযোজ্য। প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।

খ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ইউনিট হতে সৃষ্ট বর্জ্য তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (ইটিপি)-এর জন্য নির্ধারিত ড্রেনেজ লাইন ব্যতীত অন্য কোন বাইপাস লাইনের মাধ্যমে নির্গমন করা যাবে না। যে কোন সময় তাৎক্ষণিক সংগৃহীত নমুনার মানমাত্রা পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। কোন সময় তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (ইটিপি) বা এর কোন ইউনিট অকার্যকর হলে সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট উৎপাদন ইউনিট (যেমনঃ ডাইং, ফিনিশিং ইত্যাদি) বন্ধ করতে হবে। তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (ইটিপি) সংস্কার করে এর কার্যক্ষমতা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া সাপেক্ষে বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যাবে।

গ) ইএমপি প্রতিবেদনে উল্লেখিত সকল Mitigation Measures সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।

ঘ) কারখানাটি চালু অবস্থায় প্রতি তিন মাস অন্তর অর্থাৎ বছরে ৪(চার) বার ইটিপির তরল বর্জ্যের গুনগতমান (পরিশোধন-পূর্ব ও পরিশোধন-পরবর্তী) সংগ্রহপূর্বক পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে ।

ঙ) কারখানার তরল বর্জ্য নির্গমণের ইনলেট ও আউটলেট পয়েন্টে ফ্লো মেজারিং ডিভাইস স্থাপন করতে হবে এবং তার রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।

চ) কারখানাটি চালু অবস্থায় প্রতি তিন মাস অন্তর অর্থাৎ বছরে ৪ (চার) বার কারখানাসৃষ্ট তরল বর্জ্যের গুনগতমান (পরিশোধন-পূর্ব ও পরিশোধন-পরবর্তী) পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে এবং বায়বীয় বর্জ্য নির্গমনের জন্য স্থাপিত চিমনী সার্বক্ষনিক কার্যক্ষম রাখতে হবে ।

ছ) বায়বীয় বর্জ্য নির্গমনের জন্য স্থাপিত চিমনী সার্বক্ষনিক কার্যক্ষম রাখতে হবে।

জ) জেনারেটরের Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেনা।

ঝ) কারখানা চত্বরে উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।

ঞ) কারখানার পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য যথাযথ ডিগ্রীধারী প্রশিক্ষিত জনবল রাখতে হবে। কারখানার/ প্রতিষ্ঠানের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে । প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সংক্ষেপ রির্পোট আকারে পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।

ট) পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে। শ্রমিকদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হবে এবং এতদসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।

ঠ) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।

ড) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।

ঢ) দাখিলকৃত জিরো ডিসচার্জ প্লানে উল্লেখিত সময়সীমার মধ্যে কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়ন করতে হবে এবং জিরো ডিসচার্জ প্লানে যে কোন ধরনের পরিবর্তনের ক্ষেত্রে পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি প্রয়োজন হবে।

ণ) সরকার অনুমোদিত 3R (Reduce, Reuse & Recycle) নীতি ও সকল প্রকার Resource Conservation Plan বাস্তবায়ন করতে হবে।

ত) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।

থ) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিল্লিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

১০. এস আর এন পাওয়ার, দাগ নং-১৯৭৭, ১৯৭৮, কেউঢালা, মদনপুর, বন্দর, নারায়নগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ কন্ডাক্টর এন্ড গাই এক্সসোরিজ (বৈদ্যুতিক খুঁটির টানা তার হিসেবে ব্যবহৃত))ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশি-ষ্ট বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে নারায়নগঞ্জ জেলা অফিস কর্তৃক নিম্ন বর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে ইআইএ অনুমোদনসহ পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় ঃ

ক) এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র কন্ডাক্টর এন্ড গাই এক্সসোরিজ তৈরীর জন্য প্রযোজ্য; প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, নতুন ধরনের সার উৎপাদন, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।

খ) কারখানার মেশিনপত্র/ফ্লোর ওয়াশিং হতে সৃষ্ট তেল মিশ্রিত পানি/তরল বর্জ্য কোন ক্রমেই অপরিশোধিত অবস্থায় নিজ সীমানার বাইরে নির্গত করা যাবে না। ওয়েল সেপারেটরের মাধ্যমে তেল মিশ্রিত পানি থেকে তেল পৃথক করতে হবে এবং এ থেকে নির্গত বর্জ্য পানি যথাযথভাবে পরিশোধন করে নির্গত করতে হবে। ডমেস্টিক তরল বর্জ্য পরিশোধন ও অপসারণের ক্ষেত্রে সেপটিক ট্যাংক ও সোকপিট ব্যবহার করতে হবে।

গ) কারখানারা উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট স্লাজ কারখানা চত্বরে সংরক্ষণ করতে হবে এবং উচ্চ তাপামাত্রার চুল্লিতে বা ইনসিনারেটরে দহন করতে হবে।

ঘ) কারখানায় উৎপাদিত পণ্যের গুনগতমান নিশ্চিতকল্পে BSTI বা সংশ্লিষ্ট সংস্থা হতে সার্টিফিকেট গ্রহণ করতে হবে। উক্ত সার্টিফিকেট ছাড়া পরিবেশগত ছাড়পত্র নবায়ন করা হবেনা ।

ঙ) কারখানা থেকে সৃষ্ট কঠিন বর্জ্যের জন্য Environmentally Sound Disposal এর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

চ) বায়বীয় বর্জ্য নির্গমনের ক্ষেত্রে স্থাপিত এক্সজষ্ট ফ্যান সার্বক্ষণিক কার্যক্ষম রাখতে হবে।

ছ) ইআইএ প্রতিবেদনে উল্লেখিত ও পরবর্তীতে বাস্তবায়িত সকল Mitigation Measures সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।

জ) কারখানা চত্বরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।

ঝ) কর্মরত শ্রমিকদেরকে সার্বক্ষণিক এপ্রোন, হাত গ্লাভস, নোজ মাস্ক, চশমা ব্যবহার করতে হবে। এছাড়া পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে।

ঞ) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা,১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।

ট) আলোচ্য কারখানায় কোন ধরনের ওয়েল্ডিং কার্যক্রম পরিচালনা করা যাবে না।

ঠ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।

ড) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিল্লিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

১১. আর্নেস্ট ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কসপ প্রাইভেট লিঃ, নানাখি, সাদিপুর, সোনারগাঁ, নারায়নগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ কোল্ড রুম, কুলিং টাওয়ার, চিলার, কনডেনসার, ইডাপটার, ইন্ডাস্ট্রিয়াল ফ্যান, ইলেকট্রিক্যাল আইটেম সংযোজন)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশি-ষ্ট বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে নারায়নগঞ্জ জেলা অফিস কর্তৃক নিম্ন বর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় ঃ

ক) এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র কোল্ড রুম, কুলিং টাওয়ার, চিলার, কনডেনসার, ইডাপটার, ইন্ডাস্ট্রিয়াল ফ্যান, ইলেকট্রিক্যাল আইটেম সংযোজনের জন্য প্রযোজ্য; প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, নতুন ধরনের সার উৎপাদন, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।

খ) কারখানার মেশিনপত্র/ফ্লোর ওয়াশিং হতে সৃষ্ট তেল মিশ্রিত পানি/তরল বর্জ্য কোন ক্রমেই অপরিশোধিত অবস্থায় নিজ সীমানার বাইরে নির্গত করা যাবে না। ওয়েল সেপারেটরের মাধ্যমে তেল মিশ্রিত পানি থেকে তেল পৃথক করতে হবে এবং এ থেকে নির্গত বর্জ্য পানি যথাযথভাবে পরিশোধন করে নির্গত করতে হবে। ডমেস্টিক তরল বর্জ্য পরিশোধন ও অপসারণের ক্ষেত্রে সেপটিক ট্যাংক ও সোকপিট ব্যবহার করতে হবে।

গ) কারখানারা উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট স্লাজ কারখানা চত্বরে সংরক্ষণ করতে হবে এবং উচ্চ তাপামাত্রার চুল্লিতে বা ইনসিনারেটরে দহন করতে হবে।

ঘ) কারখানায় উৎপাদিত পণ্যের গুনগতমান নিশ্চিতকল্পে BSTI বা সংশ্লিষ্ট সংস্থা হতে সার্টিফিকেট গ্রহণ করতে হবে। উক্ত সার্টিফিকেট ছাড়া পরিবেশগত ছাড়পত্র নবায়ন করা হবেনা ।

ঙ) কারখানা থেকে সৃষ্ট কঠিন বর্জ্যের জন্য Environmentally Sound Disposal এর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

চ) বায়বীয় বর্জ্য নির্গমনের ক্ষেত্রে স্থাপিত এক্সজষ্ট ফ্যান সার্বক্ষণিক কার্যক্ষম রাখতে হবে।

ছ) ইএমপি প্রতিবেদনে উল্লেখিত ও পরবর্তীতে বাস্তবায়িত সকল Mitigation Measures সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।

জ) কারখানা চত্বরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
ঝ) কর্মরত শ্রমিকদেরকে সার্বক্ষণিক এপ্রোন, হাত গ্লাভস, নোজ মাস্ক, চশমা ব্যবহার করতে হবে। এছাড়া পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে।
ঞ) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা,১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
ট) আলোচ্য কারখানায় কোন ধরনের ওয়েল্ডিং কার্যক্রম পরিচালনা করা যাবে না।
ঠ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।
ড) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিল্লিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

১২. **পলমল ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ, চারাবাগ, আশুলিয়া, সাভার, ঢাকা** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ গ্যাস লাইটার উৎপাদন)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশি-ষ্ট বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে ঢাকা জেলা অফিস কর্তৃক নিম্ন বর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় ঃ

ক) এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র গ্যাস লাইটার উৎপাদন-এর জন্য প্রযোজ্য; প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, নতুন ধরনের সার উৎপাদন, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
খ) কারখানার মেশিনপত্র/ফ্লোর ওয়াশিং হতে সৃষ্ট তেল মিশ্রিত পানি/তরল বর্জ্য কোন ক্রমেই অপরিশোধিত অবস্থায় নিজ সীমানার বাইরে নির্গত করা যাবে না। ওয়েল সেপারেটরের মাধ্যমে তেল মিশ্রিত পানি থেকে তেল পৃথক করতে হবে এবং এ থেকে নির্গত বর্জ্য পানি যথাযথভাবে পরিশোধন করে নির্গত করতে হবে। ডমেস্টিক তরল বর্জ্য পরিশোধন ও অপসারণের ক্ষেত্রে সেপটিক ট্যাংক ও সোকপিট ব্যবহার করতে হবে।
গ) কারখানারা উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট স্লাজ কারখানা চত্বরে সংরক্ষণ করতে হবে এবং উচ্চ তাপামাত্রার চুল্লিতে বা ইনসিনারেটরে দহন করতে হবে।
ঘ) কারখানায় উৎপাদিত পণ্যের গুনগতমান নিশ্চিতকল্পে BSTI বা সংশ্লিষ্ট সংস্থা হতে সার্টিফিকেট গ্রহণ করতে হবে। উক্ত সার্টিফিকেট ছাড়া পরিবেশগত ছাড়পত্র নবায়ন করা হবেনা ।
ঙ) কারখানা থেকে সৃষ্ট কঠিন বর্জ্যের জন্য Environmentally Sound Disposal এর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
চ) বায়বীয় বর্জ্য নির্গমনের ক্ষেত্রে স্থাপিত এক্সজষ্ট ফ্যান সার্বক্ষণিক কার্যক্ষম রাখতে হবে।
ছ) ইএমপি প্রতিবেদনে উল্লেখিত ও পরবর্তীতে বাস্তবায়িত সকল Mitigation Measures সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।
জ) কারখানা চত্বরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
ঝ) কর্মরত শ্রমিকদেরকে সার্বক্ষণিক এপ্রোন, হাত গ্লাভস, নোজ মাস্ক, চশমা ব্যবহার করতে হবে। এছাড়া পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে।
ঞ) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা,১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
ট) আলোচ্য কারখানায় কোন ধরনের ওয়েল্ডিং কার্যক্রম পরিচালনা করা যাবে না।
ঠ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।
ড) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিল্লিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

১৩. **বিলট্রেড ফয়েলস লিমিটেড, কালামপুর, ধামরাই, ঢাকা** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল তেরী) ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে ঢাকা জেলা অফিস কর্তৃক নিম্ন বর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে ইআইএ অনুমোদনসহ পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় ঃ

ক) এ কারখানায় কেবলমাত্র অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল তেরীর জন্য এ ছাড়পত্র প্রযোজ্য হবে। কারখানার উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তন এর জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
খ) কারখানার উৎপাদান প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট তরল বর্জ্যের নির্গমন পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। যে কোন সময় তাৎক্ষণিক সংগৃহীত নমুনায় এই মানমাত্রা অতিক্রম হতে পারবেনা ।
গ) ইআইএ প্রতিবেদনে উল্লেখিত সকল Mitigation Measures সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।
ঘ) কারখানার কাঁচামাল বহনকারী খালি ড্রাম/কনটেইনার পরিবেশসম্মত ভাবে দূষণমুক্ত না করে বিক্রি করা যাবে না।

ঙ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট তরল-বর্জ্য কোন ক্রমেই বাইরে নির্গমন করা যাবেনা।

চ) কারখানার মেঝে ধৌত/মেশিনারীজ/ইউটেনসিল ওয়াশিং-পানি কোন অবস্থাতেই পরিবেশে নির্গমন করা যাবে না এবং যথাযথ পদ্ধতির সেপটিক ট্যাংক ও সোক-পিটে এ ধরণের তরল বর্জ্য পরিশোধন/নির্গমন করার ব্যবস্থা এ কারখানায় সব সময় কার্যকরীভাব চালু রাখতে হবে।

ছ) বায়বীয় বর্জ্য নির্গমনের ক্ষেত্রে বিশেষ ডাস্ট কালেক্টর ও এক্সজষ্ট ফ্যান সার্বক্ষণিক কার্যক্ষম রাখতে হবে।

জ) অগ্নি-দুর্ঘটনা নিয়ন্ত্রণকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।

ঝ) কর্মরত শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে।

ঞ) কারখানা চত্বরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।

ট) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা,১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।

ঠ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।

ড) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিল্লিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

১৪. ইন্টারন্যাশনাল ক্লাসিক কম্পোজিট লিঃ,নাওজোর, কড্ডা, জয়দেবপুর, গাজীপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ নিটিং, ডাইং, ফিনিশিং ও গার্মেন্টস, স্ক্রীন প্রিন্টিং, এমব্রয়ডারী)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন, ৫০ ঘনমিটার/ঘন্টা ক্ষমতা সম্পন্ন ইটিপির ডিজাইন ও বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে গত ০২/১২/২০০৭ তারিখে পরিবেশ/ঢাবি/১০৫৪১/ছাড়-১৪১১ সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে জারীকৃত পরিবেশগত ছাড়পত্র বাতিলপূর্বক গাজীপুর জেলা অফিস কর্তৃক নিম্ন বর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় ঃ

ক) এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র নিটিং, ডাইং, ফিনিশিং ও গার্মেন্টস, স্ক্রীন প্রিন্টিং, এমব্রয়ডারী কার্যক্রম এবং ৫০ ঘনমিটার/ঘন্টা ক্ষমতা সম্পন্ন ইটিপি পরিচালনার জন্য প্রযোজ্য। প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।

খ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ইউনিট হতে সৃষ্ট বর্জ্য তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (ইটিপি)-এর জন্য নির্ধারিত ড্রেনেজ লাইন ব্যতীত অন্য কোন বাইপাস লাইনের মাধ্যমে নির্গমন করা যাবে না। যে কোন সময় তাৎক্ষণিক সংগৃহীত নমুনার মানমাত্রা পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। কোন সময় তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (ইটিপি) বা এর কোন ইউনিট অকার্যকর হলে সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট উৎপাদন ইউনিট (যেমনঃ ডাইং, প্রিন্টিং, ফিনিশিং ইত্যাদি) বন্ধ করতে হবে। তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (ইটিপি) সংস্কার করে এর কার্যক্ষমতা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া সাপেক্ষে বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যাবে।

গ) ইএমপি প্রতিবেদনে উল্লেখিত সকল Mitigation Measures সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।

ঘ) কারখানার তরল বর্জ্য নির্গমণের ইনলেট ও আউটলেট পয়েন্টে ফ্লো মেজারিং ডিভাইস স্থাপন করতে হবে এবং তার রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।

ঙ) ডমেস্টিক তরল বর্জ্য পরিশোধন ও অপসারণের ক্ষেত্রে সেপটিক ট্যাংক ও সোক ওয়েল ব্যবহার করতে হবে।

চ) কারখানাটি চালু অবস্থায় প্রতি তিন মাস অন্তর অর্থাৎ বছরে ৪ (চার) বার কারখানাসৃষ্ট তরল বর্জ্যের গুনগতমান (পরিশোধন-পূর্ব ও পরিশোধন-পরবর্তী) পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে এবং বায়বীয় বর্জ্য নির্গমনের জন্য স্থাপিত চিমনী সার্বক্ষনিক কার্যক্ষম রাখতে হবে।

ছ) জেনারেটরের Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেনা।

জ) কারখানা চত্বরে উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।

ঝ) কারখানার পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য যথাযথ ডিগ্রীধারী প্রশিক্ষিত জনবল রাখতে হবে। কারখানার/ প্রতিষ্ঠানের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে । প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সংক্ষেপ রির্পোট আকারে পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।

ঞ) পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে। শ্রমিকদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হবে এবং এতদসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।

ট) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।

ঠ) কারখানার শব্দ এবং বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।

ড) দাখিলকৃত জিরো ডিসচার্জ প্লানে উল্লেখিত সময়সীমার মধ্যে কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়ন করতে হবে এবং জিরো ডিসচার্জ প্লানে যে কোন ধরনের পরিবর্তনের ক্ষেত্রে পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি প্রয়োজন হবে।

ঢ) সরকার অনুমোদিত 3R (Reduce, Reuse & Recycle) নীতি ও সকল প্রকার Resource Conservation Plan বাস্তবায়ন করতে হবে।

ণ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।

ত) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিল্লিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

১৫. সুইস কোয়ালিটি পেপার (বিডি) লিঃ, বি-৪৬, পূর্ব রাজাশন, সাভার, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ সাদা/অফসেট কাগজ উৎপাদন)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন, দাখিলকৃত অন্যান্য কাগজপত্র এবং বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে ঢাকা জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান করার সুপারিশ গৃহীত হয় ঃ

ক) এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র সাদা/অফসেট কাগজ প্রস্তুতের জন্য প্রযোজ্য। কারখানার উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।

খ) ইআইএ প্রতিবেদনে উল্লেখিত ও পরবর্তীতে বাস্তবায়িত সকল Mitigation Measures সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।

গ) ফ্লোর ওয়াশিং ও ডমেস্টিক তরল বর্জ্য পরিশোধন ও অপসারণের ক্ষেত্রে সেপটিক ট্যাংক ও সোক পিট ব্যবহার করতে হবে।

ঘ) উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট তরলবর্জ্য ইটিপির মাধ্যমে রি-সাইকেল করে পুনঃব্যবহার করতে হবে এবং পরিশোধিত তরল বর্জ্য কারখানার বাইরে নির্গমণ করা যাবে না। এজন্য যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণপূর্বক তা সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে।

ঙ) এ ছাড়পত্র জারীর তিন মাসের মধ্যে কারখানা সৃষ্ট তরল বর্জ্যের নমুনা সংগ্রহ পূর্বক বিশ্লেষিত ফলাফল অত্র দপ্তরে দাখিল করতে হবে। বিশ্লেষিত ফলাফল পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লেখিত মানমাত্রার বর্হিভূত হলে এ ছাড়পত্র বাতিল বলে গন্য হবে।

চ) কারখানাটি চালু অবস্থায় প্রতি তিন মাস অন্তর অর্থাৎ বছরে ৪(চার) বার কারখানাসৃষ্ট তরল বর্জ্যের গুনগতমান (পরিশোধন-পূর্ব ও পরিশোধন-পরবর্তী) পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।

ছ) ইটিপি-র ইনলেট ও আউটলেট পয়েন্টে ফ্লো মেজারিং ডিভাইস স্থাপন করতে হবে এবং তার রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।

জ) কারখানা থেকে সৃষ্ট কঠিন বর্জ্যের জন্য Environmentally Sound Disposal এর ব্যবস্থা এবং উৎপাদন প্রক্রিয়ায় ফাইবার মিশ্রিত কঠিনবর্জ্য পুনরায় সংগ্রহপূর্বক কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহার করতে হবে।

ঝ) সরকার অনুমোদিত 3R (Reduce, Reuse & Recycle) নীতি ও সকল প্রকার Resource Conservation Plan বাস্তবায়ন করতে হবে। এছাড়া, দাখিলকৃত জিরো ডিসচার্জ প্ল্যান যথাযথভাবে বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

ঞ) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথা ঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।

ট) পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে।

ঠ) কারখানা চত্বরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।

ড) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিতানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।

ঢ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।

ণ) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিল্লিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

১৬. এপেক্স ট্যানারী লিঃ, চামড়া শিল্প নগরী, হরিণধরা, হেমায়েতপুর, সাভার, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ চামড়া প্রক্রিয়াজাতকরণ)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে ঢাকা জেলা অফিস কর্তৃক নিম্ন বর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় ঃ

ক) এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র চামড়া প্রক্রিয়াজাতকরণ-এর জন্য প্রযোজ্য। প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।

খ) EMP প্রতিবেদনে সুপারিশকৃত সকল মিটিগেশন মেজার্স সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।

গ) সরকার অনুমোদিত 3R (Reduce, Reuse & Recycle) নীতি ও সকল প্রকার Resource Conservation Plan বাস্তবায়ন করতে হবে।

ঘ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ইউনিট হতে সৃষ্ট তরল বর্জ্য বিসিক কর্তৃক নির্মিত সিইটিপি-র মাধ্যমে পরিশোধন করতে হবে।

ঙ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট ক্রোম মিশ্রিত তরল বর্জ্য বিসিক কর্তৃক নির্মিত সেন্ট্রাল ক্রোম রিকভারী প্লান্টের মাধ্যমে পরিশোধন করতে হবে।

চ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট কঠিন বর্জ্য পরিকল্পিত উপায়ে সংগ্রহপূর্বক বিসিক কর্তৃক নির্মিত সলিড ওয়েষ্ট ডাম্পিং গ্রাউন্ডে পরিবেশসম্মতভাবে নিরাপদ অপসারণ অথবা পুনঃব্যবহারের ব্যবস্থা করতে হবে।

ছ) বায়বীয় বর্জ্য নির্গমনের জন্য স্থাপিত চিমনী সার্বক্ষনিক কার্যক্ষম রাখতে হবে।

জ) জেনারেটরের Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেনা।

ঝ) কারখানার পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য যথাযথ ডিগ্রীধারী প্রশিক্ষিত জনবল রাখতে হবে। কারখানার/ প্রতিষ্ঠানের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে । প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সংক্ষেপ রির্পোট আকারে পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।

ঞ) পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে। শ্রমিকদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হবে এবং এতদসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।

ট) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।

ঠ) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।

ড) দাখিলকৃত অঙ্গীকারনামা অনুযায়ী আলোচ্য কারখানায় উৎপাদন কার্যক্রম শুরুর দিন থেকে হাজারীবাগে অবস্থিত ট্যানারীর সকল কার্যক্রম বন্ধ করতে হবে।

ঢ) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিল্লিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

১৭. রাসেল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড, সানারপাড়, সিদ্ধিরগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ মোটর সাইকেল সংযোজন ও উৎপাদন)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে নারায়ণগঞ্জ জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়ঃ

ক) এ ছাড়পত্র কেবলমাত্র মোটর সাইকেল সংযোজন ও উৎপাদন-এর জন্য প্রযোজ্য হবে। প্রকল্পের জায়গা সম্প্রসারণ, কার্যক্রম বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।

খ) ইএমপি প্রতিবেদনে উল্লেখিত সকল মিটিগেশন মেজার্স সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।

গ) প্রকল্পের কার্যক্রমে মাধ্যমে সৃষ্ট কঠিন বর্জ্য পরিকল্পিত উপায়ে সংগ্রহপূর্বক পরিবেশসম্মতভাবে নিরাপদ অপসারণ অথবা পুনঃব্যবহারের ব্যবস্থা করতে হবে।

ঘ) ডমেষ্টিক কাজে সৃষ্ট তরল-বর্জ্য যথোপযুক্ত সেপটিক ট্যাংক ও সোক পিটের মাধ্যমে নির্গমন করতে হবে।

ঙ) ফ্লোর-ওয়াশিং কাজে সৃষ্ট তরল-বর্জ্য কোন ক্রমেই সরাসরি নিজস্ব সীমানার বাইরে নিক্ষেপ করা যাবেনা । এ ধরনের তরল-বর্জ্য যথোপযুক্ত সেটলিং-ট্যাংকে রেখে সেপটিক ট্যাংক ও সোক পিটের মাধ্যমে নির্গমন করতে হবে।

চ) প্রকল্পের কার্যক্রমের মাধ্যমে সৃষ্ট শব্দ নিয়ন্ত্রণের জন্য যথাযথ ব্যবস্থাদি সর্বদা কার্যক্ষম রাখতে হবে এবং শব্দের মানমাত্রা পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা ১৯৯৭ এর মধ্যে থাকতে হবে।

ছ) অগ্নি নির্বাপনকল্পে প্রকল্পে যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথা ঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।

জ) প্রকল্পে কর্মরত শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা যথাঃ বুট, নোজ মাস্ক, সেফটি গ্লাস, হ্যান্ডগ্লোভস, হ্যালমেট পরিধান ইত্যাদির ব্যবহার সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।

ঝ) প্রকল্পের কার্যক্রমের মাধ্যমে সৃষ্ট শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।

ঞ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।

ট) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিল্লিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

১৮. মেসার্স চৌধুরী কেমিক্যাল ওয়ার্কস, হাটবাসদেবপুর, ঝিটকা, হরিরামপুর, মানিকগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ জর্দা তৈরী)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে মানিকগঞ্জ জেলা অফিস কর্তৃক নিম্ন বর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় ঃ

ক) এ ছাড়পত্র কারখানায় শুধুমাত্র জর্দা তৈরীর জন্য প্রযোজ্য; প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।

খ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ইউনিট হতে গ্যাসীয় নিঃসরণ বিশেষতঃ বস্তু কণার নিঃসরণ পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। যে কোন সময় তাৎক্ষণিক সংগৃহীত নমুনায় এই মানমাত্রা অতিক্রম হতে পারবেনা । কোন সময় বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বা এর কোন ইউনিট অকার্যকর হলে সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট উৎপাদন ইউনিট বন্ধ করতে হবে। বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সংস্কার করে এর কার্যক্ষমতা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া সাপেক্ষে বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যাবে।

গ) তামাক পাতা প্রক্রিয়াকরনের বিভিন্ন ধাপে সৃষ্ট বস্তুকণা নিয়ন্ত্রণের জন্য স্থাপিত ব্যাগ ফিল্টার এবং চিমনী সার্বক্ষণিক কার্যক্ষম রাখতে হবে।

ঘ) বায়ু দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাসহ ইএমপি প্রতিবেদনে সুপারিশকৃত সকল মিটিগেশন মেজার্স সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।

ঙ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট তরল বর্জ্য সরাসরি পরিবেশে নির্গমন করা যাবেনা। তরল বর্জ্য নিউট্রালাইজেশন (Nutralization) ট্যাংকে নিষ্ক্রিয় করে সেটেলিং ট্যাংকে স্লাজ অধঃক্ষিপ্ত হওয়ার পর পরিশোধিত তরল বর্জ্য নির্গমন করতে হবে।

চ) কর্মরত শ্রমিকদেরকে কারখানার অভ্যন্তরে সার্বক্ষণিক নোজ মাস্ক, হ্যান্ড গ্লাভস, সেফটি গ্লাস, বুট, হেলম্যাট ব্যবহার করতে হবে। এছাড়া পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে।

ছ) কারখানার কর্মরত শ্রমিকদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হবে এবং এতৎসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে এবং অত্র দপ্তর হতে আর্কষিক পরিদর্শনের সময় তা দেখাতে হবে।

জ) কারখানার পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য প্রশিক্ষিত জনবল রাখতে হবে।

ঝ) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।

ঞ) কারখানা চত্বরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।

ট) কারখানাটি চালু অবস্থায় প্রতি তিন মাস অন্তর অর্থাৎ বছরে ৪(চার) বার কারখানার পরিবেষ্টক বায়ুর গুনগতমান (SPM) পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে ।

ঠ) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা,১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।

ড) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না ।

ঢ) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিল্লিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

১৯. তোয়া পারসোনাল প্রোটেকটিভ ডিভাইস বাংলাদেশ লিঃ প্লট নং-৪৬-৫০, ৫৩-৫৭, ঈশ্বরদী ইপিজেড, ঈশ্বরদী, পাবনা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ Operational Gloves, Industrial Gloves, Synthetic polymer Gloves, Leather & Artificial leather Gloves, NBR Intex Gloves তৈরী) ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন, ৩০০ ঘনমিটার/দৈনিক ক্ষমতা সম্পন্ন কমন ইটিপির ডিজাইন, তরল বর্জ্যের বিশ্লেষিত ফলাফল এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে রাজশাহী বিভাগীয় অফিস, বগুড়া কর্তৃক নিম্ন বর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় ঃ

ক) এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র Operational Gloves, Industrial Gloves, Synthetic polymer Gloves, Leather & Artificial leather Gloves, NBR Intex Gloves তৈরী কার্যক্রম এবং ৩০০ ঘনমিটার/দৈনিক ক্ষমতা সম্পন্ন কমন ইটিপি পরিচালনার জন্য প্রযোজ্য। প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।

খ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ইউনিট হতে সৃষ্ট বর্জ্য তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (ইটিপি)-এর জন্য নির্ধারিত ড্রেনেজ লাইন ব্যতীত অন্য কোন বাইপাস লাইনের মাধ্যমে নির্গমন করা যাবে না। যে কোন সময় তাৎক্ষণিক সংগৃহীত নমুনার মানমাত্রা পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। কোন সময় তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (ইটিপি) বা এর কোন ইউনিট অকার্যকর হলে সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট উৎপাদন ইউনিট (যেমনঃ ডাইং, ফিনিশিং ইত্যাদি) বন্ধ করতে হবে। তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (ইটিপি) সংস্কার করে এর কার্যক্ষমতা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া সাপেক্ষে বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যাবে।

গ) ইএমপি প্রতিবেদনে উল্লেখিত সকল Mitigation Measures সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।

ঘ) কারখানাটি চালু অবস্থায় প্রতি তিন মাস অন্তর অর্থাৎ বছরে ৪(চার) বার ইটিপির তরল বর্জ্যের গুনগতমান (পরিশোধন-পূর্ব ও পরিশোধন-পরবর্তী) সংগ্রহপূর্বক পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে ।

ঙ) কারখানার তরল বর্জ্য নির্গমণের ইনলেট ও আউটলেট পয়েন্টে ফ্লো মেজারিং ডিভাইস স্থাপন করতে হবে এবং তার রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।

চ) কারখানাটি চালু অবস্থায় প্রতি তিন মাস অন্তর অর্থাৎ বছরে ৪ (চার) বার কারখানাসৃষ্ট তরল বর্জ্যের গুনগতমান (পরিশোধন-পূর্ব ও পরিশোধন-পরবর্তী) পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে এবং বায়বীয় বর্জ্য নির্গমনের জন্য স্থাপিত চিমনী সার্বক্ষনিক কার্যক্ষম রাখতে হবে।

ছ) বায়বীয় বর্জ্য নির্গমনের জন্য স্থাপিত চিমনী সার্বক্ষনিক কার্যক্ষম রাখতে হবে।

জ) জেনারেটরের Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেনা।

ঝ) কারখানা চত্বরে উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।

ঞ) কারখানার পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য যথাযথ ডিগ্রীধারী প্রশিক্ষিত জনবল রাখতে হবে। কারখানার/ প্রতিষ্ঠানের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে । প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সংক্ষেপ রির্পোট আকারে পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।

ট) পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে। শ্রমিকদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হবে এবং এতদসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।

ঠ) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।

ড) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।

ঢ) এ ছাড়পত্র জারীর তিন মাসের মধ্যে তরল বর্জ্য রিসাইক্লিং ও জিরো ডিসচার্জ পরিকল্পনা দাখিল করতে হবে। অন্যথায়, ছাড়পত্র নবায়ন করা হবে না ও ছাড়পত্র বাতিল করা হবে।

ণ) সরকার অনুমোদিত 3R (Reduce, Reuse & Recycle) নীতি ও সকল প্রকার Resource Conservation Plan বাস্তবায়ন করতে হবে।

ত) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।

থ) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিল্লিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

২০. **জে এস গ্রীন এগ্রো লিঃ, সদর, ফরিদপুর** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ জিংক সালফেট সার উৎপাদন) ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে ফরিদপুর জেলা অফিস কর্তৃক নিম্ন বর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় ঃ

ক) এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র জিংক সালফেট সার প্রস্তুতের জন্য প্রযোজ্য; প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, নতুন ধরনের সার উৎপাদন, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।

খ) কারখানার উৎপাদান প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ইউনিট হতে তরল-বর্জ্য/ বায়বীয় বর্জ্য-এর নির্গমন পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। যে কোন সময় তাৎক্ষণিক সংগৃহীত নমুনায় এই মানমাত্রা অতিক্রম হতে পারবেনা । কোন সময় দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অকার্যকর হলে সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট ইউনিট বন্ধ করতে হবে। দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সংস্কার করে বিধিবদ্ধ মানমাত্রা নিশ্চিতকরণ সাপেক্ষে বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যাবে।

গ) ইএমপি প্রতিবেদনে বর্ণিত সকল Mitigation Measures সর্বদা কার্যকরী ভাবে চালু রাখতে হবে।

ঘ) এ কারখানায় সৃষ্ট তরলবর্জ্য সরাসরি পরিবেশে নির্গমন করা যাবেনা; এ ধরণের তরলবর্জ্য Neutralization সিস্টেমের মাধ্যমে পরিশোধন ও অপসারণ ব্যবস্থা সর্বদা কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে ।

ঙ) রাসায়নিক দ্রব্য পরিবহন, গুদামজাত করণ ও ব্যবহারের জন্য Standard Precaution & Safety ম্যানুয়েল অনুসরণ করতে হবে।

চ) কারখানায় রাসায়নিক দ্রব্যের ব্যবহার সংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। পরিবেশ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা কর্তৃক পরিদর্শনকালে উক্ত রেজিষ্টার প্রদর্শন করতে হবে।

ছ) বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীপ্রাপ্ত রসায়নবিদ বা Chemical Engineer ছাড়া কারখানার উৎপাদন পরিচালনা করা যাবেনা।

জ) কারখানায় সৃষ্ট কঠিন বর্জ্য Environmentally Sound Disposal এর ব্যবস্থা করতে হবে।

ঝ) কারখানায় ডমেষ্টিক কাজে সৃষ্ট তরল-বর্জ্য যথোপযুক্ত সেটলিং ট্যাংকে রেখে সেপটিক ট্যাংক ও সোকপিটের মাধ্যমে নির্গমন করতে হবে।

ঞ) উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট বায়বীয় নির্গমণের মাত্রা বিধিবদ্ধ মানমাত্রা অধিক হলে কারখানায় স্ক্রাবার স্থাপন ও সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালূ রাখতে হবে

ট) কারখানায় স্থাপিত জেনারেটরর Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠঅন ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিত্রয় করা যাবেনা।

ঠ) কারখানায় উৎপাদিত পণ্যের গুনগতমান যথাযথ কি-না সে বিষয়ে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (DAE)/যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে ছাড়পত্র গ্রহণ করতে হবে। এ ছাড়পত্র ব্যতিরেকে পরিবেশগত ছাড়পত্র নবায়ন করা যাবে না।

ড) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।

ঢ) কর্মরত শ্রমিকদেরকে কারখানার অভ্যন্তরে সার্বক্ষণিক নোজ মাস্ক, চশমা ব্যবহার করতে হবে। এছাড়া পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে।

ণ) স্বাভাবিক নিয়মে প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর বায়ূর গুণগতমান (SOx)-এর Monitoring Result পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।

ত) কারখানা চত্বরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।

থ) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা,১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।

দ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।

ধ) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরি-উল্লিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

২১. বনি কেমিক্যাল কোং, খিরসিন টিকর, মিয়াপুর, পবা, রাজশাহী (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ মশার কয়েল প্রস্তুত)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি ফরম্যাট, পরিদর্শন প্রতিবেদন ও বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে রাজশাহী বিভাগীয় অফিস, বগুড়া কর্তৃক নিম্ন বর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় ঃ

ক) এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র মশার কয়েল প্রস্তুতের জন্য প্রযোজ্য; প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, নতুন ধরনের সার উৎপাদন, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।

খ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ইউনিট হতে তরল-বর্জ্য/বায়বীয় বর্জ্য-এর নির্গমন পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। যে কোন সময় তাৎক্ষণিক সংগৃহীত নমুনায় এই মানমাত্রা অতিক্রম হতে পারবেনা। কোন সময় দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অকার্যকর হলে সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট ইউনিট বন্ধ করতে হবে। দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সংস্কার করে বিধিবদ্ধ মানমাত্রা নিশ্চিতকরণ সাপেক্ষে বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যাবে।

গ) ইএমপি প্রতিবেদনে বর্ণিত সকল মিটিগেশন মেজার্স সর্বদা কার্যকরী ভাবে চালু রাখতে হবে।

ঘ) এ কারখানায় সৃষ্ট তরলবর্জ্য সরাসরি পরিবেশে নির্গমন করা যাবেনা।

ঙ) রাসায়নিক দ্রব্য পরিবহন, গুদামজাত করণ ও ব্যবহারের জন্য Standard Precaution & Safety ম্যানুয়েল অনুসরণ করতে হবে।

চ) কারখানায় রাসায়নিক দ্রব্যের ব্যবহার সংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। পরিবেশ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা কর্তৃক পরিদর্শনকালে উক্ত রেজিষ্টার প্রদর্শন করতে হবে।

ছ) বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীপ্রাপ্ত রসায়নবিদ বা Chemical Engineer ছাড়া কারখানার উৎপাদন পরিচালনা করা যাবেনা।

জ) কারখাায় সৃষ্ট কঠিন বর্জ্য Environmentally Sound Disposal এর ব্যবস্থা করতে হবে।

ঝ) কারখানায় ডমেষ্টিক কাজে সৃষ্ট তরল-বর্জ্য যথোপযুক্ত সেটলিং ট্যাংকে রেখে সেপটিক ট্যাংক ও সোকপিটের মাধ্যমে নির্গমন করতে হবে।

ঞ) উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট বায়বীয় নির্গমণের মাত্রা বিধিবদ্ধ মানমাত্রা অধিক হলে কারখানায় স্ক্রাবার স্থাপন ও সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালূ রাখতে হবে

ট) কারখানার অভ্যন্তরে পর্যাপ্ত ভেন্টিলেশন-এর ব্যবস্থা রাখতে হবে।

ঠ) কারখানায় স্থাপিত জেনারেটরর Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিত্রয় করা যাবেনা ।

ড) কারখানায় উৎপাদিত পণ্যের গুনগতমান যথাযথ কি-না সে বিষয়ে BSTI থেকে ছাড়পত্র গ্রহণ করতে হবে। BSTI এর ছাড়পত্র ব্যতিরেকে পরিবেশগত ছাড়পত্র নবায়ন করা যাবে না।

ঢ) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।

ণ) কর্মরত শ্রমিকদেরকে কারখানার অভ্যন্তরে সার্বক্ষণিক নোজ মাস্ক, চশমা ব্যবহার করতে হবে। এছাড়া পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে।

ত) স্বাভাবিক নিয়মে প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর বায়ূর গুণগতমান (NOx, Sox, SPM)-এর Monitoring Result পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।

থ) কারখানা চত্তরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।

দ) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা,১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।

ধ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।

ন) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিল্লিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

২২. মেসার্স ইটাফিল এক্সেসরিজ লিঃ, মৌজাঃভাদাম, প্লট নং-১২৯, ১৩০, ১৩২ ও ১৩৪, নিশাতনগর, টঙ্গী, গাজীপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ইয়ার্ণ ও ফাইবার ডাইং) ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন, ২০৮ ঘনমিটার/ঘন্টা ক্ষমতা সম্পন্ন কমন ইটিপির ডিজাইন, জিরো ডিসচার্জ প্ল্যান, তরল বর্জ্যের বিশ্লেষিত ফলাফল এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে বিগত ১১/০২/২০১০ তারিখে পরিবেশ/ঢাবি/১০৪৬১/২০০৬/গাজীপুর/লাল/ছাড়-২৫ সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে প্রদত্ত পরিবেশগত ছাড়পত্র বাতিলপূর্বক নিম্ন বর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্ত আরোপ করে গাজীপুর জেলা অফিস কর্তৃক পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় ঃ

ক) এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র ইয়ার্ণ ও ফাইবার ডাইং কার্যক্রম এবং ২০৮ ঘনমিটার/ঘন্টা ক্ষমতা সম্পন্ন কমন ইটিপি পরিচালনার জন্য প্রযোজ্য। প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।

খ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ইউনিট হতে সৃষ্ট বর্জ্য তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (ইটিপি)-এর জন্য নির্ধারিত ড্রেনেজ লাইন ব্যতীত অন্য কোন বাইপাস লাইনের মাধ্যমে নির্গমন করা যাবে না। যে কোন সময় তাৎক্ষণিক সংগৃহীত নমুনার মানমাত্রা পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। কোন সময় তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (ইটিপি) বা এর কোন ইউনিট অকার্যকর হলে সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট উৎপাদন ইউনিট (যেমনঃ ডাইং, ফিনিশিং ইত্যাদি) বন্ধ করতে হবে। তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (ইটিপি) সংস্কার করে এর কার্যক্ষমতা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া সাপেক্ষে বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যাবে।

গ) ইএমপি প্রতিবেদনে উল্লেখিত সকল Mitigation Measures সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।

ঘ) কারখানাটি চালু অবস্থায় প্রতি তিন মাস অন্তর অর্থাৎ বছরে ৪(চার) বার ইটিপির তরল বর্জ্যের গুনগতমান (পরিশোধন-পূর্ব ও পরিশোধন-পরবর্তী) সংগ্রহপূর্বক পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে ।

ঙ) কারখানার তরল বর্জ্য নির্গমণের ইনলেট ও আউটলেট পয়েন্টে ফ্লো মেজারিং ডিভাইস স্থাপন করতে হবে এবং তার রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।

চ) কারখানাটি চালু অবস্থায় প্রতি তিন মাস অন্তর অর্থাৎ বছরে ৪ (চার) বার কারখানাসৃষ্ট তরল বর্জ্যের গুনগতমান (পরিশোধন-পূর্ব ও পরিশোধন-পরবর্তী) পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে এবং বায়বীয় বর্জ্য নির্গমনের জন্য স্থাপিত চিমনী সার্বক্ষনিক কার্যক্ষম রাখতে হবে ।

ছ) বায়বীয় বর্জ্য নির্গমনের জন্য স্থাপিত চিমনী সার্বক্ষনিক কার্যক্ষম রাখতে হবে।

জ) জেনারেটরের Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেনা।

ঝ) কারখানা চত্তরে উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।

ঞ) কারখানার পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য যথাযথ ডিগ্রীধারী প্রশিক্ষিত জনবল রাখতে হবে। কারখানার/ প্রতিষ্ঠানের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে । প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সংক্ষেপ রির্পোট আকারে পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।

ট) পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে। শ্রমিকদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হবে এবং এতদসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।

ঠ) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।

ড) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।

ঢ) দাখিলকৃত জিরো ডিসচার্জ প্লানে উল্লেখিত সময়সীমার মধ্যে কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়ন করতে হবে এবং জিরো ডিসচার্জ প্লানে যে কোন ধরনের পরিবর্তনের ক্ষেত্রে পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি প্রয়োজন হবে।

ণ) সরকার অনুমোদিত 3R (Reduce, Reuse & Recycle) নীতি ও সকল প্রকার Resource Conservation Plan বাস্তবায়ন করতে হবে।

ত) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।

থ) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিল্লিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

২৩. ফাইভ স্টার বোর্ড মিল, পাইনা বাজার, পশ্চিমদি, দঃ কেরানীগঞ্জ, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ পুরাতন কাগজপত্র থেকে কাগজের বোর্ড উৎপাদন)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, কোন প্রকার তরল বর্জ্য বাইরে নিগর্মন করা যাবে না মর্মে অঙ্গিকারনামা, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে ঢাকা জেলা অফিস কর্তৃক নিম্ন বর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় ঃ

ক) এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র পুরাতন কাগজ থেকে কাগজের বোর্ড প্রস্তুতের জন্য প্রযোজ্য। কারখানার উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।

খ) ইএমপি প্রতিবেদনে উল্লেখিত ও পরবর্তীতে বাস্তবায়িত সকল Mitigation Measures সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।

গ) ফ্লোর ওয়াশিং ও ডমেস্টিক তরল বর্জ্য পরিশোধন ও অপসারণের ক্ষেত্রে সেপটিক ট্যাংক ও সোক পিট ব্যবহার করতে হবে।

ঘ) উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট তরলবর্জ্য রি-সাইকেল করে পুনঃব্যবহার করতে হবে এবং কোন তরল বর্জ্য কারখানার বাইরে নির্গমণ করা যাবে না।

ঙ) কারখানা থেকে সৃষ্ট কঠিন বর্জ্যের জন্য Environmentally Sound Disposal এর ব্যবস্থা এবং উৎপাদন প্রক্রিয়ায় ফাইবার মিশ্রিত কঠিনবর্জ্য পুনরায় সংগ্রহপূর্বক কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহার করতে হবে ।

চ) সরকার অনুমোদিত 3R (Reduce, Reuse & Recycle) নীতি ও সকল প্রকার Resource Conservation Plan বাস্তবায়ন করতে হবে।

ছ) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথা ঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।

জ) পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে।

ঝ) কারখানা চত্বরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।

ঞ) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।

ট) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না ।

ঠ) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ ম এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিল্লিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

২৪. বর্ণালী ফেব্রীকস লিঃ, পশ্চিম মুক্তারপুর, পঞ্চসার, মুন্সিগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ নিটিং, ডাইং, প্রিন্টিং ও গার্মেন্টস) ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন, ৫৫ ঘনমিটার/ঘন্টা ক্ষমতা সম্পন্ন ইটিপির ডিজাইন, জিরো ডিসচার্জ প্ল্যান এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে বিগত ১৭/০৭/২০১৩ তারিখে

৩০.৫৯.৫৬.৪.১০২৪০.১৫০৩০৬/ছাড়-০২ সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে প্রদত্ত পরিবেশগত ছাড়পত্র বাতিলপূর্বক নিম্ন বর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্ত আরোপ করে মুন্সিগঞ্জ জেলা অফিস কর্তৃক জিরো ডিসচার্জ প্ল্যান অনুমোদনসহ পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় ঃ

ক) এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র নিটিং, ডাইং, প্রিন্টিং ও গার্মেন্টস কার্যক্রম এবং ৫৫ ঘনমিটার/ঘন্টা ক্ষমতা সম্পন্ন কমন ইটিপি পরিচালনার জন্য প্রযোজ্য। প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।

খ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ইউনিট হতে সৃষ্ট বর্জ্য তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (ইটিপি)-এর জন্য নির্ধারিত ড্রেনেজ লাইন ব্যতীত অন্য কোন বাইপাস লাইনের মাধ্যমে নির্গমন করা যাবে না। যে কোন সময় তাৎক্ষণিক সংগৃহীত নমুনার মানমাত্রা পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। কোন সময় তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (ইটিপি) বা এর কোন ইউনিট অকার্যকর হলে সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট উৎপাদন ইউনিট (যেমনঃ ডাইং, ফিনিশিং ইত্যাদি) বন্ধ করতে হবে। তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (ইটিপি) সংস্কার করে এর কার্যক্ষমতা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া সাপেক্ষে বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যাবে।

গ) ইএমপি প্রতিবেদনে উল্লেখিত সকল Mitigation Measures সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।

ঘ) কারখানাটি চালু অবস্থায় প্রতি তিন মাস অন্তর অর্থাৎ বছরে ৪(চার) বার ইটিপির তরল বর্জ্যের গুনগতমান (পরিশোধন-পূর্ব ও পরিশোধন-পরবর্তী) সংগ্রহপূর্বক পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে ।

ঙ) কারখানার তরল বর্জ্য নির্গমণের ইনলেট ও আউটলেট পয়েন্টে ফ্লো মেজারিং ডিভাইস স্থাপন করতে হবে এবং তার রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।

চ) কারখানাটি চালু অবস্থায় প্রতি তিন মাস অন্তর অর্থাৎ বছরে ৪ (চার) বার কারখানাসৃষ্ট তরল বর্জ্যের গুনগতমান (পরিশোধন-পূর্ব ও পরিশোধন-পরবর্তী) পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে এবং বায়বীয় বর্জ্য নির্গমনের জন্য স্থাপিত চিমনী সার্বক্ষনিক কার্যক্ষম রাখতে হবে ।

ছ) বায়বীয় বর্জ্য নির্গমনের জন্য স্থাপিত চিমনী সার্বক্ষনিক কার্যক্ষম রাখতে হবে।

জ) জেনারেটরের Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেনা।

ঝ) কারখানা চত্বরে উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।

ঞ) কারখানার পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য যথাযথ ডিগ্রীধারী প্রশিক্ষিত জনবল রাখতে হবে। কারখানার/ প্রতিষ্ঠানের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে । প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সংক্ষেপ রির্পোট আকারে পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।

ট) পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে। শ্রমিকদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হবে এবং এতদসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।

ঠ) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।

ড) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।

ঢ) দাখিলকৃত জিরো ডিসচার্জ প্লানে উল্লেখিত সময়সীমার মধ্যে কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়ন করতে হবে এবং জিরো ডিসচার্জ প্লানে যে কোন ধরনের পরিবর্তনের ক্ষেত্রে পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি প্রয়োজন হবে।

ণ) সরকার অনুমোদিত 3R (Reduce, Reuse & Recycle) নীতি ও সকল প্রকার Resource Conservation Plan বাস্তবায়ন করতে হবে।

ত) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।

থ) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিল্লিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

২৫. এম. এস. ডাইং, প্রিন্টিং এন্ড ফিনিশিং, প্লট# বি-২৩৭-২৫২, বি-২৬০-২৭৩ বিসিক শিল্প এলাকা, এনায়েত নগর, ফতুল্লা, নারায়নগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ বস্ত্র ডাইং)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, ৩০ ঘনমিটার/ঘন্টা ক্ষমতা সম্পন্ন ইটিপির ডিজাইন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর নারায়নগঞ্জ জেলা কার্যালয় কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্ত আরোপ করে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয়ঃ

ক) এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র বস্ত্র ডাইং কার্যক্রম এবং ৩০ ঘনমিটার/ঘন্টা ক্ষমতা সম্পন্ন ইটিপি পরিচালনার জন্য প্রযোজ্য। প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।

খ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ইউনিট হতে সৃষ্ট বর্জ্য তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (ইটিপি)-এর জন্য নির্ধারিত ড্রেনেজ লাইন ব্যতীত অন্য কোন বাইপাস লাইনের মাধ্যমে নির্গমন করা যাবে না। যে কোন সময় তাৎক্ষণিক সংগৃহীত নমুনার মানমাত্রা পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। কোন সময় তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (ইটিপি) বা এর কোন ইউনিট অকার্যকর হলে সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট উৎপাদন ইউনিট (যেমনঃ ডাইং, প্রিন্টিং, ফিনিশিং ইত্যাদি) বন্ধ করতে হবে। তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (ইটিপি) সংস্কার করে এর কার্যক্ষমতা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া সাপেক্ষে বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যাবে।

গ) ইএমপি প্রতিবেদনে উল্লেখিত সকল Mitigation Measures সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।

ঘ) কারখানার তরল বর্জ্য নির্গমণের ইনলেট ও আউটলেট পয়েন্টে ফ্লো মেজারিং ডিভাইস স্থাপন করতে হবে এবং তার রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।

ঙ) ডমেস্টিক তরল বর্জ্য পরিশোধন ও অপসারণের ক্ষেত্রে সেপটিক ট্যাংক ও সোক ওয়েল ব্যবহার করতে হবে।

চ) কারখানাটি চালু অবস্থায় প্রতি তিন মাস অন্তর অর্থাৎ বছরে ৪ (চার) বার কারখানাসৃষ্ট তরল বর্জ্যের গুনগতমান (পরিশোধন-পূর্ব ও পরিশোধন-পরবর্তী) পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে এবং বায়বীয় বর্জ্য নির্গমনের জন্য স্থাপিত চিমনী সার্বক্ষনিক কার্যক্ষম রাখতে হবে।

ছ) জেনারেটরের Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেনা।

জ) কারখানা চত্বরে উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।

ঝ) কারখানার পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য যথাযথ ডিগ্রীধারী প্রশিক্ষিত জনবল রাখতে হবে। কারখানার/ প্রতিষ্ঠানের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে । প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সংক্ষেপ রির্পোট আকারে পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।

ঞ) পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে। শ্রমিকদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হবে এবং এতদসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।

ট) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।

ঠ) কারখানার শব্দ এবং বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।

ড) এ ছাড়পত্র জারীর তিন মাসের মধ্যে তরল বর্জ্য রিসাইক্লিং ও জিরো ডিসচার্জ পরিকল্পনা দাখিল করতে হবে। অন্যথায়, ছাড়পত্র নবায়ন করা হবে না ও ছাড়পত্র বাতিল করা হবে।

ঢ) সরকার অনুমোদিত 3R (Reduce, Reuse & Recycle) নীতি ও সকল প্রকার Resource Conservation Plan বাস্তবায়ন করতে হবে।

ণ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।

ত) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিল্লিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

২৬. মেসার্স জামান এন্টারপ্রাইজ, ৪৪০, জালালাবাদ আয়রন স্টীল এন্ড মেশিনারীজ মার্কেট, মুরাদপুর, কদমতলী, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ইলেক্ট্রনিক বর্জ্য (ই-ওয়েস্ট) ম্যানেজম্যান্ট)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন, সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত এবং অত্র দপ্তরের রসায়ন ও বর্জ্য সংক্রান্ত কারিগরী কমিটির মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে ঢাকা মহানগর অফিস কর্তৃক নিম্ন বর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় ঃ

ক) এ ছাড়পত্র ইলেক্ট্রনিক বর্জ্য (ই-ওয়েস্ট) ব্যবস্থাপনার জন্য প্রযোজ্য। কারখানার উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।

খ) ইএমপি প্রতিবেদনে সুপারিশকৃত সকল মিটিগেশন মেজার্স সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।

গ) কারখানাটি চালু অবস্থায় প্রতি তিন মাস অন্তর অর্থাৎ বছরে ৪(চার) বার কারখানার চতুপার্শ্বস্থ বায়ুর গুনগতমান পরীক্ষাপূর্বক তার ফলাফল অত্র দপ্তরে দাখিল করতে হবে।

ঘ) টেলিকম সংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতি ধ্বংসকরণ কার্যক্রমের মাধ্যমে যাতে পারিপার্শ্বিক পরিবেশ ও জীব বৈচিত্রের উপর কোন বিরূপ প্রভাব না ফেলে সে বিষয়ে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

ঙ) প্রতিটি লটের যন্ত্রপাতিসমূহ ধ্বংসের স্থান, তারিখ ও সময় পরিবেশ অধিদপ্তরকে কমপক্ষে ০৭ (সাত) দিন পূর্বে অবহিত করতে হবে। যন্ত্রপাতিসমূহ ধ্বংসের কাজ শুরু করা থেকে শেষ করা পর্যন্ত পরিবেশ অধিদপ্তরের একজন প্রতিনিধির উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে এবং প্রতিটি লটের ধ্বংসের কার্যক্রম সমাপ্তির পর এর উপর একটি সমাপ্তি প্রতিবেদন পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।

চ) ধ্বংসযোগ্য মালামালসমূহ (লৌহজাত স্ক্রাপ) পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্রধারী রি-রোলিং/ষ্টীল মিল এবং রিসাইকেলেবল দ্রব্যাদিসমূহ নির্ধারিত রি-সাইক্লিংকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতীত অন্য কোথাও বিক্রয় অথবা ব্যবহার করা যাবে না।

ছ) কোন ধরনের পিভিসি অথবা প্লাস্টিক দ্রব্য রি-রোলিং মিলে অথবা অন্য কোনভাবে পোড়ানো যাবে না।

জ) কোন ধরনের Radioactive বস্তু থাকলে তা বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশনের পরামর্শ অনুসারে অপসারণ করতে হবে।

ঝ) ইলেক্ট্রনিক ওয়েষ্ট (যেমন-সার্কিট বোর্ড) হ্যান্ডলিং ও অপসারণের ক্ষেত্রে ISM (Isolate, Store, Monitor) পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে অথবা বিদেশে রিসাইক্লিং-এর জন্য রপ্তানী করতে হবে।

ঞ) কারখানায় ব্যাটারী মজুদ করা যাবে এবং পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্রধারী প্রতিষ্ঠানের নিকট বিক্রয় অথবা বিদেশে রিসাইক্লিং-এর জন্য রপ্তানী করতে হবে। কিন্তু কোন প্রকার লেড এসিড ব্যাটারি প্রক্রিয়াকরণ বা পুন:চক্রায়ন করা যাবে না ।

ট) ডমেষ্টিক কাজে সৃষ্ট তরল-বর্জ্য যথোপযুক্ত সেপটিক ট্যাংক ও সোক পিটের মাধ্যমে নির্গমন করতে হবে।

ঠ) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথা ঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।

ড) কারখানায় কর্মরত শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা যথাঃ বুট, নোজ মাস্ক, সেফটি গ্লাস, হ্যান্ডগ্লোভস, হ্যালমেট পরিধান ইত্যাদির ব্যবহার সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।

ঢ) কারখানায় স্থাপিত জেনারেটরর Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিত্রয় করা যাবেনা ।

ণ) কারখানা চত্বরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।

ত) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।

থ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।

দ) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিল্লিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে ।

২৭. **মেসার্স রুস্তম এন্টারপ্রাইজ, ২৬৬৫, নুরেরচালা, পূর্বভাটারা, ঢাকা** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ইলেক্ট্রনিক বর্জ্য (ই-ওয়েস্ট) ম্যানেজম্যান্ট)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন, সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত এবং অত্র দপ্তরের রসায়ন ও বর্জ্য সংক্রান্ত কারিগরী কমিটির মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে ঢাকা জেলা অফিস কর্তৃক নিম্ন বর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় ঃ

ক) এ ছাড়পত্র ইলেক্ট্রনিক বর্জ্য (ই-ওয়েস্ট) ব্যবস্থাপনার জন্য প্রযোজ্য। কারখানার উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।

খ) ইএমপি প্রতিবেদনে সুপারিশকৃত সকল মিটিগেশন মেজার্স সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।

গ) কারখানাটি চালু অবস্থায় প্রতি তিন মাস অন্তর অর্থাৎ বছরে ৪(চার) বার কারখানার চতুপার্শ্বস্থ বায়ুর গুনগতমান পরীক্ষাপূর্বক তার ফলাফল অত্র দপ্তরে দাখিল করতে হবে।

ঘ) টেলিকম সংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতি ধ্বংসকরণ কার্যক্রমের মাধ্যমে যাতে পারিপার্শ্বিক পরিবেশ ও জীব বৈচিত্রের উপর কোন বিরূপ প্রভাব না ফেলে সে বিষয়ে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

ঙ) প্রতিটি লটের যন্ত্রপাতিসমূহ ধ্বংসের স্থান, তারিখ ও সময় পরিবেশ অধিদপ্তরকে কমপক্ষে ০৭ (সাত) দিন পূর্বে অবহিত করতে হবে। যন্ত্রপাতিসমূহ ধ্বংসের কাজ শুরু করা থেকে শেষ করা পর্যন্ত পরিবেশ অধিদপ্তরের একজন প্রতিনিধির উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে এবং প্রতিটি লটের ধ্বংসের কার্যক্রম সমাপ্তির পর এর উপর একটি সমাপ্তি প্রতিবেদন পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।

চ) ধ্বংসযোগ্য মালামালসমূহ (লৌহজাত স্ক্রাপ) পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্রধারী রি-রোলিং/ষ্টীল মিল এবং রিসাইকেলেবল দ্রব্যাদিসমূহ নির্ধারিত রি-সাইক্লিংকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতীত অন্য কোথাও বিক্রয় অথবা ব্যবহার করা যাবে না।

ছ) কোন ধরনের পিভিসি অথবা প্লাস্টিক দ্রব্য রি-রোলিং মিলে অথবা অন্য কোনভাবে পোড়ানো যাবে না।

জ) কোন ধরনের Radioactive বস্তু থাকলে তা বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশনের পরামর্শ অনুসারে অপসারণ করতে হবে।

ঝ) ইলেক্ট্রনিক ওয়েষ্ট (যেমন-সার্কিট বোর্ড) হ্যান্ডলিং ও অপসারণের ক্ষেত্রে ISM (Isolate, Store, Monitor) পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে অথবা বিদেশে রিসাইক্লিং-এর জন্য রপ্তানী করতে হবে।

ঞ) কারখানায় ব্যাটারী মজুদ করা যাবে এবং পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্রধারী প্রতিষ্ঠানের নিকট বিক্রয় অথবা বিদেশে রিসাইক্লিং-এর জন্য রপ্তানী করতে হবে। কিন্তু কোন প্রকার লেড এসিড ব্যাটারি প্রক্রিয়াকরণ বা পুন:চক্রায়ন করা যাবে না ।

ট) ডমেষ্টিক কাজে সৃষ্ট তরল-বর্জ্য যথোপযুক্ত সেপটিক ট্যাংক ও সোক পিটের মাধ্যমে নির্গমন করতে হবে।

ঠ) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথা ঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।

ড) কারখানায় কর্মরত শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা যথাঃ বুট, নোজ মাস্ক, সেফটি গ্লাস, হ্যান্ডগ্লোভস, হ্যালমেট পরিধান ইত্যাদির ব্যবহার সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।

ঢ) কারখানায় স্থাপিত জেনারেটরর Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিত্রয় করা যাবেনা ।

ণ) কারখানা চত্বরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।

ত) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।

থ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।

দ) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিল্লিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে ।

২৮. **মেসার্স দেলোয়ার এন্টারপ্রাইজ, ২৬৬৫, নুরেরচালা, পূর্বভাটারা, ঢাকা** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ইলেক্ট্রনিক বর্জ্য (ই-ওয়েস্ট) ম্যানেজম্যান্ট)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন, সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত এবং অত্র দপ্তরের রসায়ন ও বর্জ্য সংক্রান্ত কারিগরী কমিটির মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে ঢাকা জেলা অফিস কর্তৃক নিম্ন বর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় ঃ

ক) এ ছাড়পত্র ইলেক্ট্রনিক বর্জ্য (ই-ওয়েস্ট) ব্যবস্থাপনার জন্য প্রযোজ্য। কারখানার উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।

খ) ইএমপি প্রতিবেদনে সুপারিশকৃত সকল মিটিগেশন মেজার্স সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।

গ) কারখানাটি চালু অবস্থায় প্রতি তিন মাস অন্তর অর্থাৎ বছরে ৪(চার) বার কারখানার চতুপার্শ্বস্থ বায়ুর গুনগতমান পরীক্ষাপূর্বক তার ফলাফল অত্র দপ্তরে দাখিল করতে হবে।

ঘ) টেলিকম সংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতি ধ্বংসকরণ কার্যক্রমের মাধ্যমে যাতে পারিপার্শ্বিক পরিবেশ ও জীব বৈচিত্রের উপর কোন বিরূপ প্রভাব না ফেলে সে বিষয়ে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

ঙ) প্রতিটি লটের যন্ত্রপাতিসমূহ ধ্বংসের স্থান, তারিখ ও সময় পরিবেশ অধিদপ্তরকে কমপক্ষে ০৭ (সাত) দিন পূর্বে অবহিত করতে হবে। যন্ত্রপাতিসমূহ ধ্বংসের কাজ শুরু করা থেকে শেষ করা পর্যন্ত পরিবেশ অধিদপ্তরের একজন প্রতিনিধির উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে এবং প্রতিটি লটের ধ্বংসের কার্যক্রম সমাপ্তির পর এর উপর একটি সমাপ্তি প্রতিবেদন পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।

চ) ধ্বংসযোগ্য মালামালসমূহ (লৌহজাত স্ক্রাপ) পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্রধারী রি-রোলিং/ষ্টীল মিল এবং রিসাইকেলেবল দ্রব্যাদিসমূহ নির্ধারিত রি-সাইক্লিংকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতীত অন্য কোথাও বিক্রয় অথবা ব্যবহার করা যাবে না।

ছ) কোন ধরনের পিভিসি অথবা প্লাস্টিক দ্রব্য রি-রোলিং মিলে অথবা অন্য কোনভাবে পোড়ানো যাবে না।

জ) কোন ধরনের Radioactive বস্তু থাকলে তা বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশনের পরামর্শ অনুসারে অপসারণ করতে হবে।

ঝ) ইলেক্ট্রনিক ওয়েষ্ট (যেমন-সার্কিট বোর্ড) হ্যান্ডলিং ও অপসারণের ক্ষেত্রে ISM (Isolate, Store, Monitor) পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে অথবা বিদেশে রিসাইক্লিং-এর জন্য রপ্তানী করতে হবে।

ঞ) কারখানায় ব্যাটারী মজুদ করা যাবে এবং পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্রধারী প্রতিষ্ঠানের নিকট বিক্রয় অথবা বিদেশে রিসাইক্লিং-এর জন্য রপ্তানী করতে হবে। কিন্তু কোন প্রকার লেড এসিড ব্যাটারি প্রক্রিয়াকরণ বা পুন:চক্রায়ন করা যাবে না ।

ট) ডমেষ্টিক কাজে সৃষ্ট তরল-বর্জ্য যথোপযুক্ত সেপটিক ট্যাংক ও সোক পিটের মাধ্যমে নির্গমন করতে হবে।

ঠ) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথা ঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।

ড) কারখানায় কর্মরত শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা যথাঃ বুট, নোজ মাস্ক, সেফটি গ্লাস, হ্যান্ডগ্লোভস, হ্যালমেট পরিধান ইত্যাদির ব্যবহার সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।

ঢ) কারখানায় স্থাপিত জেনারেটরর Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেনা ।

ণ) কারখানা চত্বরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।

ত) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।

থ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।

দ) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিল্লিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে ।

২৯. মেসার্স ইউছুফ এন্টারপ্রাইজ, ২৬৬৫, নুরেরচালা পূর্ব, ভাটারা, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ইলেক্ট্রনিক বর্জ্য (ই-ওয়েস্ট) ম্যানেজম্যান্ট)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন, সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত এবং অত্র দপ্তরের রসায়ন ও বর্জ্য সংক্রান্ত কারিগরী কমিটির মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে ঢাকা জেলা অফিস কর্তৃক নিম্ন বর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় ঃ

ক) এ ছাড়পত্র ইলেক্ট্রনিক বর্জ্য (ই-ওয়েস্ট) ব্যবস্থাপনার জন্য প্রযোজ্য। কারখানার উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।

খ) ইএমপি প্রতিবেদনে সুপারিশকৃত সকল মিটিগেশন মেজার্স সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।

গ) কারখানাটি চালু অবস্থায় প্রতি তিন মাস অন্তর অর্থাৎ বছরে ৪(চার) বার কারখানার চতুপার্শ্বস্থ বায়ুর গুনগতমান পরীক্ষাপূর্বক তার ফলাফল অত্র দপ্তরে দাখিল করতে হবে।

ঘ) টেলিকম সংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতি ধ্বংসকরণ কার্যক্রমের মাধ্যমে যাতে পারিপার্শ্বিক পরিবেশ ও জীব বৈচিত্রের উপর কোন বিরূপ প্রভাব না ফেলে সে বিষয়ে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

ঙ) প্রতিটি লটের যন্ত্রপাতিসমূহ ধ্বংসের স্থান, তারিখ ও সময় পরিবেশ অধিদপ্তরকে কমপক্ষে ০৭ (সাত) দিন পূর্বে অবহিত করতে হবে। যন্ত্রপাতিসমূহ ধ্বংসের কাজ শুরু করা থেকে শেষ করা পর্যন্ত পরিবেশ অধিদপ্তরের একজন প্রতিনিধির উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে এবং প্রতিটি লটের ধ্বংসের কার্যক্রম সমাপ্তির পর এর উপর একটি সমাপ্তি প্রতিবেদন পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।

চ) ধ্বংসযোগ্য মালামালসমূহ (লৌহজাত স্ক্রাপ) পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্রধারী রি-রোলিং/ষ্টীল মিল এবং রিসাইকেলেবল দ্রব্যাদিসমূহ নির্ধারিত রি-সাইক্লিংকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতীত অন্য কোথাও বিক্রয় অথবা ব্যবহার করা যাবে না।

ছ) কোন ধরনের পিভিসি অথবা প্লাস্টিক দ্রব্য রি-রোলিং মিলে অথবা অন্য কোনভাবে পোড়ানো যাবে না।

জ) কোন ধরনের Radioactive বস্তু থাকলে তা বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশনের পরামর্শ অনুসারে অপসারণ করতে হবে।

ঝ) ইলেক্ট্রনিক ওয়েষ্ট (যেমন-সার্কিট বোর্ড) হ্যান্ডলিং ও অপসারণের ক্ষেত্রে ISM (Isolate, Store, Monitor) পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে অথবা বিদেশে রিসাইক্লিং-এর জন্য রপ্তানী করতে হবে।

ঞ) কারখানায় ব্যাটারী মজুদ করা যাবে এবং পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্রধারী প্রতিষ্ঠানের নিকট বিক্রয় অথবা বিদেশে রিসাইক্লিং-এর জন্য রপ্তানী করতে হবে। কিন্তু কোন প্রকার লেড এসিড ব্যাটারি প্রক্রিয়াকরণ বা পুন:চক্রায়ন করা যাবে না ।

ট) ডমেষ্টিক কাজে সৃষ্ট তরল-বর্জ্য যথোপযুক্ত সেপটিক ট্যাংক ও সোক পিটের মাধ্যমে নির্গমন করতে হবে।

ঠ) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথা ঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।

ড) কারখানায় কর্মরত শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা যথাঃ বুট, নোজ মাস্ক, সেফটি গ্লাস, হ্যান্ডগ্লোভস, হ্যালমেট পরিধান ইত্যাদির ব্যবহার সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।

ঢ) কারখানায় স্থাপিত জেনারেটরর Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেনা ।

ণ) কারখানা চত্বরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।

ত) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।

থ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।

দ) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিল্লিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে ।

৩০. সেটার্ন টেক্সটাইল লিঃ (ক্যাপটিভ পাওয়ার প্লান্ট), ১৩/১, আব্দুস সাত্তার মাস্টার রোড, পশ্চিম গাজীপুরা, টঙ্গী, গাজীপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ক্যাপটিভ পাওয়ার প্লান্টের মাধ্যমে ১.৮৯৩ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি চেকলিস্ট, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে গাজীপুর জেলা অফিস কর্তৃক নিম্ন বর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় ঃ

ক) এ ছাড়পত্র কেবলমাত্র ক্যাপটিভ পাওয়ার প্লান্টের মাধ্যমে ১.৮৯৩ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য প্রযোজ্য। প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।

খ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র হতে গ্যাসীয় পদার্থের নিঃসরণ (SO_x, NO_x, CO ইত্যাদি) এবং বস্তুকণার (Particulate Matters) নির্গমন পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। যে কোন সময় তাৎক্ষণিক সংগৃহীত নমুনায় এই মানমাত্রা অতিক্রম হতে পারবেনা । কোন সময় দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অকার্যকর হলে সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট ইউনিট বন্ধ করতে হবে। দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সংস্কার করে বিধিবদ্ধ মানমাত্রা নিশ্চিতকরণ সাপেক্ষে বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যাবে।

গ) এ ছাড়পত্র জারীর তিন মাসের মধ্যে বিদ্যুৎ কেন্দ্রের Down wind direction এবং যেসব জায়গায় Ground level Concentration সবচেয়ে বেশী বলে অনুমিত হয় সেসব জায়গার পরিবেষ্টক বায়ুর গুণগতমান (SO_x, NO_x & CO) এবং শব্দের গুনগতমান পরীক্ষাপূর্বক অত্র দপ্তরে দাখিল করতে হবে। বিশ্লেষিত ফলাফল পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লেখিত মানমাত্রার বর্হিভূত হলে এ ছাড়পত্র বাতিল বলে গন্য হবে।

ঘ) কুলিং ওয়াটার পুনঃব্যবহারের জন্য স্থাপিত সকল ব্যবস্থাদি যথাযথভাবে কার্যক্ষম রাখতে হবে।

ঙ) বায়বীয় বর্জ্য নির্গমনের জন্য স্থাপিত Exhaust চিমনীসমূহ সার্বক্ষণিক কার্যক্ষম রাখতে হবে।

চ) Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেনা।

ছ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র সৃষ্ট Residual Filtrate অথবা তৈল মিশ্রিত বর্জ্য কোন জলাশয়ে ফেলা যাবে না।

জ) ইএমপি ফরমেটে উল্লেখিত সকল মিটিগেশন মেজার্স সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।

ঝ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র চত্তরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।

ঞ) Down wind direction এবং যেসব জায়গায় Ground level Concentration সবচেয়ে বেশী বলে অনুমিত হয় সেসব জায়গার পরিবেষ্টক বায়ুর গুণগতমান (SO_x, NO_x & CO) নিয়মিত মনিটর করতে হবে এবং মনিটরিং ফলাফল প্রতি তিন মাস অন্তর পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।

ট) কারখানার পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য প্রশিক্ষিত জনবল রাখতে হবে। কারখানার/প্রতিষ্ঠানের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সংক্ষেপ রির্পোট-আকারে পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।

ঠ) পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে। শ্রমিকদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হবে এবং এতদসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।

ড) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।

ঢ) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।

ণ) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিল্লিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

৩১. হপ ইক বাংলাদেশ লিঃ (ক্যাপটিভ পাওয়ার প্লান্ট), প্লট নং ৬১-৬৫, ডিইপিজেড, গণকবাড়ী, সাভার, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ক্যাপটিভ পাওয়ার প্লান্টের মাধ্যমে ২.৮৬ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি চেকলিস্ট, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা

করা হয়। পর্যালোচনান্তে আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে ঢাকা জেলা অফিস কর্তৃক নিম্ন বর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় ঃ

ক) এ ছাড়পত্র কেবলমাত্র ক্যাপটিভ পাওয়ার প্লান্টের মাধ্যমে ২.৮৬ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য প্রযোজ্য। প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।

খ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র হতে গ্যাসীয় পদার্থের নিঃসরণ (SO_x, NO_x, CO ইত্যাদি) এবং বস্তুকণার (Particulate Matters) নির্গমন পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। যে কোন সময় তাৎক্ষণিক সংগৃহীত নমুনায় এই মানমাত্রা অতিক্রম হতে পারবেনা । কোন সময় দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অকার্যকর হলে সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট ইউনিট বন্ধ করতে হবে। দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সংস্কার করে বিধিবদ্ধ মানমাত্রা নিশ্চিতকরণ সাপেক্ষে বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যাবে।

গ) এ ছাড়পত্র জারীর তিন মাসের মধ্যে বিদ্যুৎ কেন্দ্রের Down wind direction এবং যেসব জায়গায় Ground level Concentration সবচেয়ে বেশী বলে অনুমিত হয় সেসব জায়গার পরিবেষ্টক বায়ুর গুণগতমান (SO_x, NO_x & CO) এবং শব্দের গুনগতমান পরীক্ষাপূর্বক অত্র দপ্তরে দাখিল করতে হবে। বিশ্লেষিত ফলাফল পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লেখিত মানমাত্রার বর্হিভূত হলে এ ছাড়পত্র বাতিল বলে গন্য হবে।

ঘ) কুলিং ওয়াটার পুনঃব্যবহারের জন্য স্থাপিত সকল ব্যবস্থাদি যথাযথভাবে কার্যক্ষম রাখতে হবে।

ঙ) বায়বীয় বর্জ্য নির্গমনের জন্য স্থাপিত Exhaust চিমনীসমূহ সার্বক্ষণিক কার্যক্ষম রাখতে হবে।

চ) Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেনা।

ছ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র সৃষ্ট Residual Filtrate অথবা তৈল মিশ্রিত বর্জ্য কোন জলাশয়ে ফেলা যাবে না।

জ) ইএমপি ফরমেটে উল্লেখিত সকল মিটিগেশন মেজার্স সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।

ঝ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র চত্তরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।

ঞ) Down wind direction এবং যেসব জায়গায় Ground level Concentration সবচেয়ে বেশী বলে অনুমিত হয় সেসব জায়গার পরিবেষ্টক বায়ুর গুণগতমান (SO_x, NO_x & CO) নিয়মিত মনিটর করতে হবে এবং মনিটরিং ফলাফল প্রতি তিন মাস অন্তর পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।

ট) কারখানার পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য প্রশিক্ষিত জনবল রাখতে হবে। কারখানার/প্রতিষ্ঠানের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সংক্ষেপ রির্পোট-আকারে পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।

ঠ) পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে। শ্রমিকদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হবে এবং এতদসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।

ড) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।

ঢ) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।

ণ) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিল্লিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

৩২. বাংলাদেশ ই এন টি হাসপাতাল লিমিটেড, (জেনারেটর), নাভানা নিউবুরি প্যালেস, ৪/১/এ সোবহানবাগ, মিরপুর রোড, ঢাকা-১২০৭ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ জেনারেটরের মাধ্যমে ১৫০ কেভিএ বিদ্যুৎ উৎপাদন)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি চেকলিস্ট, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট মহানগর দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে ঢাকা মহানগর অফিস কর্তৃক নিম্ন বর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় ঃ

ক) এ ছাড়পত্র কেবলমাত্র জেনারেটরের মাধ্যমে ১৫০ কেভিএ বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য প্রযোজ্য। প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।

খ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র হতে গ্যাসীয় পদার্থের নিঃসরণ (SO_x, NO_x, CO ইত্যাদি) এবং বস্তুকণার (Particulate Matters) নির্গমন পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। যে কোন সময় তাৎক্ষণিক সংগৃহীত নমুনায় এই মানমাত্রা অতিক্রম হতে পারবেনা । কোন সময় দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অকার্যকর হলে সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট ইউনিট বন্ধ করতে হবে। দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সংস্কার করে বিধিবদ্ধ মানমাত্রা নিশ্চিতকরণ সাপেক্ষে বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যাবে।

গ) এ ছাড়পত্র জারীর তিন মাসের মধ্যে বিদ্যুৎ কেন্দ্রের Down wind direction এবং যেসব জায়গায় Ground level Concentration সবচেয়ে বেশী বলে অনুমিত হয় সেসব জায়গার পরিবেষ্টক বায়ুর গুণগতমান (SO_x, NO_x & CO) এবং শব্দের গুনগতমান পরীক্ষাপূর্বক অত্র দপ্তরে দাখিল করতে হবে। বিশ্লেষিত ফলাফল পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লেখিত মানমাত্রার বর্হিভূত হলে এ ছাড়পত্র বাতিল বলে গন্য হবে।

ঘ) কুলিং ওয়াটার পুনঃব্যবহারের জন্য স্থাপিত সকল ব্যবস্থাদি যথাযথভাবে কার্যক্ষম রাখতে হবে।

ঙ) বায়বীয় বর্জ্য নির্গমনের জন্য স্থাপিত Exhaust চিমনীসমূহ সার্বক্ষণিক কার্যক্ষম রাখতে হবে।

চ) Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেনা।

ছ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র সৃষ্ট Residual Filtrate অথবা তৈল মিশ্রিত বর্জ্য কোন জলাশয়ে ফেলা যাবে না।

জ) ইএমপি ফরমেটে উল্লেখিত সকল মিটিগেশন মেজার্স সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।

ঝ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র চত্তরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।

ঞ) Down wind direction এবং যেসব জায়গায় Ground level Concentration সবচেয়ে বেশী বলে অনুমিত হয় সেসব জায়গার পরিবেষ্টক বায়ুর গুণগতমান (SO_x, NO_x & CO) নিয়মিত মনিটর করতে হবে এবং মনিটরিং ফলাফল প্রতি তিন মাস অন্তর পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।

ট) কারখানার পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য প্রশিক্ষিত জনবল রাখতে হবে। কারখানার/প্রতিষ্ঠানের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সংক্ষেপ রির্পোট-আকারে পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।

ঠ) পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে। শ্রমিকদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হবে এবং এতদসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।

ড) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।

ঢ) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।

ণ) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিল্লিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

৩৩. সিটি সীড ক্রাশিং ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ (ক্যাপটিভ পাওয়ার প্লান্ট), উত্তর রূপসী, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ক্যাপটিভ পাওয়ার প্লান্টের মাধ্যমে ১.১৩৫ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি চেকলিস্ট, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে নারায়ণগঞ্জ জেলা অফিস কর্তৃক নিম্ন বর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় ঃ

ক) এ ছাড়পত্র কেবলমাত্র ক্যাপটিভ পাওয়ার প্লান্টের মাধ্যমে ১.১৩৫ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য প্রযোজ্য। প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।

খ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র হতে গ্যাসীয় পদার্থের নিঃসরণ (SO_x, NO_x, CO ইত্যাদি) এবং বস্তুকণার (Particulate Matters) নির্গমন পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। যে কোন সময় তাৎক্ষণিক সংগৃহীত নমুনায় এই মানমাত্রা অতিক্রম হতে পারবেনা । কোন সময় দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অকার্যকর হলে সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট ইউনিট বন্ধ করতে হবে। দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সংস্কার করে বিধিবদ্ধ মানমাত্রা নিশ্চিতকরণ সাপেক্ষে বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যাবে।

গ) এ ছাড়পত্র জারীর তিন মাসের মধ্যে বিদ্যুৎ কেন্দ্রের Down wind direction এবং যেসব জায়গায় Ground level Concentration সবচেয়ে বেশী বলে অনুমিত হয় সেসব জায়গার পরিবেষ্টক বায়ুর গুণগতমান (SO_x, NO_x & CO) এবং শব্দের গুনগতমান পরীক্ষাপূর্বক অত্র দপ্তরে দাখিল করতে হবে। বিশ্লেষিত ফলাফল পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লেখিত মানমাত্রার বর্হিভূত হলে এ ছাড়পত্র বাতিল বলে গন্য হবে।

ঘ) কুলিং ওয়াটার পুনঃব্যবহারের জন্য স্থাপিত সকল ব্যবস্থাদি যথাযথভাবে কার্যক্ষম রাখতে হবে।

ঙ) বায়বীয় বর্জ্য নির্গমনের জন্য স্থাপিত Exhaust চিমনীসমূহ সার্বক্ষণিক কার্যক্ষম রাখতে হবে।

চ) Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেনা।

ছ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র সৃষ্ট Residual Filtrate অথবা তৈল মিশ্রিত বর্জ্য কোন জলাশয়ে ফেলা যাবে না।

জ) ইএমপি ফরমেটে উল্লেখিত সকল মিটিগেশন মেজার্স সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।

ঝ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র চত্তরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।

ঞ) Down wind direction এবং যেসব জায়গায় Ground level Concentration সবচেয়ে বেশী বলে অনুমিত হয় সেসব জায়গার পরিবেষ্টক বায়ুর গুণগতমান (SO_x, NO_x & CO) নিয়মিত মনিটর করতে হবে এবং মনিটরিং ফলাফল প্রতি তিন মাস অন্তর পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।

ট) কারখানার পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য প্রশিক্ষিত জনবল রাখতে হবে। কারখানার/প্রতিষ্ঠানের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সংক্ষেপ রির্পোট-আকারে পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।

ঠ) পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে। শ্রমিকদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হবে এবং এতদসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।

ড) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।

ঢ) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।

ণ) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিল্লিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

৩৪. লালবাগ কেমিক্যাল এন্ড পারফিমারী ওয়ার্কস লিঃ (ক্যাপটিভ পাওয়ার প্লান্ট), ২৩৬/সি-২৩৭/এ, তেজগাঁও শি/এ, ঢাকা

(শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ জেনারেটরের মাধ্যমে ৪৫০ কেভিএ বিদ্যুৎ উৎপাদন)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি চেকলিস্ট, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট মহানগর দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে ঢাকা মহানগর অফিস কর্তৃক নিম্ন বর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় ঃ

ক) এ ছাড়পত্র কেবলমাত্র জেনারেটরের মাধ্যমে ৪৫০ কেভিএ বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য প্রযোজ্য। প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।

খ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র হতে গ্যাসীয় পদার্থের নিঃসরণ (SO_x, NO_x, CO ইত্যাদি) এবং বস্তুকণার (Particulate Matters) নির্গমন পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। যে কোন সময় তাৎক্ষণিক সংগৃহীত নমুনায় এই মানমাত্রা অতিক্রম হতে পারবেনা । কোন সময় দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অকার্যকর হলে সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট ইউনিট বন্ধ করতে হবে। দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সংস্কার করে বিধিবদ্ধ মানমাত্রা নিশ্চিতকরণ সাপেক্ষে বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যাবে।

গ) এ ছাড়পত্র জারীর তিন মাসের মধ্যে বিদ্যুৎ কেন্দ্রের Down wind direction এবং যেসব জায়গায় Ground level Concentration সবচেয়ে বেশী বলে অনুমিত হয় সেসব জায়গার পরিবেষ্টক বায়ুর গুণগতমান (SO_x, NO_x & CO) এবং শব্দের গুনগতমান পরীক্ষাপূর্বক অত্র দপ্তরে দাখিল করতে হবে। বিশ্লেষিত ফলাফল পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লেখিত মানমাত্রার বর্হিভূত হলে এ ছাড়পত্র বাতিল বলে গন্য হবে।

ঘ) কুলিং ওয়াটার পুনঃব্যবহারের জন্য স্থাপিত সকল ব্যবস্থাদি যথাযথভাবে কার্যক্ষম রাখতে হবে।

ঙ) বায়বীয় বর্জ্য নির্গমনের জন্য স্থাপিত Exhaust চিমনীসমূহ সার্বক্ষণিক কার্যক্ষম রাখতে হবে।

চ) Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেনা।

ছ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র সৃষ্ট Residual Filtrate অথবা তৈল মিশ্রিত বর্জ্য কোন জলাশয়ে ফেলা যাবে না।

জ) ইএমপি ফরমেটে উল্লেখিত সকল মিটিগেশন মেজার্স সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।

ঝ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র চত্তরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।

ঞ) Down wind direction এবং যেসব জায়গায় Ground level Concentration সবচেয়ে বেশী বলে অনুমিত হয় সেসব জায়গার পরিবেষ্টক বায়ুর গুণগতমান (SO_x, NO_x & CO) নিয়মিত মনিটর করতে হবে এবং মনিটরিং ফলাফল প্রতি তিন মাস অন্তর পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।

ট) কারখানার পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য প্রশিক্ষিত জনবল রাখতে হবে। কারখানার/প্রতিষ্ঠানের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সংক্ষেপ রির্পোট-আকারে পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।

ঠ) পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে। শ্রমিকদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হবে এবং এতদসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।

ড) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।

ঢ) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।

ণ) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিল্লিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

৩৫. ১২০০ কেভিএ জেনারেটর আকরাম সেন্টার, ৩/৩ সি, ৩/৩ ডি, পুরান পল্টন, ২১২, শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম সরণি, বিজয়নগর, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ জেনারেটরের মাধ্যমে ১২০০ কেভিএ বিদ্যুৎ উৎপাদন)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি চেকলিস্ট, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট মহানগর দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে ঢাকা মহানগর অফিস কর্তৃক নিম্ন বর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় ঃ

ক) এ ছাড়পত্র কেবলমাত্র জেনারেটরের মাধ্যমে ১২০০ কেভিএ বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য প্রযোজ্য। প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।

খ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র হতে গ্যাসীয় পদার্থের নিঃসরণ (SO_x, NO_x, CO ইত্যাদি) এবং বস্তুকণার (Particulate Matters) নির্গমন পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। যে কোন সময় তাৎক্ষণিক সংগৃহীত নমুনায় এই মানমাত্রা অতিক্রম হতে পারবেনা । কোন সময় দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অকার্যকর হলে সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট ইউনিট বন্ধ করতে হবে। দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সংস্কার করে বিধিবদ্ধ মানমাত্রা নিশ্চিতকরণ সাপেক্ষে বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যাবে।

গ) এ ছাড়পত্র জারীর তিন মাসের মধ্যে বিদ্যুৎ কেন্দ্রের Down wind direction এবং যেসব জায়গায় Ground level Concentration সবচেয়ে বেশী বলে অনুমিত হয় সেসব জায়গার পরিবেষ্টক বায়ুর গুণগতমান (SO_x, NO_x & CO) এবং শব্দের গুনগতমান পরীক্ষাপূর্বক অত্র দপ্তরে দাখিল করতে হবে। বিশ্লেষিত ফলাফল পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লেখিত মানমাত্রার বর্হিভূত হলে এ ছাড়পত্র বাতিল বলে গন্য হবে।

ঘ) কুলিং ওয়াটার পুনঃব্যবহারের জন্য স্থাপিত সকল ব্যবস্থাদি যথাযথভাবে কার্যক্ষম রাখতে হবে।

ঙ) বায়বীয় বর্জ্য নির্গমনের জন্য স্থাপিত Exhaust চিমনীসমূহ সার্বক্ষণিক কার্যক্ষম রাখতে হবে।

চ) Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেনা।

ছ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র সৃষ্ট Residual Filtrate অথবা তৈল মিশ্রিত বর্জ্য কোন জলাশয়ে ফেলা যাবে না।

জ) ইএমপি ফরমেটে উল্লেখিত সকল মিটিগেশন মেজার্স সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।

ঝ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র চত্তরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।

ঞ) Down wind direction এবং যেসব জায়গায় Ground level Concentration সবচেয়ে বেশী বলে অনুমিত হয় সেসব জায়গার পরিবেষ্টক বায়ুর গুণগতমান (SO_x, NO_x & CO) নিয়মিত মনিটর করতে হবে এবং মনিটরিং ফলাফল প্রতি তিন মাস অন্তর পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।

ট) কারখানার পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য প্রশিক্ষিত জনবল রাখতে হবে। কারখানার/প্রতিষ্ঠানের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সংক্ষেপ রির্পোট-আকারে পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।

ঠ) পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে। শ্রমিকদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হবে এবং এতদসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।

ড) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।

ঢ) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।

ণ) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিল্লিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

৩৬. শবনম ভেজিটেবল অয়েল ইন্ডাঃ লিঃ (ক্যাপটিভ পাওয়ার প্লান্ট), তারাব, রুপগঞ্জ, নারায়নগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ক্যাপটিভ পাওয়ার প্লান্টের মাধ্যমে ২.৭২ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি চেকলিস্ট, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়।

পর্যালোচনান্তে আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে নারায়ণগঞ্জ জেলা অফিস কর্তৃক নিম্ন বর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় ঃ

ক) এ ছাড়পত্র কেবলমাত্র ক্যাপটিভ পাওয়ার প্লান্টের মাধ্যমে ২.৭২ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য প্রযোজ্য। প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।

খ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র হতে গ্যাসীয় পদার্থের নিঃসরণ (SO_x, NO_x, CO ইত্যাদি) এবং বস্তকণার (Particulate Matters) নির্গমন পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। যে কোন সময় তাৎক্ষণিক সংগৃহীত নমুনায় এই মানমাত্রা অতিক্রম হতে পারবেনা । কোন সময় দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অকার্যকর হলে সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট ইউনিট বন্ধ করতে হবে। দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সংস্কার করে বিধিবদ্ধ মানমাত্রা নিশ্চিতকরণ সাপেক্ষে বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যাবে।

গ) এ ছাড়পত্র জারীর তিন মাসের মধ্যে বিদ্যুৎ কেন্দ্রের Down wind direction এবং যেসব জায়গায় Ground level Concentration সবচেয়ে বেশী বলে অনুমিত হয় সেসব জায়গার পরিবেষ্টক বায়ুর গুণগতমান (SO_x, NO_x & CO) এবং শব্দের গুনগতমান পরীক্ষাপূর্বক অত্র দপ্তরে দাখিল করতে হবে। বিশ্লেষিত ফলাফল পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লেখিত মানমাত্রার বর্হিভূত হলে এ ছাড়পত্র বাতিল বলে গন্য হবে।

ঘ) কুলিং ওয়াটার পুনঃব্যবহারের জন্য স্থাপিত সকল ব্যবস্থাদি যথাযথভাবে কার্যক্ষম রাখতে হবে।

ঙ) বায়বীয় বর্জ্য নির্গমনের জন্য স্থাপিত Exhaust চিমনীসমূহ সার্বক্ষণিক কার্যক্ষম রাখতে হবে।

চ) Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেনা।

ছ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র সৃষ্ট Residual Filtrate অথবা তৈল মিশ্রিত বর্জ্য কোন জলাশয়ে ফেলা যাবে না।

জ) ইএমপি ফরমেটে উল্লেখিত সকল মিটিগেশন মেজার্স সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।

ঝ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র চত্তরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।

ঞ) Down wind direction এবং যেসব জায়গায় Ground level Concentration সবচেয়ে বেশী বলে অনুমিত হয় সেসব জায়গার পরিবেষ্টক বায়ুর গুণগতমান (SO_x, NO_x & CO) নিয়মিত মনিটর করতে হবে এবং মনিটরিং ফলাফল প্রতি তিন মাস অন্তর পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।

ট) কারখানার পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য প্রশিক্ষিত জনবল রাখতে হবে। কারখানার/প্রতিষ্ঠানের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সংক্ষেপ রির্পোট-আকারে পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।

ঠ) পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে। শ্রমিকদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হবে এবং এতদসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।

ড) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।

ঢ) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।

ণ) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিল্লিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

৩৭. গাজী পাইপস (ক্যাপটিভ পাওয়ার প্লান্ট), কর্ণগোপ, বরপা, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ক্যাপটিভ পাওয়ার প্লান্টের মাধ্যমে ১.৪৬ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি চেকলিস্ট, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে নারায়ণগঞ্জ জেলা অফিস কর্তৃক নিম্ন বর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় ঃ

ক) এ ছাড়পত্র কেবলমাত্র ক্যাপটিভ পাওয়ার প্লান্টের মাধ্যমে ১.৪৬ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য প্রযোজ্য। প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।

খ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র হতে গ্যাসীয় পদার্থের নিঃসরণ (SO_x, NO_x, CO ইত্যাদি) এবং বস্তকণার (Particulate Matters) নির্গমন পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। যে কোন সময় তাৎক্ষণিক সংগৃহীত নমুনায় এই মানমাত্রা অতিক্রম হতে পারবেনা । কোন সময় দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অকার্যকর হলে সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট ইউনিট বন্ধ করতে হবে। দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সংস্কার করে বিধিবদ্ধ মানমাত্রা নিশ্চিতকরণ সাপেক্ষে বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যাবে।

গ) এ ছাড়পত্র জারীর তিন মাসের মধ্যে বিদ্যুৎ কেন্দ্রের Down wind direction এবং যেসব জায়গায় Ground level Concentration সবচেয়ে বেশী বলে অনুমিত হয় সেসব জায়গার পরিবেষ্টক বায়ুর গুণগতমান (SO_x, NO_x & CO) এবং শব্দের গুনগতমান পরীক্ষাপূর্বক অত্র দপ্তরে দাখিল করতে হবে। বিশ্লেষিত ফলাফল পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লেখিত মানমাত্রার বর্হিভূত হলে এ ছাড়পত্র বাতিল বলে গন্য হবে।

ঘ) কুলিং ওয়াটার পুনঃব্যবহারের জন্য স্থাপিত সকল ব্যবস্থাদি যথাযথভাবে কার্যক্ষম রাখতে হবে।

ঙ) বায়বীয় বর্জ্য নির্গমনের জন্য স্থাপিত Exhaust চিমনীসমূহ সার্বক্ষণিক কার্যক্ষম রাখতে হবে।

চ) Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেনা।

ছ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র সৃষ্ট Residual Filtrate অথবা তৈল মিশ্রিত বর্জ্য কোন জলাশয়ে ফেলা যাবে না।

জ) ইএমপি ফরমেটে উল্লেখিত সকল মিটিগেশন মেজার্স সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।

ঝ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র চত্তরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।

ঞ) Down wind direction এবং যেসব জায়গায় Ground level Concentration সবচেয়ে বেশী বলে অনুমিত হয় সেসব জায়গার পরিবেষ্টক বায়ুর গুণগতমান (SO_x, NO_x & CO) নিয়মিত মনিটর করতে হবে এবং মনিটরিং ফলাফল প্রতি তিন মাস অন্তর পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।

ট) কারখানার পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য প্রশিক্ষিত জনবল রাখতে হবে। কারখানার/প্রতিষ্ঠানের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সংক্ষেপ রির্পোট-আকারে পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।

ঠ) পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে। শ্রমিকদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হবে এবং এতদসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।

ড) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।

ঢ) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।

ণ) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিল্লিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

৩৮. এ্যাপারেল প্রমোটার্স লিমিটেড (ক্যাপটিভ পাওয়ার প্লান্ট), ১২০৬/এ, নাসিরাবাদ শিল্প এলাকা, বায়েজিদ থানা রোড, বায়েজিদ, চট্টগ্রাম (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ক্যাপটিভ পাওয়ার প্লান্টের মাধ্যমে ১.৬৮ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি চেকলিস্ট, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট মহানগর দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে চট্টগ্রাম মহানগর অফিস কর্তৃক নিম্ন বর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় ঃ

ক) এ ছাড়পত্র কেবলমাত্র ক্যাপটিভ পাওয়ার প্লান্টের মাধ্যমে ১.৬৮ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য প্রযোজ্য। প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।

খ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র হতে গ্যাসীয় পদার্থের নিঃসরণ (SO_x, NO_x, CO ইত্যাদি) এবং বস্তুকণার (Particulate Matters) নির্গমন পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। যে কোন সময় তাৎক্ষণিক সংগৃহীত নমুনায় এই মানমাত্রা অতিক্রম হতে পারবেনা । কোন সময় দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অকার্যকর হলে সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট ইউনিট বন্ধ করতে হবে। দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সংস্কার করে বিধিবদ্ধ মানমাত্রা নিশ্চিতকরণ সাপেক্ষে বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যাবে।

গ) এ ছাড়পত্র জারীর তিন মাসের মধ্যে বিদ্যুৎ কেন্দ্রের Down wind direction এবং যেসব জায়গায় Ground level Concentration সবচেয়ে বেশী বলে অনুমিত হয় সেসব জায়গার পরিবেষ্টক বায়ুর গুণগতমান (SO_x, NO_x & CO) এবং শব্দের গুনগতমান পরীক্ষাপূর্বক অত্র দপ্তরে দাখিল করতে হবে। বিশ্লেষিত ফলাফল পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লেখিত মানমাত্রার বর্হিভূত হলে এ ছাড়পত্র বাতিল বলে গন্য হবে।

ঘ) কুলিং ওয়াটার পুনঃব্যবহারের জন্য স্থাপিত সকল ব্যবস্থাদি যথাযথভাবে কার্যক্ষম রাখতে হবে।

ঙ) বায়বীয় বর্জ্য নির্গমনের জন্য স্থাপিত Exhaust চিমনীসমূহ সার্বক্ষণিক কার্যক্ষম রাখতে হবে।

চ) Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেনা।

ছ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র সৃষ্ট Residual Filtrate অথবা তৈল মিশ্রিত বর্জ্য কোন জলাশয়ে ফেলা যাবে না।

জ) ইএমপি ফরমেটে উল্লেখিত সকল মিটিগেশন মেজার্স সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।

ঝ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র চত্তরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।

ঞ) Down wind direction এবং যেসব জায়গায় Ground level Concentration সবচেয়ে বেশী বলে অনুমিত হয় সেসব জায়গার পরিবেষ্টক বায়ুর গুণগতমান (SO_x, NO_x & CO) নিয়মিত মনিটর করতে হবে এবং মনিটরিং ফলাফল প্রতি তিন মাস অন্তর পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।

ট) কারখানার পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য প্রশিক্ষিত জনবল রাখতে হবে। কারখানার/প্রতিষ্ঠানের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সংক্ষেপ রির্পোট-আকারে পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।

ঠ) পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে। শ্রমিকদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হবে এবং এতদসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।

ড) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।

ঢ) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।

ণ) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিল্লিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

৩৯. সিটি ভেজিটেবল অয়েল লিঃ (ক্যাপটিভ পাওয়ার প্লান্ট), উত্তর রুপসী, রুপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ক্যাপটিভ পাওয়ার প্লান্টের মাধ্যমে ১.৮ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি চেকলিস্ট, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে নারায়ণগঞ্জ জেলা অফিস কর্তৃক নিম্ন বর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় ঃ

ক) এ ছাড়পত্র কেবলমাত্র ক্যাপটিভ পাওয়ার প্লান্টের মাধ্যমে ১.৮ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য প্রযোজ্য। প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।

খ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র হতে গ্যাসীয় পদার্থের নিঃসরণ (SO_x, NO_x, CO ইত্যাদি) এবং বস্তুকণার (Particulate Matters) নির্গমন পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। যে কোন সময় তাৎক্ষণিক সংগৃহীত নমুনায় এই মানমাত্রা অতিক্রম হতে পারবেনা । কোন সময় দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অকার্যকর হলে সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট ইউনিট বন্ধ করতে হবে। দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সংস্কার করে বিধিবদ্ধ মানমাত্রা নিশ্চিতকরণ সাপেক্ষে বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যাবে।

গ) এ ছাড়পত্র জারীর তিন মাসের মধ্যে বিদ্যুৎ কেন্দ্রের Down wind direction এবং যেসব জায়গায় Ground level Concentration সবচেয়ে বেশী বলে অনুমিত হয় সেসব জায়গার পরিবেষ্টক বায়ুর গুণগতমান (SO_x, NO_x & CO) এবং শব্দের গুনগতমান পরীক্ষাপূর্বক অত্র দপ্তরে দাখিল করতে হবে। বিশ্লেষিত ফলাফল পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লেখিত মানমাত্রার বর্হিভূত হলে এ ছাড়পত্র বাতিল বলে গন্য হবে।

ঘ) কুলিং ওয়াটার পুনঃব্যবহারের জন্য স্থাপিত সকল ব্যবস্থাদি যথাযথভাবে কার্যক্ষম রাখতে হবে।

ঙ) বায়বীয় বর্জ্য নির্গমনের জন্য স্থাপিত Exhaust চিমনীসমূহ সার্বক্ষণিক কার্যক্ষম রাখতে হবে।

চ) Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেনা।

ছ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র সৃষ্ট Residual Filtrate অথবা তৈল মিশ্রিত বর্জ্য কোন জলাশয়ে ফেলা যাবে না।

জ) ইএমপি ফরমেটে উল্লেখিত সকল মিটিগেশন মেজার্স সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।

ঝ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র চত্তরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।

ঞ) Down wind direction এবং যেসব জায়গায় Ground level Concentration সবচেয়ে বেশী বলে অনুমিত হয় সেসব জায়গার পরিবেষ্টক বায়ুর গুণগতমান (SO_x, NO_x & CO) নিয়মিত মনিটর করতে হবে এবং মনিটরিং ফলাফল প্রতি তিন মাস অন্তর পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।

ট) কারখানার পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য প্রশিক্ষিত জনবল রাখতে হবে। কারখানার/প্রতিষ্ঠানের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সংক্ষেপ রির্পোট-আকারে পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।

ঠ) পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে। শ্রমিকদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হবে এবং এতদসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।

ড) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।

ঢ) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।

ণ) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিল্লিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

৪০. স্কয়ার ফ্যাশন ইয়ার্নস লিমিটেড (ক্যাপটিভ পাওয়ার প্লান্ট), প্লট # ৬০৭-৬০৮, উত্তর ভাংনাহাটি, শ্রীপুর, গাজীপুর

(শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ক্যাপটিভ পাওয়ার প্লান্টের মাধ্যমে ৪.৬৭৫ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি চেকলিস্ট, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে গাজীপুর জেলা অফিস কর্তৃক নিম্ন বর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় ঃ

ক) এ ছাড়পত্র কেবলমাত্র ক্যাপটিভ পাওয়ার প্লান্টের মাধ্যমে ৪.৬৭৫ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য প্রযোজ্য। প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।

খ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র হতে গ্যাসীয় পদার্থের নিঃসরণ (SO_x, NO_x, CO ইত্যাদি) এবং বস্তুকণার (Particulate Matters) নির্গমন পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। যে কোন সময় তাৎক্ষণিক সংগৃহীত নমুনায় এই মানমাত্রা অতিক্রম হতে পারবেনা । কোন সময় দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অকার্যকর হলে সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট ইউনিট বন্ধ করতে হবে। দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সংস্কার করে বিধিবদ্ধ মানমাত্রা নিশ্চিতকরণ সাপেক্ষে বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যাবে।

গ) এ ছাড়পত্র জারীর তিন মাসের মধ্যে বিদ্যুৎ কেন্দ্রের Down wind direction এবং যেসব জায়গায় Ground level Concentration সবচেয়ে বেশী বলে অনুমিত হয় সেসব জায়গার পরিবেষ্টক বায়ুর গুণগতমান (SO_x, NO_x & CO) এবং শব্দের গুনগতমান পরীক্ষাপূর্বক অত্র দপ্তরে দাখিল করতে হবে। বিশ্লেষিত ফলাফল পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লেখিত মানমাত্রার বর্হিভূত হলে এ ছাড়পত্র বাতিল বলে গন্য হবে।

ঘ) কুলিং ওয়াটার পুনঃব্যবহারের জন্য স্থাপিত সকল ব্যবস্থাদি যথাযথভাবে কার্যক্ষম রাখতে হবে।

ঙ) বায়বীয় বর্জ্য নির্গমনের জন্য স্থাপিত Exhaust চিমনীসমূহ সার্বক্ষণিক কার্যক্ষম রাখতে হবে।

চ) Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেনা।

ছ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র সৃষ্ট Residual Filtrate অথবা তৈল মিশ্রিত বর্জ্য কোন জলাশয়ে ফেলা যাবে না।

জ) ইএমপি ফরমেটে উল্লেখিত সকল মিটিগেশন মেজার্স সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।

ঝ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র চত্তরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।

ঞ) Down wind direction এবং যেসব জায়গায় Ground level Concentration সবচেয়ে বেশী বলে অনুমিত হয় সেসব জায়গার পরিবেষ্টক বায়ুর গুণগতমান (SO_x, NO_x & CO) নিয়মিত মনিটর করতে হবে এবং মনিটরিং ফলাফল প্রতি তিন মাস অন্তর পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।

ট) কারখানার পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য প্রশিক্ষিত জনবল রাখতে হবে। কারখানার/প্রতিষ্ঠানের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সংক্ষেপ রির্পোট-আকারে পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।

ঠ) পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে। শ্রমিকদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হবে এবং এতদসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।

ড) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।

ঢ) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।

ণ) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিল্লিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

৪১. ভিনটেজ ডেনিম স্টুডিও লিঃ (ক্যাপটিভ পাওয়ার প্লান্ট), প্লট নং- ৯০-৯৯, ১২০-১২৮, ঈশ্বরদী ইপিজেড, ঈশ্বরদী, পাবনা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ক্যাপটিভ পাওয়ার প্লান্টের মাধ্যমে ২.৮৩৪ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি চেকলিস্ট, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে রাজশাহী বিভাগীয় অফিস, বগুড়া কর্তৃক নিম্ন বর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় ঃ

ক) এ ছাড়পত্র কেবলমাত্র ক্যাপটিভ পাওয়ার প্লান্টের মাধ্যমে ২.৮৩৪ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য প্রযোজ্য। প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।

খ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র হতে গ্যাসীয় পদার্থের নিঃসরণ (SO_x, NO_x, CO ইত্যাদি) এবং বস্তুকণার (Particulate Matters) নির্গমন পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। যে কোন সময় তাৎক্ষণিক সংগৃহীত নমুনায় এই মানমাত্রা অতিক্রম হতে পারবেনা । কোন সময় দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অকার্যকর হলে সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট ইউনিট বন্ধ করতে হবে। দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সংস্কার করে বিধিবদ্ধ মানমাত্রা নিশ্চিতকরণ সাপেক্ষে বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যাবে।

গ) এ ছাড়পত্র জারীর তিন মাসের মধ্যে বিদ্যুৎ কেন্দ্রের Down wind direction এবং যেসব জায়গায় Ground level Concentration সবচেয়ে বেশী বলে অনুমিত হয় সেসব জায়গার পরিবেষ্টক বায়ুর গুণগতমান (SO_x, NO_x & CO) এবং শব্দের গুনগতমান পরীক্ষাপূর্বক অত্র দপ্তরে দাখিল করতে হবে। বিশ্লেষিত ফলাফল পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লেখিত মানমাত্রার বর্হিভূত হলে এ ছাড়পত্র বাতিল বলে গন্য হবে।

ঘ) কুলিং ওয়াটার পুনঃব্যবহারের জন্য স্থাপিত সকল ব্যবস্থাদি যথাযথভাবে কার্যক্ষম রাখতে হবে।

ঙ) বায়বীয় বর্জ্য নির্গমনের জন্য স্থাপিত Exhaust চিমনীসমূহ সার্বক্ষণিক কার্যক্ষম রাখতে হবে।

চ) Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেনা।

ছ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র সৃষ্ট Residual Filtrate অথবা তৈল মিশ্রিত বর্জ্য কোন জলাশয়ে ফেলা যাবে না।

জ) ইএমপি ফরমেটে উল্লেখিত সকল মিটিগেশন মেজার্স সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।

ঝ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র চত্তরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।

ঞ) Down wind direction এবং যেসব জায়গায় Ground level Concentration সবচেয়ে বেশী বলে অনুমিত হয় সেসব জায়গার পরিবেষ্টক বায়ুর গুণগতমান (SO_x, NO_x & CO) নিয়মিত মনিটর করতে হবে এবং মনিটরিং ফলাফল প্রতি তিন মাস অন্তর পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।

ট) কারখানার পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য প্রশিক্ষিত জনবল রাখতে হবে। কারখানার/প্রতিষ্ঠানের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সংক্ষেপ রির্পোট-আকারে পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।

ঠ) পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে। শ্রমিকদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হবে এবং এতদসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।

ড) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।

ঢ) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।

ণ) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিল্লিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

৪২. ১৬০০ কেভিএ জেনারেটর (০৩টি), ০২ টি বেজমেন্টসহ ২০-তলা বাণিজ্যিক ভবন, আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লিঃ , ৬৩, পুরানা পল্টন, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ জেনারেটরের মাধ্যমে ১৬০০ কেভিএ বিদ্যুৎ উৎপাদন)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি চেকলিস্ট, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট মহানগর দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে ঢাকা মহানগর দপ্তর কর্তৃক নিম্ন বর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় ঃ

ক) এ ছাড়পত্র কেবলমাত্র জেনারেটরের মাধ্যমে ১৬০০ কেভিএ বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য প্রযোজ্য। প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।

খ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র হতে গ্যাসীয় পদার্থের নিঃসরণ (SO_x, NO_x, CO ইত্যাদি) এবং বস্তুকণার (Particulate Matters) নির্গমন পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। যে কোন সময় তাৎক্ষণিক সংগৃহীত নমুনায় এই মানমাত্রা অতিক্রম হতে পারবেনা । কোন সময় দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অকার্যকর হলে সাথে সাথে

সংশ্লিষ্ট ইউনিট বন্ধ করতে হবে। দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সংস্কার করে বিধিবদ্ধ মানমাত্রা নিশ্চিতকরণ সাপেক্ষে বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যাবে।

গ) এ ছাড়পত্র জারীর তিন মাসের মধ্যে বিদ্যুৎ কেন্দ্রের Down wind direction এবং যেসব জায়গায় Ground level Concentration সবচেয়ে বেশী বলে অনুমিত হয় সেসব জায়গার পরিবেষ্টক বায়ুর গুণগতমান (SO_x, NO_x & CO) এবং শব্দের গুনগতমান পরীক্ষাপূর্বক অত্র দপ্তরে দাখিল করতে হবে। বিশ্লেষিত ফলাফল পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লেখিত মানমাত্রার বর্হিভূত হলে এ ছাড়পত্র বাতিল বলে গন্য হবে।

ঘ) কুলিং ওয়াটার পুনঃব্যবহারের জন্য স্থাপিত সকল ব্যবস্থাদি যথাযথভাবে কার্যক্ষম রাখতে হবে।

ঙ) বায়বীয় বর্জ্য নির্গমনের জন্য স্থাপিত Exhaust চিমনীসমূহ সার্বক্ষণিক কার্যক্ষম রাখতে হবে।

চ) Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেনা।

ছ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র সৃষ্ট Residual Filtrate অথবা তৈল মিশ্রিত বর্জ্য কোন জলাশয়ে ফেলা যাবে না।

জ) ইএমপি ফরমেটে উল্লেখিত সকল মিটিগেশন মেজার্স সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।

ঝ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র চত্তরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।

ঞ) Down wind direction এবং যেসব জায়গায় Ground level Concentration সবচেয়ে বেশী বলে অনুমিত হয় সেসব জায়গার পরিবেষ্টক বায়ুর গুণগতমান (SO_x, NO_x & CO) নিয়মিত মনিটর করতে হবে এবং মনিটরিং ফলাফল প্রতি তিন মাস অন্তর পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।

ট) কারখানার পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য প্রশিক্ষিত জনবল রাখতে হবে। কারখানার/প্রতিষ্ঠানের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সংক্ষেপ রির্পোট-আকারে পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।

ঠ) পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে। শ্রমিকদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হবে এবং এতদসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।

ড) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।

ঢ) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।

ণ) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিল্লিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

৪৩. কর্নফূলী স্পোর্টসওয়্যার ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড (ক্যাপটিভ পাওয়ার প্লান্ট), প্লট নং- ১৪ এবং ১৮-২০, সেক্টর-০৭, সিইপিজেড, চট্টগ্রাম (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ক্যাপটিভ পাওয়ার প্লান্টের মাধ্যমে ৩.৯ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি চেকলিস্ট, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট মহানগর দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে চট্টগ্রাম মহানগর দপ্তর কর্তৃক নিম্ন বর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় ঃ

ক) এ ছাড়পত্র কেবলমাত্র ক্যাপটিভ পাওয়ার প্লান্টের মাধ্যমে ৩.৯ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য প্রযোজ্য। প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।

খ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র হতে গ্যাসীয় পদার্থের নিঃসরণ (SO_x, NO_x, CO ইত্যাদি) এবং বস্তুকণার (Particulate Matters) নির্গমন পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। যে কোন সময় তাৎক্ষণিক সংগৃহীত নমুনায় এই মানমাত্রা অতিক্রম হতে পারবেনা । কোন সময় দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অকার্যকর হলে সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট ইউনিট বন্ধ করতে হবে। দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সংস্কার করে বিধিবদ্ধ মানমাত্রা নিশ্চিতকরণ সাপেক্ষে বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যাবে।

গ) এ ছাড়পত্র জারীর তিন মাসের মধ্যে বিদ্যুৎ কেন্দ্রের Down wind direction এবং যেসব জায়গায় Ground level Concentration সবচেয়ে বেশী বলে অনুমিত হয় সেসব জায়গার পরিবেষ্টক বায়ুর গুণগতমান (SO_x, NO_x & CO) এবং শব্দের গুনগতমান পরীক্ষাপূর্বক অত্র দপ্তরে দাখিল করতে হবে। বিশ্লেষিত ফলাফল পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লেখিত মানমাত্রার বর্হিভূত হলে এ ছাড়পত্র বাতিল বলে গন্য হবে।

ঘ) কুলিং ওয়াটার পুনঃব্যবহারের জন্য স্থাপিত সকল ব্যবস্থাদি যথাযথভাবে কার্যক্ষম রাখতে হবে।

ঙ) বায়বীয় বর্জ্য নির্গমনের জন্য স্থাপিত Exhaust চিমনীসমূহ সার্বক্ষণিক কার্যক্ষম রাখতে হবে।

চ) Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেনা।

ছ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র সৃষ্ট Residual Filtrate অথবা তৈল মিশ্রিত বর্জ্য কোন জলাশয়ে ফেলা যাবে না।
জ) ইএমপি ফরমেটে উল্লেখিত সকল মিটিগেশন মেজার্স সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।
ঝ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র চত্তরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
ঞ) Down wind direction এবং যেসব জায়গায় Ground level Concentration সবচেয়ে বেশী বলে অনুমিত হয় সেসব জায়গার পরিবেষ্টক বায়ুর গুণগতমান (SO_x, NO_x & CO) নিয়মিত মনিটর করতে হবে এবং মনিটরিং ফলাফল প্রতি তিন মাস অন্তর পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।
ট) কারখানার পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য প্রশিক্ষিত জনবল রাখতে হবে। কারখানার/প্রতিষ্ঠানের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সংক্ষেপ রির্পোট-আকারে পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।
ঠ) পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে। শ্রমিকদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হবে এবং এতদসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।
ড) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।
ঢ) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
ণ) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিল্লিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

৪৪. চিন হং ফাইবার্স লিমিটেড (ক্যাপটিভ পাওয়ার প্লান্ট), চান্দগাঁও শিল্প এলাকা, চট্টগ্রাম (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ক্যাপটিভ পাওয়ার প্লান্টের মাধ্যমে ৪.০৩২ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি চেকলিস্ট, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট মহানগর দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে চট্টগ্রাম মহানগর দপ্তর কর্তৃক নিম্ন বর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় ঃ

ক) এ ছাড়পত্র কেবলমাত্র ক্যাপটিভ পাওয়ার প্লান্টের মাধ্যমে ৪.০৩২ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য প্রযোজ্য। প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
খ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র হতে গ্যাসীয় পদার্থের নিঃসরণ (SO_x, NO_x, CO ইত্যাদি) এবং বস্তুকণার (Particulate Matters) নির্গমন পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। যে কোন সময় তাৎক্ষণিক সংগৃহীত নমুনায় এই মানমাত্রা অতিক্রম হতে পারবেনা । কোন সময় দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অকার্যকর হলে সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট ইউনিট বন্ধ করতে হবে। দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সংস্কার করে বিধিবদ্ধ মানমাত্রা নিশ্চিতকরণ সাপেক্ষে বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যাবে।
গ) এ ছাড়পত্র জারীর তিন মাসের মধ্যে বিদ্যুৎ কেন্দ্রের Down wind direction এবং যেসব জায়গায় Ground level Concentration সবচেয়ে বেশী বলে অনুমিত হয় সেসব জায়গার পরিবেষ্টক বায়ুর গুণগতমান (SO_x, NO_x & CO) এবং শব্দের গুনগতমান পরীক্ষাপূর্বক অত্র দপ্তরে দাখিল করতে হবে। বিশ্লেষিত ফলাফল পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লেখিত মানমাত্রার বর্হিভূত হলে এ ছাড়পত্র বাতিল বলে গন্য হবে।
ঘ) কুলিং ওয়াটার পুনঃব্যবহারের জন্য স্থাপিত সকল ব্যবস্থাদি যথাযথভাবে কার্যক্ষম রাখতে হবে।
ঙ) বায়বীয় বর্জ্য নির্গমনের জন্য স্থাপিত Exhaust চিমনীসমূহ সার্বক্ষণিক কার্যক্ষম রাখতে হবে।
চ) Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেনা।
ছ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র সৃষ্ট Residual Filtrate অথবা তৈল মিশ্রিত বর্জ্য কোন জলাশয়ে ফেলা যাবে না।
জ) ইএমপি ফরমেটে উল্লেখিত সকল মিটিগেশন মেজার্স সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।
ঝ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র চত্তরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
ঞ) Down wind direction এবং যেসব জায়গায় Ground level Concentration সবচেয়ে বেশী বলে অনুমিত হয় সেসব জায়গার পরিবেষ্টক বায়ুর গুণগতমান (SO_x, NO_x & CO) নিয়মিত মনিটর করতে হবে এবং মনিটরিং ফলাফল প্রতি তিন মাস অন্তর পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।
ট) কারখানার পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য প্রশিক্ষিত জনবল রাখতে হবে। কারখানার/প্রতিষ্ঠানের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সংক্ষেপ রির্পোট-আকারে পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।
ঠ) পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে। শ্রমিকদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হবে এবং এতদসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।

ড) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।

ঢ) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।

ণ) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিল্লিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

৪৫. ওরিয়ন ফার্মা লিমিটেড (গ্যাস জেনারেটর), ১৫৩-১৫৪, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ জেনারেটরের মাধ্যমে ১৩৩০ কেভিএ বিদ্যুৎ উৎপাদন)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি চেকলিস্ট, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট মহানগর দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে ঢাকা মহানগর দপ্তর কর্তৃক নিম্ন বর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় ঃ

ক) এ ছাড়পত্র কেবলমাত্র জেনারেটরের মাধ্যমে ১৩৩০ কেভিএ বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য প্রযোজ্য। প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।

খ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র হতে গ্যাসীয় পদার্থের নিঃসরণ (SO_x, NO_x, CO ইত্যাদি) এবং বস্তুকণার (Particulate Matters) নির্গমন পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। যে কোন সময় তাৎক্ষণিক সংগৃহীত নমুনায় এই মানমাত্রা অতিক্রম হতে পারবেনা । কোন সময় দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অকার্যকর হলে সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট ইউনিট বন্ধ করতে হবে। দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সংস্কার করে বিধিবদ্ধ মানমাত্রা নিশ্চিতকরণ সাপেক্ষে বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যাবে।

গ) এ ছাড়পত্র জারীর তিন মাসের মধ্যে বিদ্যুৎ কেন্দ্রের Down wind direction এবং যেসব জায়গায় Ground level Concentration সবচেয়ে বেশী বলে অনুমিত হয় সেসব জায়গার পরিবেষ্টক বায়ুর গুণগতমান (SO_x, NO_x & CO) এবং শব্দের গুনগতমান পরীক্ষাপূর্বক অত্র দপ্তরে দাখিল করতে হবে। বিশ্লেষিত ফলাফল পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লেখিত মানমাত্রার বর্হিভূত হলে এ ছাড়পত্র বাতিল বলে গন্য হবে।

ঘ) কুলিং ওয়াটার পুনঃব্যবহারের জন্য স্থাপিত সকল ব্যবস্থাদি যথাযথভাবে কার্যক্ষম রাখতে হবে।

ঙ) বায়বীয় বর্জ্য নির্গমনের জন্য স্থাপিত Exhaust চিমনীসমূহ সার্বক্ষণিক কার্যক্ষম রাখতে হবে।

চ) Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেনা।

ছ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র সৃষ্ট Residual Filtrate অথবা তৈল মিশ্রিত বর্জ্য কোন জলাশয়ে ফেলা যাবে না।

জ) ইএমপি ফরমেটে উল্লেখিত সকল মিটিগেশন মেজার্স সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।

ঝ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র চত্তরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।

ঞ) Down wind direction এবং যেসব জায়গায় Ground level Concentration সবচেয়ে বেশী বলে অনুমিত হয় সেসব জায়গার পরিবেষ্টক বায়ুর গুণগতমান (SO_x, NO_x & CO) নিয়মিত মনিটর করতে হবে এবং মনিটরিং ফলাফল প্রতি তিন মাস অন্তর পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।

ট) কারখানার পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য প্রশিক্ষিত জনবল রাখতে হবে। কারখানার/প্রতিষ্ঠানের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সংক্ষেপ রির্পোট-আকারে পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।

ঠ) পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে। শ্রমিকদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হবে এবং এতদসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।

ড) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।

ঢ) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।

ণ) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিল্লিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

৪৬. ইন্টারন্যাশনাল ক্লাসিক কম্পোজিট লিঃ (ক্যাপটিভ পাওয়ার প্লান্ট), নাওজোর, কড্ডা, জয়দেবপুর, গাজীপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ক্যাপটিভ পাওয়ার প্লান্টের মাধ্যমে ১.১২২ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি চেকলিস্ট, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে গাজীপুর জেলা অফিস কর্তৃক নিম্ন বর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় ঃ

ক) এ ছাড়পত্র কেবলমাত্র ক্যাপটিভ পাওয়ার প্লান্টের মাধ্যমে ১.১২২ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য প্রযোজ্য। প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।

খ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র হতে গ্যাসীয় পদার্থের নিঃসরণ (SO_x, NO_x, CO ইত্যাদি) এবং বস্তুকণার (Particulate Matters) নির্গমন পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। যে কোন সময় তাৎক্ষণিক সংগৃহীত নমুনায় এই মানমাত্রা অতিক্রম হতে পারবেনা । কোন সময় দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অকার্যকর হলে সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট ইউনিট বন্ধ করতে হবে। দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সংস্কার করে বিধিবদ্ধ মানমাত্রা নিশ্চিতকরণ সাপেক্ষে বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যাবে।

গ) এ ছাড়পত্র জারীর তিন মাসের মধ্যে বিদ্যুৎ কেন্দ্রের Down wind direction এবং যেসব জায়গায় Ground level Concentration সবচেয়ে বেশী বলে অনুমিত হয় সেসব জায়গার পরিবেষ্টক বায়ুর গুণগতমান (SO_x, NO_x & CO) এবং শব্দের গুনগতমান পরীক্ষাপূর্বক অত্র দপ্তরে দাখিল করতে হবে। বিশ্লেষিত ফলাফল পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লেখিত মানমাত্রার বর্হিভূত হলে এ ছাড়পত্র বাতিল বলে গন্য হবে।

ঘ) কুলিং ওয়াটার পুনঃব্যবহারের জন্য স্থাপিত সকল ব্যবস্থাদি যথাযথভাবে কার্যক্ষম রাখতে হবে।

ঙ) বায়বীয় বর্জ্য নির্গমনের জন্য স্থাপিত Exhaust চিমনীসমূহ সার্বক্ষণিক কার্যক্ষম রাখতে হবে।

চ) Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেনা।

ছ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র সৃষ্ট Residual Filtrate অথবা তৈল মিশ্রিত বর্জ্য কোন জলাশয়ে ফেলা যাবে না।

জ) ইএমপি ফরমেটে উল্লেখিত সকল মিটিগেশন মেজার্স সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।

ঝ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র চত্তরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।

ঞ) Down wind direction এবং যেসব জায়গায় Ground level Concentration সবচেয়ে বেশী বলে অনুমিত হয় সেসব জায়গার পরিবেষ্টক বায়ুর গুণগতমান (SO_x, NO_x & CO) নিয়মিত মনিটর করতে হবে এবং মনিটরিং ফলাফল প্রতি তিন মাস অন্তর পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।

ট) কারখানার পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য প্রশিক্ষিত জনবল রাখতে হবে। কারখানার/প্রতিষ্ঠানের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সংক্ষেপ রির্পোট-আকারে পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।

ঠ) পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে। শ্রমিকদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হবে এবং এতদসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।

ড) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।

ঢ) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।

ণ) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিল্লিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

৪৭. সিমটেক্স ইন্ডাঃ লিঃ (ক্যাপটিভ পাওয়ার প্লান্ট), খাগান, বিরুলিয়া, সাভার, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ক্যাপটিভ পাওয়ার প্লান্টের মাধ্যমে ১.৬০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি চেকলিস্ট, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে ঢাকা জেলা অফিস কর্তৃক নিম্ন বর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় ঃ

ক) এ ছাড়পত্র কেবলমাত্র ক্যাপটিভ পাওয়ার প্লান্টের মাধ্যমে ১.৬০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য প্রযোজ্য। প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।

খ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র হতে গ্যাসীয় পদার্থের নিঃসরণ (SO_x, NO_x, CO ইত্যাদি) এবং বস্তুকণার (Particulate Matters) নির্গমন পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। যে কোন সময় তাৎক্ষণিক সংগৃহীত নমুনায় এই মানমাত্রা অতিক্রম হতে পারবেনা । কোন সময় দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অকার্যকর হলে সাথে সাথে

সংশ্লিষ্ট ইউনিট বন্ধ করতে হবে। দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সংস্কার করে বিধিবদ্ধ মানমাত্রা নিশ্চিতকরণ সাপেক্ষে বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যাবে।

গ) এ ছাড়পত্র জারীর তিন মাসের মধ্যে বিদ্যুৎ কেন্দ্রের Down wind direction এবং যেসব জায়গায় Ground level Concentration সবচেয়ে বেশী বলে অনুমিত হয় সেসব জায়গার পরিবেষ্টক বায়ুর গুণগতমান (SO_x, NO_x & CO) এবং শব্দের গুনগতমান পরীক্ষাপূর্বক অত্র দপ্তরে দাখিল করতে হবে। বিশ্লেষিত ফলাফল পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লেখিত মানমাত্রার বর্হিভূত হলে এ ছাড়পত্র বাতিল বলে গন্য হবে।

ঘ) কুলিং ওয়াটার পুনঃব্যবহারের জন্য স্থাপিত সকল ব্যবস্থাদি যথাযথভাবে কার্যক্ষম রাখতে হবে।

ঙ) বায়বীয় বর্জ্য নির্গমনের জন্য স্থাপিত Exhaust চিমনীসমূহ সার্বক্ষণিক কার্যক্ষম রাখতে হবে।

চ) Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেনা।

ছ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র সৃষ্ট Residual Filtrate অথবা তৈল মিশ্রিত বর্জ্য কোন জলাশয়ে ফেলা যাবে না।

জ) ইএমপি ফরমেটে উল্লেখিত সকল মিটিগেশন মেজার্স সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।

ঝ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র চত্তরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।

ঞ) Down wind direction এবং যেসব জায়গায় Ground level Concentration সবচেয়ে বেশী বলে অনুমিত হয় সেসব জায়গার পরিবেষ্টক বায়ুর গুণগতমান (SO_x, NO_x & CO) নিয়মিত মনিটর করতে হবে এবং মনিটরিং ফলাফল প্রতি তিন মাস অন্তর পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।

ট) কারখানার পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য প্রশিক্ষিত জনবল রাখতে হবে। কারখানার/প্রতিষ্ঠানের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সংক্ষেপ রির্পোট-আকারে পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।

ঠ) পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে। শ্রমিকদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হবে এবং এতদসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।

ড) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।

ঢ) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।

ণ) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিল্লিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

৪৮. এম এস এ স্পিনিং লিঃ (ক্যাপটিভ পাওয়ার প্লান্ট), নিশ্চিন্তপুর, মৌচাক, কালিয়াকৈর, গাজীপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ক্যাপটিভ পাওয়ার প্লান্টের মাধ্যমে ৫.৯৯ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি চেকলিস্ট, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে গাজীপুর জেলা অফিস কর্তৃক নিম্ন বর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় ঃ

ক) এ ছাড়পত্র কেবলমাত্র ক্যাপটিভ পাওয়ার প্লান্টের মাধ্যমে ৫.৯৯ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য প্রযোজ্য। প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।

খ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র হতে গ্যাসীয় পদার্থের নিঃসরণ (SO_x, NO_x, CO ইত্যাদি) এবং বস্তুকণার (Particulate Matters) নির্গমন পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। যে কোন সময় তাৎক্ষণিক সংগৃহীত নমুনায় এই মানমাত্রা অতিক্রম হতে পারবেনা । কোন সময় দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অকার্যকর হলে সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট ইউনিট বন্ধ করতে হবে। দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সংস্কার করে বিধিবদ্ধ মানমাত্রা নিশ্চিতকরণ সাপেক্ষে বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যাবে।

গ) এ ছাড়পত্র জারীর তিন মাসের মধ্যে বিদ্যুৎ কেন্দ্রের Down wind direction এবং যেসব জায়গায় Ground level Concentration সবচেয়ে বেশী বলে অনুমিত হয় সেসব জায়গার পরিবেষ্টক বায়ুর গুণগতমান (SO_x, NO_x & CO) এবং শব্দের গুনগতমান পরীক্ষাপূর্বক অত্র দপ্তরে দাখিল করতে হবে। বিশ্লেষিত ফলাফল পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লেখিত মানমাত্রার বর্হিভূত হলে এ ছাড়পত্র বাতিল বলে গন্য হবে।

ঘ) কুলিং ওয়াটার পুনঃব্যবহারের জন্য স্থাপিত সকল ব্যবস্থাদি যথাযথভাবে কার্যক্ষম রাখতে হবে।

ঙ) বায়বীয় বর্জ্য নির্গমনের জন্য স্থাপিত Exhaust চিমনীসমূহ সার্বক্ষণিক কার্যক্ষম রাখতে হবে।

চ) Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেনা।

ছ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র সৃষ্ট Residual Filtrate অথবা তৈল মিশ্রিত বর্জ্য কোন জলাশয়ে ফেলা যাবে না।
জ) ইএমপি ফরমেটে উল্লেখিত সকল মিটিগেশন মেজার্স সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।
ঝ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র চত্তরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
ঞ) Down wind direction এবং যেসব জায়গায় Ground level Concentration সবচেয়ে বেশী বলে অনুমিত হয় সেসব জায়গার পরিবেষ্টক বায়ুর গুণগতমান (SO_x, NO_x & CO) নিয়মিত মনিটর করতে হবে এবং মনিটরিং ফলাফল প্রতি তিন মাস অন্তর পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।
ট) কারখানার পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য প্রশিক্ষিত জনবল রাখতে হবে। কারখানার/প্রতিষ্ঠানের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সংক্ষেপ রির্পোট-আকারে পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।
ঠ) পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে। শ্রমিকদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হবে এবং এতদসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।
ড) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।
ঢ) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
ণ) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিল্লিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

৪৯. শোর টু শোর বাংলাদেশ লিঃ (জেনারেটর), ২৭৪ তেজগাঁও শি/এ, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ জেনারেটরের মাধ্যমে ৫৮০ কেভিএ বিদ্যুৎ উৎপাদন)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি চেকলিস্ট, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট মহানগর দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে ঢাকা মহানগর অফিস কর্তৃক নিম্ন বর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় ঃ

ক) এ ছাড়পত্র কেবলমাত্র জেনারেটরের মাধ্যমে ৫৮০ কেভিএ বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য প্রযোজ্য। প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
খ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র হতে গ্যাসীয় পদার্থের নিঃসরণ (SO_x, NO_x, CO ইত্যাদি) এবং বস্তুকণার (Particulate Matters) নির্গমন পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। যে কোন সময় তাৎক্ষণিক সংগৃহীত নমুনায় এই মানমাত্রা অতিক্রম হতে পারবেনা। কোন সময় দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অকার্যকর হলে সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট ইউনিট বন্ধ করতে হবে। দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সংস্কার করে বিধিবদ্ধ মানমাত্রা নিশ্চিতকরণ সাপেক্ষে বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যাবে।
গ) এ ছাড়পত্র জারীর তিন মাসের মধ্যে বিদ্যুৎ কেন্দ্রের Down wind direction এবং যেসব জায়গায় Ground level Concentration সবচেয়ে বেশী বলে অনুমিত হয় সেসব জায়গার পরিবেষ্টক বায়ুর গুণগতমান (SO_x, NO_x & CO) এবং শব্দের গুনগতমান পরীক্ষাপূর্বক অত্র দপ্তরে দাখিল করতে হবে। বিশ্লেষিত ফলাফল পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লেখিত মানমাত্রার বর্হিভূত হলে এ ছাড়পত্র বাতিল বলে গন্য হবে।
ঘ) কুলিং ওয়াটার পুনঃব্যবহারের জন্য স্থাপিত সকল ব্যবস্থাদি যথাযথভাবে কার্যক্ষম রাখতে হবে।
ঙ) বায়বীয় বর্জ্য নির্গমনের জন্য স্থাপিত Exhaust চিমনীসমূহ সার্বক্ষণিক কার্যক্ষম রাখতে হবে।
চ) Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেনা।
ছ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র সৃষ্ট Residual Filtrate অথবা তৈল মিশ্রিত বর্জ্য কোন জলাশয়ে ফেলা যাবে না।
জ) ইএমপি ফরমেটে উল্লেখিত সকল মিটিগেশন মেজার্স সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।
ঝ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র চত্তরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
ঞ) Down wind direction এবং যেসব জায়গায় Ground level Concentration সবচেয়ে বেশী বলে অনুমিত হয় সেসব জায়গার পরিবেষ্টক বায়ুর গুণগতমান (SO_x, NO_x & CO) নিয়মিত মনিটর করতে হবে এবং মনিটরিং ফলাফল প্রতি তিন মাস অন্তর পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।
ট) কারখানার পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য প্রশিক্ষিত জনবল রাখতে হবে। কারখানার/প্রতিষ্ঠানের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সংক্ষেপ রির্পোট-আকারে পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।
ঠ) পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে। শ্রমিকদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হবে এবং এতদসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।

ড) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।

ঢ) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।

ণ) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিল্লিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

৫০. র‍্যাংগস ফার্মাসিউটিক্যালস লিঃ (জেনারেটর), ২২৬, তেজগাঁও শি/এ, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ জেনারেটরের মাধ্যমে ৬৫০ কেভিএ বিদ্যুৎ উৎপাদন)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি চেকলিস্ট, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট মহানগর দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে ঢাকা মহানগর অফিস কর্তৃক নিম্ন বর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় ঃ

ক) এ ছাড়পত্র কেবলমাত্র জেনারেটরের মাধ্যমে ৬৫০ কেভিএ বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য প্রযোজ্য। প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।

খ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র হতে গ্যাসীয় পদার্থের নিঃসরণ (SO_x, NO_x, CO ইত্যাদি) এবং বস্তুকণার (Particulate Matters) নির্গমন পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। যে কোন সময় তাৎক্ষণিক সংগৃহীত নমুনায় এই মানমাত্রা অতিক্রম হতে পারবেনা । কোন সময় দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অকার্যকর হলে সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট ইউনিট বন্ধ করতে হবে। দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সংস্কার করে বিধিবদ্ধ মানমাত্রা নিশ্চিতকরণ সাপেক্ষে বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যাবে।

গ) এ ছাড়পত্র জারীর তিন মাসের মধ্যে বিদ্যুৎ কেন্দ্রের Down wind direction এবং যেসব জায়গায় Ground level Concentration সবচেয়ে বেশী বলে অনুমিত হয় সেসব জায়গার পরিবেষ্টক বায়ুর গুণগতমান (SO_x, NO_x & CO) এবং শব্দের গুনগতমান পরীক্ষাপূর্বক অত্র দপ্তরে দাখিল করতে হবে। বিশ্লেষিত ফলাফল পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লেখিত মানমাত্রার বর্হিভূত হলে এ ছাড়পত্র বাতিল বলে গন্য হবে।

ঘ) কুলিং ওয়াটার পুনঃব্যবহারের জন্য স্থাপিত সকল ব্যবস্থাদি যথাযথভাবে কার্যক্ষম রাখতে হবে।

ঙ) বায়বীয় বর্জ্য নির্গমনের জন্য স্থাপিত Exhaust চিমনীসমূহ সার্বক্ষণিক কার্যক্ষম রাখতে হবে।

চ) Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেনা।

ছ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র সৃষ্ট Residual Filtrate অথবা তৈল মিশ্রিত বর্জ্য কোন জলাশয়ে ফেলা যাবে না।

জ) ইএমপি ফরমেটে উল্লেখিত সকল মিটিগেশন মেজার্স সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।

ঝ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র চত্তরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।

ঞ) Down wind direction এবং যেসব জায়গায় Ground level Concentration সবচেয়ে বেশী বলে অনুমিত হয় সেসব জায়গার পরিবেষ্টক বায়ুর গুণগতমান (SO_x, NO_x & CO) নিয়মিত মনিটর করতে হবে এবং মনিটরিং ফলাফল প্রতি তিন মাস অন্তর পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।

ট) কারখানার পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য প্রশিক্ষিত জনবল রাখতে হবে। কারখানার/প্রতিষ্ঠানের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সংক্ষেপ রির্পোট-আকারে পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।

ঠ) পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে। শ্রমিকদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হবে এবং এতদসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।

ড) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।

ঢ) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।

ণ) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিল্লিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

৫১. বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের জন্য নব নির্মিত ১৫-তলা বিশিষ্ট ০৮ টি বহুতল ভবন কমপ্লেক্স, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ১৫-তলা বিশিষ্ট ০৮ টি বহুতল ভবন কমপ্লেক্স নির্মাণ) ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট মহানগর দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে ঢাকা মহানগর অফিস কর্তৃক নিম্ন বর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় ঃ

ক) এ ছাড়পত্র বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের জন্য ১৫-তলা বিশিষ্ট ০৮ টি বহুতল ভবন কমপ্লেক্স নির্মাণ প্রকল্পের জন্য প্রযোজ্য। প্রকল্পের জায়গা সম্প্রসারণ বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।

খ) ইএমপি প্রতিবেদনে বর্ণিত তরল ও বায়বীয় বর্জ্য নিয়ন্ত্রন, গ্রীন বিল্ডিং কনসেপ্টসহ অন্যান্যের মধ্যে Sewage Treatment Plant (STP), Fire Escape, Solid Waste ব্যবস্থাপনা বজায় রাখতে হবে।

গ) সম্মুখস্থ রাস্তার সর্বনিম্ন প্রশস্ততা, ইমারত নির্মাণ বিধিমালা ১৯৯৬ এর বিধি-১২ এবং বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের অনাপত্তিপত্রে বর্ণিত ভবনের উচ্চতা সম্পর্কিত নির্দেশনা মেনে চলতে হবে। এক্ষেত্রে রাজউক /অনুমোদনকারী সংস্থার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

ঘ) রাজউক/অনুমোদনকারী সংস্থা-র নীতিমালা/আইন, মহানগর পরিবেশ বিষয়ক সমন্বিত নীতিমালা এবং ইমারত নির্মাণ বিধিমালা, ২০০৮ অনুসরণে ভবনের চতুর্দিকে খোলা জায়গা রাখতে হবে এবং Floor Area Ratio (FAR) ও যথাযথ পার্কিং ফ্যাসিলিটি বজায় রাখতে হবে।

ঙ) ভবনের সম্মুখস্থ/চতুপার্শ্বস্থ খোলা জায়গা কোন অবস্থাতেই পাকা করা যাবে না। সম্মুখস্থ এবং অপর তিনপার্শ্বস্থ খোলা জায়গায় উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ, বনজ ও ঔষধি গাছ রাখতে হবে।

চ) ভবনে গাড়ী প্রবেশ ও বহির্গমণের জন্য প্রযোজ্য ক্ষেত্রে দু'টি আলাদা গেট ও যথাযথ স্লোপ বিশিষ্ট Ramp সহ নিজস্ব জায়গায় পার্কিং-বে রাখতে হবে। বিল্ডিং-এর প্লানে প্রবেশ পথ, বহির্গমণ পথ ও পার্কিং-বে প্রদর্শিত থাকতে হবে।

ছ) ভবনের সম্মূখে যাতে যানজটের সৃষ্টি না হয় সে লক্ষ্যে নিজস্ব লোকবল রাখতে হবে।

জ) ভবনে সৃষ্ট কঠিন বর্জ্যের জন্য Environmentally Sound Disposal এর ব্যবস্থা রাখতে হবে।

ঝ) Good House keeping ব্যবস্থা বজায় রাখতে হবে।

ঞ) অগ্নি-দুর্ঘটনা নিয়ন্ত্রণকল্পে যথোপযুক্ত অগ্নি নির্বাপক ব্যবস্থা বজায় রাখতে হবে।

ট) উপযুক্ত শব্দ ও বায়ূ দূষণ নিয়ন্ত্রন সাপেক্ষে ডিজেল/গ্যাসভিত্তিক জেনারেটর ব্যবহার করতে হবে।

ঠ) ভবনে পৃথকভাবে জেনারেটর রুম, ওয়াটার ট্যাংক, Garbage Chute, Waste collection bin, Sewage Treatment Plant (STP), Fire Escape ইত্যাদি বজায় করতে হবে।

ড) বহুতল ভবনসমূহে Bangladesh National Building Code (BNBC), 1993 এবং Green Concept সমূহ যথাযথভাবে বজায় রাখতে হবে।

ঢ) প্রস্তাবিত ভবনে সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যে সোলার প্যানেল-এর ব্যবস্থা রাখতে হবে।

ণ) বহুতল ভবনে সৃষ্ট শব্দ নিয়ন্ত্রণের জন্য যথাযথ ব্যবস্থাদি সর্বদা কার্যক্ষম রাখতে হবে এবং শব্দের মানমাত্রা পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা ১৯৯৭ এর মধ্যে থাকতে হবে।

দ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।

ধ) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিল্লিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

খ) সুপারিশকৃত শিল্প/প্রকল্পসমূহ ঃ পরিবেশগত ছাড়পত্র নবায়ন

১. পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলার ধানখালী ইউনিয়নের পায়রা ১৩২০ মে.ওয়াট থার্মাল পাওয়ার প্লান্ট নির্মাণ প্রকল্প, নর্থওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি লিঃ, বিদ্যুৎ ভবন (লেভেল-১৪), ১ আব্দুল গণি রোড, ঢাকা-১০০০ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ১৩২০ মেগাওয়াট পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদন) ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, Compliance Monitoring Report এবং বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে সদর দপ্তর থেকে গত ০৮/১০/২০১৫ তারিখে পরিবেশ অধিদপ্তর/ছাড়পত্র/৫৩১০/২০১৪/৪৮৫ সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে জারীকৃত ইআইএ অনুমোদনপত্রে প্রদত্ত শর্তসমূহ বহাল রেখে পরবর্তী মেয়াদের জন্য নবায়নের সুপারিশ গৃহীত হয়।

গ) **সুপারিশকৃত শিল্প/প্রকল্পসমূহ ঃ ইআইএ অনুমোদন**

১. **নারায়ণগঞ্জ জেলার নারায়নগঞ্জ বন্দর ও সোনারগাঁ উপজেলায় নারায়ণগঞ্জ অর্থনৈতিক অঞ্চল, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেজা), সাপোর্ট টু ক্যাপাসিটি বিল্ডিং আব বাংলাদেশ ইকোনমিক জোনস্ অথরিটি প্রকল্প, বিডিবিএল ভবন, (লেভেল-১৫), ১২ কারওয়ান বাজার, ঢাকা** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠা) ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন এবং আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পটির অনুকূলে সদর দপ্তর হতে উপযুক্ত শর্ত আরোপ করে ইআইএ প্রতিবেদন নীতিগতভাবে অনুমোদনের সুপারিশ গৃহীত হয়।

২. **Environmental Clearance for Three large bridges over a) Little Jamuna river in Birampur Upzilla of Dinajpur district, b) Dharla river in Patgram upzilla of Lalmonirhat district and c) Dhaeshwari tributary in Sadar upzilla of Tangail district respectively, under NOBIDEP Project, Local Government Engineering Department, Northern Bangladesh Integrated Development Project, Agargaon, Sher-e-Bangla Nagar, LGED Bhaban (Level-12), Dhaka-1207** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ সেতু নির্মাণ) ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র এবং ইআইএ প্রতিবেদন সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পটির অনুকূলে সদর দপ্তর হতে উপযুক্ত শর্ত আরোপ করে ইআইএ প্রতিবেদন নীতিগতভাবে অনুমোদনের সুপারিশ গৃহীত হয়।

৩. **সাবরাং ট্যুরিজম বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল, ইউনিয়ন-সাবরাং, উপজেলা-টেকনাফ, জেলা- কক্সবাজার; বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেজা), অফিস: বিডিবিএল ভবন লেভেল-১৫, ১২, কারওয়ানবাজার, ঢাকা** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ট্যুরিজম পার্ক প্রতিষ্ঠা) ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, সংশোধিত ইআইএ প্রতিবেদন, সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কার্যালয়ের মতামত এবং পরিবেশগত ছাড়পত্র বিষয়ক কমিটির ৪০১তম সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আলোচ্য প্রকল্প এলাকা কক্সবাজার জেলার টেকনাফ উপজেলার শেষ প্রান্তে অবস্থিত এবং এটি নির্মাণাধীন কক্সবাজার-টেকনাফ মেরিণ ড্রাইভ সড়কের শেষ প্রান্ত থেকে অনেক দূরে অবস্থিত। আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় শুধুমাত্র পর্যটন সংক্রান্ত বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ে তোলা হবে। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পটির অনুকূলে সদর দপ্তর হতে পরিবেশ ও প্রতিবেশ সংরক্ষণের জন্য উপযুক্ত শর্ত আরোপসহ বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য শর্তে ইআইএ প্রতিবেদন নীতিগতভাবে অনুমোদনের সুপারিশ গৃহীত হয়।

৪. **আম্বার পাল্প এন্ড পেপার মিলস (সম্প্রসারিত ইউনিট), আঁটি, সিদ্ধিরগঞ্জ, নারায়নগঞ্জ** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ পেপার তৈরী)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন, জিরো ডিসচার্জ প্ল্যান, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলাচনার পর আলোচ্য কারখানার অনুকূলে নারায়নগঞ্জ জেলা অফিস কর্তৃক নিম্ন বর্ণিত বিশেষ শর্তে জিরো ডিসচার্জ প্ল্যান ও ইআইএ প্রতিবেদন নীতিগতভাবে অনুমোদনের সুপারিশ গৃহীত হয় ঃ

ক) ইআইএ অনুমোদনের প্রেক্ষিতে আমদানীতব্য যন্ত্রপাতির জন্য L/C খুলতে পারবে, যাতে সকল দূষণ নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি অর্ন্তভূক্ত থাকবে।

খ) ইআইএ প্রতিবেদনে উল্লেখিত সকল মিটিগেশন মেজারস বাস্তবায়ন সম্পন্ন করে পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করতে হবে।

গ) নিজস্ব লোকবল ও ইকুইপমেন্ট-এর সমন্বয়ে ইন-হাউজ এনভায়রনমেন্টাল মনিটরিং সিস্টেম গড়ে তোলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপনা গড়ে তুলতে হবে।

ঘ) প্রকল্পের পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য পরিবেশ বিষয়ে ডিগ্রীধারী প্রশিক্ষিত জনবল নিয়োগ করতে হবে।

ঙ) প্রকল্প চত্তরের সীমানাসহ ন্যূনতম ৩৩% জায়গায় অধিক পত্রবিশিষ্ট উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।

চ) প্রকল্পের যন্ত্রপাতি স্থাপনের লক্ষ্যে গ্যাস ও বিদ্যুৎ সংযোগ করা যাবে।

ছ) দাখিলকৃত জিরো ডিসচার্জ প্লানে উল্লেখিত সময়সীমার মধ্যে কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়ন করতে হবে এবং জিরো ডিসচার্জ প্লানে যে কোন ধরনের পরিবর্তনের ক্ষেত্রে পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি প্রয়োজন হবে।

জ) সরকার অনুমোদিত 3R (Reduce, Reuse & Recycle) নীতি ও সকল প্রকার Resource Conservation Plan বাস্তবায়ন করতে হবে।

ঝ) এই ইআইএ অনুমোদন ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারন করে না ।

ঞ) পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণ ব্যতিরেকে প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু করা যাবে না ।

৫. **সুপারটেক্স ডিজাইনস লিমিটেড, প্লট নং-৪০৯/১, চান্দনা, জয়দেবপুর, গাজীপুর** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ জিন্স, আরএমজি প্রস্তুত)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন, জিরো ডিসচার্জ প্ল্যান, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলাচনার পর আলোচ্য কারখানার অনুকূলে গাজীপুর জেলা অফিস কর্তৃক নিম্ন বর্ণিত বিশেষ শর্তে জিরো ডিসচার্জ প্ল্যান ও ইআইএ প্রতিবেদন নীতিগতভাবে অনুমোদনের সুপারিশ গৃহীত হয় ঃ

ক) ইআইএ অনুমোদনের প্রেক্ষিতে আমদানীতব্য যন্ত্রপাতির জন্য L/C খুলতে পারবে, যাতে সকল দূষণ নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি অর্ন্তভূক্ত থাকবে।

খ) ইআইএ প্রতিবেদনে উল্লেখিত সকল মিটিগেশন মেজারস বাস্তবায়ন সম্পন্ন করে পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করতে হবে।

গ) নিজস্ব লোকবল ও ইকুইপমেন্ট-এর সমন্বয়ে ইন-হাউজ এনভায়রনমেন্টাল মনিটরিং সিস্টেম গড়ে তোলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপনা গড়ে তুলতে হবে।

ঘ) প্রকল্পের পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য পরিবেশ বিষয়ে ডিগ্রীধারী প্রশিক্ষিত জনবল নিয়োগ করতে হবে।

ঙ) প্রকল্প চত্বরের সীমানাসহ ন্যূনতম ৩৩% জায়গায় অধিক পত্রবিশিষ্ট উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।

চ) প্রকল্পের যন্ত্রপাতি স্থাপনের লক্ষ্যে গ্যাস ও বিদ্যুৎ সংযোগ করা যাবে।

ছ) দাখিলকৃত জিরো ডিসচার্জ প্লানে উল্লেখিত সময়সীমার মধ্যে কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়ন করতে হবে এবং জিরো ডিসচার্জ প্লানে যে কোন ধরনের পরিবর্তনের ক্ষেত্রে পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি প্রয়োজন হবে।

জ) সরকার অনুমোদিত 3R (Reduce, Reuse & Recycle) নীতি ও সকল প্রকার Resource Conservation Plan বাস্তবায়ন করতে হবে।

ঝ) এই ইআইএ অনুমোদন ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারন করে না ।

ঞ) পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণ ব্যতিরেকে প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু করা যাবে না ।

৬. **এ কে খান কন্টেইনার টার্মিনাল, ডাঙ্গা, পলাশ, নরসিংদী** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ইনল্যান্ড কন্টেইনার টার্মিনাল (ICT)নির্মাণ)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে নরসিংদী জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তে ইআইএ প্রতিবেদন নীতিগতভাবে অনুমোদনের সুপারিশ গৃহীত হয় ঃ

ক) ইআইএ অনুমোদনের প্রেক্ষিতে আমদানীতব্য যন্ত্রপাতির জন্য L/C খুলতে পারবে, যাতে দূষণ নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি অর্ন্তভূক্ত থাকবে।

খ) ইআইএ প্রতিবেদনে উল্লেখিত সকল মিটিগেশন মেজারস বাস্তবায়ন সম্পন্ন করে পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করতে হবে।

গ) নিজস্ব লোকবল ও ইকুইপমেন্ট-এর সমন্বয়ে ইন-হাউজ এনভায়রনমেন্টাল মনিটরিং সিস্টেম গড়ে তোলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপনা গড়ে তুলতে হবে।

ঘ) প্রকল্পের পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য পরিবেশ বিষয়ে ডিগ্রীধারী প্রশিক্ষিত জনবল নিয়োগ করতে হবে।

ঙ) প্রকল্পের যন্ত্রপাতি স্থাপনের লক্ষ্যে বিদ্যুৎ সংযোগ করা যাবে।

চ) সরকার অনুমোদিত 3R (Reduce, Reuse & Recycle) নীতি ও সকল প্রকার Resource Conservation Plan বাস্তবায়ন করতে হবে।

ছ) বিআইডবি- উটিএ ও বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত লাইসেন্স/অনাপত্তিপত্রের শর্ত অনুসারে মুক্তারপুর ব্রীজ থেকে জেটির ন্যূনতম দূরত্ব বজায় রাখতে হবে।

জ) এই ইআইএ অনুমোদন ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারন করে না ।

ঝ) পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণ ব্যতিরেকে প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু করা যাবে না ।

৭. **এইচ এম সি এল নিলয় বাংলাদেশ লিঃ, পদ্মবিলা, শাখারীগাতী, সদর, যশোর** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ মটর সাইকেল উৎপাদন)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে যশোর জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তে ইআইএ প্রতিবেদন নীতিগতভাবে অনুমোদনের সুপারিশ গৃহীত হয় ঃ

ক) ইআইএ অনুমোদনের প্রেক্ষিতে আমদানীতব্য যন্ত্রপাতির জন্য L/C খুলতে পারবে, যাতে সকল দূষণ নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি অর্ন্তভূক্ত থাকবে।

খ) ইআইএ প্রতিবেদনে উল্লেখিত সকল মিটিগেশন মেজারস বাস্তবায়ন সম্পন্ন করে পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করতে হবে।

গ) নিজস্ব লোকবল ও ইকুইপমেন্ট-এর সমন্বয়ে ইন-হাউজ এনভায়রনমেন্টাল মনিটরিং সিস্টেম গড়ে তোলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপনা গড়ে তুলতে হবে।

ঘ) প্রকল্পের পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য পরিবেশ বিষয়ে ডিগ্রীধারী প্রশিক্ষিত জনবল নিয়োগ করতে হবে।

ঙ) প্রকল্প চত্বরের সীমানাসহ ন্যূনতম ৩৩% জায়গায় অধিক পত্রবিশিষ্ট উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।

চ) প্রকল্পের যন্ত্রপাতি স্থাপনের লক্ষ্যে গ্যাস ও বিদ্যুৎ সংযোগ করা যাবে।

ছ) সরকার অনুমোদিত 3R (Reduce, Reuse & Recycle) নীতি ও সকল প্রকার Resource Conservation Plan বাস্তবায়ন করতে হবে।

জ) এই ইআইএ অনুমোদন ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারন করে না ।

ঝ) পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণ ব্যতিরেকে প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু করা যাবে না ।

৮. **গেলি ইন্ডাস্ট্রিয়াল কোম্পানি লিঃ, কেওয়া পূর্ব খন্ড, ওয়ার্ড নং-০৫, শ্রীপুর, গাজীপুর** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ সোলার ও ড্রাইসেল ব্যাটারী প্রস্তুত)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন, জিরো ডিসচার্জ প্ল্যান, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলাচনার পর আলোচ্য কারখানার অনুকূলে গাজীপুর জেলা অফিস কর্তৃক নিম্ন বর্ণিত বিশেষ শর্তে জিরো ডিসচার্জ প্ল্যানসহ ইআইএ প্রতিবেদন নীতিগতভাবে অনুমোদনের সুপারিশ গৃহীত হয় ঃ

ক) ইআইএ অনুমোদনের প্রেক্ষিতে আমদানীতব্য যন্ত্রপাতির জন্য L/C খুলতে পারবে, যাতে সকল দূষণ নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি অর্ন্তভূক্ত থাকবে।

খ) ইআইএ প্রতিবেদনে উল্লেখিত সকল মিটিগেশন মেজারস বাস্তবায়ন সম্পন্ন করে পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করতে হবে।

গ) নিজস্ব লোকবল ও ইকুইপমেন্ট-এর সমন্বয়ে ইন-হাউজ এনভায়রনমেন্টাল মনিটরিং সিস্টেম গড়ে তোলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপনা গড়ে তুলতে হবে ।

ঘ) প্রকল্পের পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য পরিবেশ বিষয়ে ডিগ্রীধারী প্রশিক্ষিত জনবল নিয়োগ করতে হবে।

ঙ) প্রকল্প চত্বরের সীমানাসহ ন্যূনতম ৩৩% জায়গায় অধিক পত্রবিশিষ্ট উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।

চ) প্রকল্পের যন্ত্রপাতি স্থাপনের লক্ষ্যে গ্যাস ও বিদ্যুৎ সংযোগ করা যাবে।

ছ) দাখিলকৃত জিরো ডিসচার্জ প্লানে উল্লেখিত সময়সীমার মধ্যে কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়ন করতে হবে এবং জিরো ডিসচার্জ প্লানে যে কোন ধরনের পরিবর্তনের ক্ষেত্রে পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি প্রয়োজন হবে।

জ) সরকার অনুমোদিত 3R (Reduce, Reuse & Recycle) নীতি ও সকল প্রকার Resource Conservation Plan বাস্তবায়ন করতে হবে।

ঝ) এই ইআইএ অনুমোদন ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারন করে না ।

ঞ) পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণ ব্যতিরেকে প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু করা যাবে না ।

৯. **নূর চেকস এন্ড স্ট্রাইপস লিমিটেড (ইউনিট-২), ৫ নং ডগরী, বি.কে বাড়ী, রাজেন্দ্রপুর, গাজীপুর** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ উইভিং ও ডাইং)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন, জিরো ডিসচার্জ প্ল্যান, পরিদর্শন প্রতিবেদন, প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলাচনার পর আলোচ্য কারখানার অনুকূলে গাজীপুর জেলা অফিস কর্তৃক নিম্ন বর্ণিত বিশেষ শর্তে জিরো ডিসচার্জ প্ল্যানসহ ইআইএ প্রতিবেদন নীতিগতভাবে অনুমোদনের সুপারিশ গৃহীত হয় ঃ

ক) ইআইএ অনুমোদনের প্রেক্ষিতে আমদানীতব্য যন্ত্রপাতির জন্য L/C খুলতে পারবে, যাতে সকল দূষণ নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি অর্ন্তভূক্ত থাকবে।

খ) ইআইএ প্রতিবেদনে উল্লেখিত সকল মিটিগেশন মেজারস বাস্তবায়ন সম্পন্ন করে পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করতে হবে।

গ) নিজস্ব লোকবল ও ইকুইপমেন্ট-এর সমন্বয়ে ইন-হাউজ এনভায়রনমেন্টাল মনিটরিং সিস্টেম গড়ে তোলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপনা গড়ে তুলতে হবে ।

ঘ) প্রকল্পের পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য পরিবেশ বিষয়ে ডিগ্রীধারী প্রশিক্ষিত জনবল নিয়োগ করতে হবে।

ঙ) প্রকল্প চত্বরের সীমানাসহ ন্যূনতম ৩৩% জায়গায় অধিক পত্রবিশিষ্ট উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।

চ) প্রকল্পের যন্ত্রপাতি স্থাপনের লক্ষ্যে গ্যাস ও বিদ্যুৎ সংযোগ করা যাবে।

ছ) দাখিলকৃত জিরো ডিসচার্জ প্লানে উল্লেখিত সময়সীমার মধ্যে কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়ন করতে হবে এবং জিরো ডিসচার্জ প্লানে যে কোন ধরনের পরিবর্তনের ক্ষেত্রে পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি প্রয়োজন হবে।

জ) সরকার অনুমোদিত 3R (Reduce, Reuse & Recycle) নীতি ও সকল প্রকার Resource Conservation Plan বাস্তবায়ন করতে হবে।

ঝ) এই ইআইএ অনুমোদন ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারন করে না ।

ঞ) পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণ ব্যতিরেকে প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু করা যাবে না ।

১০. ঢাকা ভিলেজ (ফেইজ-২), এস.এম আবাসন লিঃ, মৌজাঃ জাঙ্গীর, মুশুরীগ্রাম, বিংরাব ও গুতিয়াব, থানাঃ রূপগঞ্জ, নারায়নগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ১৫৫.৭৭ একর জমির ল্যান্ড ডেভেলপমেন্ট ও আবাসন)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদনে উল্লেখিত প্রস্তাবিত অবস্থান, জমির মালিকানা সংক্রান্ত কাগজপত্র এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে নারায়নগঞ্জ জেলার রূপগঞ্জ থানার জাঙ্গীর, মুশুরীগ্রাম, বিংরাব ও গুতিয়াব মৌজায় অবস্থিত মোট ১৫৫.৭৭ একর জমির ল্যান্ড ডেভেলপমেন্ট ও আবাসন কার্যক্রমের জন্য নারায়নগঞ্জ জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে ইআইএ প্রতিবেদন নীতিগতভাবে অনুমোদনের সুপারিশ গৃহীত হয় ঃ

ক) ১৫৫.৭৭ একর জায়গায় এস.এম আবাসন লিঃ কর্তৃপক্ষের ঢাকা ভিলেজ (ফেইজ-২) নামক আবাসন প্রকল্পের জন্য দাখিলকৃত ইআইএ অনুমোদনের প্রেক্ষিতে অবকাঠামোগত উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করা যাবে।

খ) অবকাঠামোগত উন্নয়নের আওতায় অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে ইআইএ প্রতিবেদনে বর্ণিত সকল মিটিগেশন মেজার্স যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে।

গ) প্রকল্পের জায়গা সম্প্রসারণ এবং তৎসংশ্লিষ্ট লে-আউট প্ল্যানের কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।

ঘ) বেসরকারী আবাসিক প্রকল্পের ভূমি উন্নয়ন বিধিমালা, ২০০৪ (সংশোধিত ২০১২) অনুসরণে দাখিলকৃত লে আউট প্লান মোতাবেক খেলার মাঠ, পার্ক, রাস্তাঘাট, পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন, সবুজায়ন, পয়ঃবর্জ্য পরিশোধনাগার, গৃহস্থালী বর্জ্য collection site উন্নয়ন ইত্যাদি সার্বিক সুবিধাসমূহ বাস্তবায়ন করতে হবে। এছাড়া, বেসরকারী আবাসিক প্রকল্পের ভূমি উন্নয়ন বিধিমালা, ২০০৪ (সংশোধিত ২০১২) অনুযায়ী অন্যান্য ইউলিটিজ সার্ভিসসমূহ প্রকল্পের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

ঙ) যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ব্যতিত প্রকল্পের জায়গার ভিতরে বিদ্যমান ক্রয়কৃত জমি ব্যতীত অন্য কোন জমিতে কোন প্রকার উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ করা যাবেনা ।

চ) Public Road network এ যানজট পরিহারের জন্য প্রস্তাবিত প্রকল্পের জন্য নিজস্ব উদ্যোগে ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করতে হবে।

ছ) প্রকল্প উন্নয়নের সময় প্রকল্পের চারিদিকে অস্থায়ী প্রাচীর সৃষ্টি করতে হবে যা Sound barrier হিসেবে কাজ করবে।

জ) এ প্রকল্পের কর্মকান্ডের মাধ্যমে প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্ট নর্দমা, খাল ও নদীর স্বাভাবিক প্রবাহ কোন অবস্থাতেই বিঘ্ন করা যাবে না এবং কোন প্রকার জলাভূমি ভরাট করা যাবে না। বিশেষতঃ প্রকল্পের উন্নয়ন কার্যক্রম চলাকালীন কোনভাবেই যেন প্রকল্প সংলগ্ন খাল ভরাট করা না হয় অথবা খালের স্বাভাবিক পানিপ্রবাহ বাঁধাগ্রস্থ না হয় ।

ঝ) আলোচ্য প্রকল্পে Rain Water Hervestig এবং পানি রিসাইক্লিং-এর ব্যবস্থা রাখতে হবে।

ঞ) আলোচ্য প্রকল্পের সার্বিক পরিবেশ ব্যবস্থাপনায় বিধিবদ্ধ মানমাত্রার জেনারেটর ব্যবহার, প্রতিটি প-টের সম্মুখস্থ রাস্তার প্রশস্থতা, অনুমোদিত নক্সা অনুযায়ী গাড়ী পাকিং এর ব্যবস্থা, অগ্নি-দুর্ঘটনা নিয়ন্ত্রণকল্পে যথোপযুক্ত ব্যবস্থার সুবিধাদি রাখতে হবে।

ট) দাখিলকৃত প্রকল্পের লে-আউট প্ল্যান অত্র অধিদপ্তরের পূর্ব অনুমোদন ব্যতিরেকে কোন প্রকার পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করা যাবে না।

ঠ) ইআইএ প্রতিবেদনে উল্লেখিত Sewage Treatment Plant (STP) সহ সকল মিটিগেশন মেজার্স বাস্তবায়ন সম্পন্ন করে পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করতে হবে।

ড) এই ইআইএ অনুমোদন ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারন করে না ।

ঢ) পরিবেশগত ছাড়পত্র ব্যতিরেকে প্রকল্প চালু করা যাবে না ।

১১. ১০০ কিলোওয়াট পিক সোলার মিনি গ্রীড প্রজেক্ট , গ্রীন হাউজিং এন্ড এনার্জি লিমিটেড, চর কাজল, গলাচিপা, পটুয়াখালী (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ১০০ কিলোওয়াট সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদন)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে বরিশাল বিভাগীয় অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তে ইআইএ প্রতিবেদন নীতিগতভাবে অনুমোদনের সুপারিশ গৃহীত হয় ঃ

ক) ইআইএ অনুমোদনের প্রেক্ষিতে আমদানীতব্য যন্ত্রপাতির জন্য L/C খুলতে পারবে, যাতে সকল দূষণ নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি অর্ন্তভূক্ত থাকবে।

খ) ইআইএ প্রতিবেদনে উল্লেখিত সকল মিটিগেশন মেজারস বাস্তবায়ন সম্পন্ন করে পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করতে হবে।
গ) নিজস্ব লোকবল ও ইকুইপমেন্ট-এর সমন্বয়ে ইন-হাউজ এনভায়রনমেন্টাল মনিটরিং সিস্টেম গড়ে তোলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপনা গড়ে তুলতে হবে।
ঘ) প্রকল্পের পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য পরিবেশ বিষয়ে ডিগ্রীধারী প্রশিক্ষিত জনবল নিয়োগ করতে হবে।
ঙ) প্রকল্প চত্বরের সীমানাসহ ন্যূনতম ৩৩% জায়গায় অধিক পত্রবিশিষ্ট উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
চ) প্রকল্পের যন্ত্রপাতি স্থাপনের লক্ষ্যে গ্যাস ও বিদ্যুৎ সংযোগ করা যাবে।
ছ) সরকার অনুমোদিত 3R (Reduce, Reuse & Recycle) নীতি ও সকল প্রকার Resource Conservation Plan বাস্তবায়ন করতে হবে।
জ) এই ইআইএ অনুমোদন ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারন করে না ।
ঝ) পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণ ব্যতিরেকে প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু করা যাবে না ।

১২. ১০০ কিলোওয়াট পিক সোলার মিনি গ্রীড প্রজেক্ট, গ্রীন হাউজিং এন্ড এনার্জি লিমিটেড, উত্তর চরবিশ্বাস, গলাচিপা, পটুয়াখালী (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ১০০ কিলোওয়াট সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদন)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে বরিশাল বিভাগীয় অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তে ইআইএ প্রতিবেদন নীতিগতভাবে অনুমোদনের সুপারিশ গৃহীত হয় ঃ

ক) ইআইএ অনুমোদনের প্রেক্ষিতে আমদানীতব্য যন্ত্রপাতির জন্য L/C খুলতে পারবে, যাতে সকল দূষণ নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি অর্ন্তভূক্ত থাকবে।
খ) ইআইএ প্রতিবেদনে উল্লেখিত সকল মিটিগেশন মেজারস বাস্তবায়ন সম্পন্ন করে পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করতে হবে।
গ) নিজস্ব লোকবল ও ইকুইপমেন্ট-এর সমন্বয়ে ইন-হাউজ এনভায়রনমেন্টাল মনিটরিং সিস্টেম গড়ে তোলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপনা গড়ে তুলতে হবে।
ঘ) প্রকল্পের পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য পরিবেশ বিষয়ে ডিগ্রীধারী প্রশিক্ষিত জনবল নিয়োগ করতে হবে।
ঙ) প্রকল্প চত্বরের সীমানাসহ ন্যূনতম ৩৩% জায়গায় অধিক পত্রবিশিষ্ট উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
চ) প্রকল্পের যন্ত্রপাতি স্থাপনের লক্ষ্যে গ্যাস ও বিদ্যুৎ সংযোগ করা যাবে।
ছ) সরকার অনুমোদিত 3R (Reduce, Reuse & Recycle) নীতি ও সকল প্রকার Resource Conservation Plan বাস্তবায়ন করতে হবে।
জ) এই ইআইএ অনুমোদন ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারন করে না ।
ঝ) পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণ ব্যতিরেকে প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু করা যাবে না ।

ঘ) সুপারিশকৃত শিল্প/প্রকল্পসমূহ ঃ ইআইএ-র কার্যপরিধি অনুমোদন

১. ইনস্টলেশন অব সিঙ্গেল পয়েন্ট মুরিং (এসপিএম) উইথ ডাবল পাইপ লাইন কক্সবাজার জেলার মহেশখালী উপজেলা ও চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া, আনোয়ারা ও সদর উপজেলা , ইস্টার্ন রিফাইনারী লিমিটেড, পোস্ট বক্স নং - ৩৫, উত্তর পতেঙ্গা, চট্টগ্রাম (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ক্রুড অয়েল ও হাই স্পিড ডিজেল সঞ্চালনের জন্য পাইপ লাইন নির্মাণ) ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও ইআইএ-র কার্যপরিধি, অন্যান্য কাগজপত্র এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের ইআইএ-র কার্যপরিধি প্রয়োজনীয় সংশোধনসাপেক্ষে নীতিগতভাবে অনুমোদনের সুপারিশ গৃহীত হয় । বিষয়টি সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তাকে পত্র দ্বারা অবহিত করা হবে।

২. বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের আওতায় ফেনী জেলার সদর উপজেলার ফাজিলপুর ও গোপাল ইউনিয়ন সংলগ্ন মুহুরী নদীর উপর এবং ফুলগাজী উপজেলার আমজাদহাট সংলগ্ন মুহুরী নদী সংলগ্ন নীচু জায়গার উপরে ১৪০.২০ মিটার দীর্ঘ ২ টি সেতু নির্মাণ, উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়কে দীর্ঘ সেতু নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্প , স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়, ফেনী (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ সেতু নির্মাণ) ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও ইআইএ-র কার্যপরিধি এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের ইআইএ-র কার্যপরিধি প্রয়োজনীয় সংশোধনসাপেক্ষে নীতিগতভাবে অনুমোদনের সুপারিশ গৃহীত হয় । বিষয়টি সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তাকে পত্র দ্বারা অবহিত করা হবে।

৩. **বৃহত্তর ময়মনসিংহ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) এর আওতায় ময়মনসিংহ জেলার গৌরীপুর উপজেলায় অচিন্তপুর-ভালুকাপুর বাজার সড়কে ১২০ মিটার দীর্ঘ ব্রীজ নির্মাণ, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ সেতু নির্মাণ) ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও ইআইএ-র কার্যপরিধি সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের ইআইএ-র কার্যপরিধি প্রয়োজনীয় সংশোধনসাপেক্ষে নীতিগতভাবে অনুমোদনের সুপারিশ গৃহীত হয় । বিষয়টি সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তাকে পত্র দ্বারা অবহিত করা হবে।

৪. **কাঞ্চন ব্রীজ সংলগ্ন স্থান হতে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরের কুর্মিটোলা এভিয়েশন ডিপো (কেএডি) পর্যন্ত জেট এ-১ ফুয়েল পাইপলাইন স্থাপন, Padma Oil Company LTD, Strand Road, Sadarghat, P.O, Box-4, Chittagong-4000** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ জেট ফুয়েল পাইপলাইন নির্মাণ) ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও ইআইএ-র কার্যপরিধি সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের ইআইএ-র কার্যপরিধি প্রয়োজনীয় সংশোধনসাপেক্ষে নীতিগতভাবে অনুমোদনের সুপারিশ গৃহীত হয় । বিষয়টি সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তাকে পত্র দ্বারা অবহিত করা হবে।

৫. **বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের (বাপাউবো) অধীনে চলমান Feasibility Study for Dredging along the Gumti River for smooth Drainage and Ensuring Dry Season Irrigation Facilities at Daudkhandi and Adjacent Areas in Comilla District Using Mathematical Modelling including Environmental and Social Impect Assessment, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, পরিকল্পনা-১, পরিদপ্তর, ওয়াপদা ভবন, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ড্রেজিং ও সেচ অবকাঠামো উন্নয়ন) ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও ইআইএ-র কার্যপরিধি সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের ইআইএ-র কার্যপরিধি প্রয়োজনীয় সংশোধনসাপেক্ষে নীতিগতভাবে অনুমোদনের সুপারিশ গৃহীত হয় । বিষয়টি সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তাকে পত্র দ্বারা অবহিত করা হবে।

৬. **Jabailbeel Flood Control, Drainage and Irrigation Project under Shapahar and Porsha Upzilla of Naogaon District নির্বাহী প্রকৌশলীর দপ্তর, নওগাঁ পওর বিভাগ, বাপাউবো, নওগাঁ** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ বন্যা নিয়ন্ত্রণ,ড্রেনেজ ও সেচ অবকাঠামো উন্নয়ন) ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও ইআইএ-র কার্যপরিধি এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের ইআইএ-র কার্যপরিধি প্রয়োজনীয় সংশোধনসাপেক্ষে নীতিগতভাবে অনুমোদনের সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তাকে পত্র দ্বারা অবহিত করা হবে।

৭. **2D Seismic Survey in Bangladesh Deep Sea Block-DS-12, Petroleum Exploration Division, POSCO DAEWOO Corporation, 165, Convensia-deero, Yeonsu-gu, Incheon, 21998, Korea** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ২ডি সিসমিক সার্ভে পরিচালনা) ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও ইআইএ-র কার্যপরিধি সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের ইআইএ-র কার্যপরিধি প্রয়োজনীয় সংশোধনসাপেক্ষে নীতিগতভাবে অনুমোদনের সুপারিশ গৃহীত হয় । বিষয়টি সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তাকে পত্র দ্বারা অবহিত করা হবে।

৮. **মাতারবাড়ী ২x৬০০ মেগাওয়াট আল্ট্রা সুপার ক্রিটিক্যাল কোল ফায়ার্ড পাওয়ার প্রজেক্ট নির্মান প্রকল্পের Phase-2 এর অধীনে ৩য় ও ৪র্থ ইউনিট, কোল পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানী বাংলাদেশ লিঃ, ইউনিক হাইটস (লেভেল-১৭), ১১৭, কাজী নজুরুল ইসলাম এভিনিউ, ইস্কাটন, ঢাকা-১২১৭** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ বিদ্যুৎ উৎপাদন) ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও ইআইএ-র কার্যপরিধি সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের ইআইএ-র কার্যপরিধি প্রয়োজনীয় সংশোধনসাপেক্ষে নীতিগতভাবে অনুমোদনের সুপারিশ গৃহীত হয় । বিষয়টি সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তাকে পত্র দ্বারা অবহিত করা হবে।

৯. **Detailed Feasibility Study With ESIA for Restoration of Water Resources around Baral River Basin, পানি উন্নয়ন বোর্ড, পরিকল্পনা-১ পরিদপ্তর, ওয়াপদা, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ পানি সম্পদ উন্নয়ন) ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও ইআইএ-র কার্যপরিধি সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের ইআইএ-র কার্যপরিধি প্রয়োজনীয় সংশোধনসাপেক্ষে নীতিগতভাবে অনুমোদনের সুপারিশ গৃহীত হয় । বিষয়টি সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তাকে পত্র দ্বারা অবহিত করা হবে।

১০. **Proposed 50MW (AC) Solar Park, Sutiakhali, Gouripur, Mymensingh** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদন)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও ইআইএ-র কার্যপরিধি সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের ইআইএ-র কার্যপরিধি প্রয়োজনীয় সংশোধনসাপেক্ষে নীতিগতভাবে অনুমোদনের সুপারিশ গৃহীত হয় । বিষয়টি সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তাকে পত্র দ্বারা অবহিত করা হবে।

১১. **রিলায়েন্স বাংলাদেশ এলএনজি এন্ড পাওয়ার লিমিটেড, মেঘনাঘাট, সোনারগাঁও, নারায়নগঞ্জ, বাংলাদেশ** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ বিদ্যুৎ উৎপাদন)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইআইএ-র কার্যপরিধি, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের ইআইএ-র কার্যপরিধি প্রয়োজনীয় সংশোধনসাপেক্ষে নীতিগতভাবে অনুমোদনের সুপারিশ গৃহীত হয় । বিষয়টি সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তাকে পত্র দ্বারা অবহিত করা হবে।

১২. **Akij Economic Zone LTD. Khagatipara, Trsihal, Mymenshing** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠা) ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও ইআইএ-র কার্যপরিধি সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের ইআইএ-র কার্যপরিধি প্রয়োজনীয় সংশোধনসাপেক্ষে নীতিগতভাবে অনুমোদনের সুপারিশ গৃহীত হয় । বিষয়টি সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তাকে পত্র দ্বারা অবহিত করা হবে।

১৩. **মরিয়ম সিমেন্ট সীট মিলস লিঃ, হলুদবাড়ীয়া, আল্লারদর্গা, দৌলতপুর, কুষ্টিয়া** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ সিমেন্ট সীট উৎপাদন) ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও ইআইএ-র কার্যপরিধি সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের ইআইএ-র কার্যপরিধি প্রয়োজনীয় সংশোধনসাপেক্ষে নীতিগতভাবে অনুমোদনের সুপারিশ গৃহীত হয় । বিষয়টি সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তাকে পত্র দ্বারা অবহিত করা হবে।

১৪. **LPG Terminal Project, Moheshkhali, T.K Bhaban, 3rd floor, 13, Karwan Bazar C/A, Dhaka-1215** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ LPG Terminal) ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও ইআইএ-র কার্যপরিধি সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের ইআইএ-র কার্যপরিধি প্রয়োজনীয় সংশোধনসাপেক্ষে নীতিগতভাবে অনুমোদনের সুপারিশ গৃহীত হয় । বিষয়টি সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তাকে পত্র দ্বারা অবহিত করা হবে।

১৫. **মেসার্স নাভানা ওয়েল্ডিং ইলেকট্রোড লিঃ, গ্রামঃ শিরিরচালা, মৌজাঃ ৩ নং মাহনা ভবানীপুর, ইউনিয়নঃ মির্জাপুর, থানাঃ গাজীপুর সদর, গাজীপুর** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ওয়েল্ডিং ইলেকট্রোড উৎপাদন) ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও ইআইএ-র কার্যপরিধি সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের ইআইএ-র কার্যপরিধি প্রয়োজনীয় সংশোধনসাপেক্ষে নীতিগতভাবে অনুমোদনের সুপারিশ গৃহীত হয় । বিষয়টি সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তাকে পত্র দ্বারা অবহিত করা হবে।

১৬. **ওয়ালটন হাইটেক কর্পোরেশন, চন্দ্রা, কালিয়াকৈর, গাজীপুর** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ টেলিভিশন, রেফ্রিজারেটর ও মটরসাইকেল তৈরী) ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও ইআইএ-র কার্যপরিধি, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের ইআইএ-র কার্যপরিধি প্রয়োজনীয় সংশোধনসাপেক্ষে নীতিগতভাবে অনুমোদনের সুপারিশ গৃহীত হয় । বিষয়টি সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তাকে পত্র দ্বারা অবহিত করা হবে।

১৭. **ওয়ালটন মাইক্রোটেক কর্পোরেশন, চন্দ্রা, কালিয়াকৈর, গাজীপুর** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ইলেক্ট্রনিক্স হোম এপ্লাইয়েন্স তৈরী)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও ইআইএ-র কার্যপরিধি সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের ইআইএ-র কার্যপরিধি প্রয়োজনীয় সংশোধনসাপেক্ষে নীতিগতভাবে অনুমোদনের সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তাকে পত্র দ্বারা অবহিত করা হবে।

ঙ) সুপারিশকৃত শিল্প/প্রকল্পসমূহ ঃ অবস্থানগত ছাড়পত্র

১. **মেঘনা ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইকোনমিক জোন লিঃ, টিপরদি, মোগড়াপাড়া, সোনারগাঁও, নারায়ণগঞ্জ** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ৭৫.৭০৯৮ একর জমিতে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইকোনমিক জোন স্থাপন)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন, আইইই প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পটির অনুকূলে সদর দপ্তর হতে উপযুক্ত শর্ত আরোপ করে অবস্থানগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়।

২. **গাইবান্ধা জেলার সুন্দরগঞ্জ উপজেলায় পাঁচপীর বাজার-চিলমারী উপজেলা সদর দপ্তরের সাথে সংযোগকারী সড়কে তিস্তা নদীর উপর ১৪৯০ মিটার দীর্ঘ পিসি গার্ডার সেতু নির্মাণ প্রকল্প, সুন্দরগঞ্জ, গাইবান্ধা** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ সেতু নির্মাণ)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, আইইই প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদনে উল্লেখিত প্রকল্পের অবস্থান এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পটির অনুকূলে সদর দপ্তর হতে উপযুক্ত শর্ত আরোপ করে অবস্থানগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়।

৩. **সুপার স্টার রিনিউয়েবল এনার্জি লিঃ (সৌর বিদ্যুৎ প্রকল্প), চর বাঘুটিয়া, দৌলতপুর, মানিকগঞ্জ** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ২৪০ কিলোওয়াট সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদন)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, আইইই প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদনে উল্লেখিত প্রস্তাবিত অবস্থান এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে মানিকগঞ্জ জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয় ঃ

ক) অবকাঠামোগত উন্নয়নের আওতায় অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে আইইই প্রতিবেদনে বর্ণিত সকল মিটিগেশন মেজার্স যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে।

খ) আইইই প্রতিবেদনের সাথে দাখিলকৃত TOR-এর ভিত্তিতে ইআইএ প্রতিবেদন প্রণয়ন করতে হবে এবং উক্ত ইআইএ প্রতিবেদন পরিবেশ অধিদপ্তরের অনুমোদনের নিমিত্তে পেশ করতে হবে।

গ) ইআইএ প্রতিবেদনে এ প্রকল্প সৃষ্ট গ্যাসীয় পদার্থের নিঃসরণ এবং বস্তুকণার (Particulate Matters) নির্গমন পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে রাখা, কুলিং ওয়াটার পুনঃব্যবহারের ব্যবস্থা, বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে প্রতিটি রিডাকশন স্টেজের বিস্তারিত ও বাস্তবসম্মত বর্ণনা এবং ১০০% ওয়াটার রিসাইক্লিং-এর বিষয় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

ঘ) ইআইএ প্রতিবেদনে নিজস্ব লোকবল ও ইকুইপমেন্ট-এর সমন্বয়ে ইন-হাউজ এনভায়রনমেন্টাল মনিটরিং সিস্টেম গড়ে তোলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় কারিগরী ও আর্থিক প্রস্তাবনা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

ঙ) ইআইএ অনুমোদিত না হলে আমদানীতব্য যন্ত্রপাতির অনুকূলে L/C খোলা যাবে না।

চ) প্রকল্প চত্বরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।

ছ) কর্মরত শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা যেমনঃ হার্ড হেলমেট, নোজ মাস্ক, বুট, চশমা ইত্যাদি ব্যবস্থা রাখতে হবে।

জ) ক-ছ এর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নপূর্বক পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করতে হবে।

ঝ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।

ঞ) পরিবেশগত ছাড়পত্র ব্যতিরেকে প্রকল্প চালু করা যাবে না।

৪. **র‍্যানকন মটর বাইকস লিঃ, বড় ভবানীপুর, কাশিমপুর, গাজীপুর** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ মোটর বাইক এক্সেসরিজ ওয়েল্ডিং, ক্লিনিং, পেইন্টিং, ফিটিং ও এসেম্বলিং)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, আইইই প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদনে উল্লেখিত প্রস্তাবিত অবস্থান এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে গাজীপুর জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয় ঃ

ক) অবকাঠামোগত উন্নয়নের আওতায় অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে আইইই প্রতিবেদনে বর্ণিত সকল মিটিগেশন মেজার্স যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে।

খ) আইইই প্রতিবেদনের সাথে দাখিলকৃত TOR-এর ভিত্তিতে ইআইএ প্রতিবেদন প্রণয়ন করতে হবে এবং উক্ত ইআইএ প্রতিবেদন পরিবেশ অধিদপ্তরের অনুমোদনের নিমিত্তে পেশ করতে হবে।

গ) ইআইএ প্রতিবেদনে এ প্রকল্প সৃষ্ট গ্যাসীয় পদার্থের নিঃসরণ এবং বস্তুকণার (Particulate Matters) নির্গমন পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে রাখা, কুলিং ওয়াটার পুনঃব্যবহারের ব্যবস্থা, বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে প্রতিটি রিডাকশন স্টেজের বিস্তারিত ও বাস্তবসম্মত বর্ণনা এবং ১০০% ওয়াটার রিসাইক্লিং-এর বিষয় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

ঘ) ইআইএ প্রতিবেদনে নিজস্ব লোকবল ও ইকুইপমেন্ট-এর সমন্বয়ে ইন-হাউজ এনভায়রনমেন্টাল মনিটরিং সিস্টেম গড়ে তোলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় কারিগরী ও আর্থিক প্রস্তাবনা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

ঙ) ইআইএ অনুমোদিত না হলে আমদানীতব্য যন্ত্রপাতির অনুকূলে L/C খোলা যাবে না।

চ) প্রকল্প চত্বরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।

ছ) কর্মরত শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা যেমনঃ হার্ড হেলমেট, নোজ মাস্ক, বুট, চশমা ইত্যাদি ব্যবস্থা রাখতে হবে।

জ) ক-ছ এর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নপূর্বক পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করতে হবে।

ঝ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।

ঞ) পরিবেশগত ছাড়পত্র ব্যতিরেকে প্রকল্প চালু করা যাবে না।

৫. **বি আর এম পি রেনিউবল এনার্জি প্লান্ট, ফতেপুর, শলুয়া, চারঘাট, রাজশাহী** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ টায়ার পাইরোলাইসিস)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, আইইই প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদনে উল্লেখিত প্রস্তাবিত অবস্থান এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে রাজশাহী জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয় ঃ

ক) অবকাঠামোগত উন্নয়নের আওতায় অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে আইইই প্রতিবেদনে বর্ণিত সকল মিটিগেশন মেজার্স যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে।

খ) আইইই প্রতিবেদনের সাথে দাখিলকৃত TOR-এর ভিত্তিতে ইআইএ প্রতিবেদন প্রণয়ন করতে হবে এবং উক্ত ইআইএ প্রতিবেদন পরিবেশ অধিদপ্তরের অনুমোদনের নিমিত্তে পেশ করতে হবে।

গ) ইআইএ প্রতিবেদনে এ প্রকল্প সৃষ্ট গ্যাসীয় পদার্থের নিঃসরণ এবং বস্তুকণার (Particulate Matters) নির্গমন পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে রাখা, কুলিং ওয়াটার পুনঃব্যবহারের ব্যবস্থা, বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে প্রতিটি রিডাকশন স্টেজের বিস্তারিত ও বাস্তবসম্মত বর্ণনা এবং ১০০% ওয়াটার রিসাইক্লিং-এর বিষয় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

ঘ) ইআইএ প্রতিবেদনে নিজস্ব লোকবল ও ইকুইপমেন্ট-এর সমন্বয়ে ইন-হাউজ এনভায়রনমেন্টাল মনিটরিং সিস্টেম গড়ে তোলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় কারিগরী ও আর্থিক প্রস্তাবনা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

ঙ) ইআইএ অনুমোদিত না হলে আমদানীতব্য যন্ত্রপাতির অনুকুলে L/C খোলা যাবে না।

চ) প্রকল্প চত্বরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।

ছ) কর্মরত শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা যেমনঃ হার্ড হেলমেট, নোজ মাস্ক, বুট, চশমা ইত্যাদি ব্যবস্থা রাখতে হবে।

জ) ক-ছ এর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নপূর্বক পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করতে হবে।

ঝ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।

ঞ) পরিবেশগত ছাড়পত্র ব্যতিরেকে প্রকল্প চালু করা যাবে না।

৬. **মিনিস্টার হাইটেক পার্ক ইলেকট্রনিক্স লিঃ, নারায়ণপুর, কাশিগঞ্জ, ত্রিশাল, ময়মনসিংহ** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ফ্রিজ ও এয়ারকন্ডিশনার উৎপাদন)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, আইইই প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদনে উল্লেখিত প্রস্তাবিত অবস্থান এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে ময়মনসিংহ জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয় ঃ

ক) অবকাঠামোগত উন্নয়নের আওতায় অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে আইইই প্রতিবেদনে বর্ণিত সকল মিটিগেশন মেজার্স যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে।

খ) আইইই প্রতিবেদনের সাথে দাখিলকৃত TOR-এর ভিত্তিতে ইআইএ প্রতিবেদন প্রণয়ন করতে হবে এবং উক্ত ইআইএ প্রতিবেদন পরিবেশ অধিদপ্তরের অনুমোদনের নিমিত্তে পেশ করতে হবে।

গ) ইআইএ প্রতিবেদনে এ প্রকল্প সৃষ্ট গ্যাসীয় পদার্থের নিঃসরণ এবং বস্তুকণার (Particulate Matters) নির্গমন পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে রাখা, কুলিং ওয়াটার পুনঃব্যবহারের ব্যবস্থা, বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে প্রতিটি রিডাকশন স্টেজের বিস্তারিত ও বাস্তবসম্মত বর্ণনা এবং ১০০% ওয়াটার রিসাইক্লিং-এর বিষয় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

ঘ) ইআইএ প্রতিবেদনে নিজস্ব লোকবল ও ইকুইপমেন্ট-এর সমন্বয়ে ইন-হাউজ এনভায়রনমেন্টাল মনিটরিং সিস্টেম গড়ে তোলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় কারিগরী ও আর্থিক প্রস্তাবনা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

ঙ) ইআইএ অনুমোদিত না হলে আমদানীতব্য যন্ত্রপাতির অনুকুলে L/C খোলা যাবে না।

চ) প্রকল্প চত্বরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।

ছ) কর্মরত শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা যেমনঃ হার্ড হেলমেট, নোজ মাস্ক, বুট, চশমা ইত্যাদি ব্যবস্থা রাখতে হবে।

জ) ক-ছ এর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নপূর্বক পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করতে হবে।

ঝ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।

ঞ) পরিবেশগত ছাড়পত্র ব্যতিরেকে প্রকল্প চালু করা যাবে না।

৭. **মেসার্স তাইপেই বাংলা ফেব্রিক্স লিঃ, গ্রাম-গাদুমিয়া, পোঃ হাজির বাজার, মৌজা- ধামশুর, উপজেলা- ভালুকা, জেলা- ময়মনসিংহ** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ নিটিং, ডাইং ও ফিনিশিং)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, আইইই প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদনে উল্লেখিত প্রস্তাবিত অবস্থান এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত

সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে ময়মনসিংহ জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয় ঃ

ক) অবকাঠামোগত উন্নয়নের আওতায় অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে আইইই প্রতিবেদনে বর্ণিত সকল মিটিগেশন মেজার্স যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে।

খ) আইইই প্রতিবেদনের সাথে দাখিলকৃত TOR-এর ভিত্তিতে ইআইএ প্রতিবেদন প্রণয়ন করতে হবে এবং উক্ত ইআইএ প্রতিবেদন পরিবেশ অধিদপ্তরের অনুমোদনের নিমিত্তে পেশ করতে হবে।

গ) ইআইএ প্রতিবেদনে এ প্রকল্প সৃষ্ট গ্যাসীয় পদার্থের নিঃসরণ এবং বস্তকণার (Particulate Matters) নির্গমন পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে রাখা, কুলিং ওয়াটার পুনঃব্যবহারের ব্যবস্থা, বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে প্রতিটি রিডাকশন স্টেজের বিস্তারিত ও বাস্তবসম্মত বর্ণনা এবং ১০০% ওয়াটার রিসাইক্লিং-এর বিষয় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

ঘ) ইআইএ প্রতিবেদনে নিজস্ব লোকবল ও ইকুইপমেন্ট-এর সমন্বয়ে ইন-হাউজ এনভায়রনমেন্টাল মনিটরিং সিস্টেম গড়ে তোলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় কারিগরী ও আর্থিক প্রস্তাবনা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

ঙ) ইআইএ অনুমোদিত না হলে আমদানীতব্য যন্ত্রপাতির অনুকুলে L/C খোলা যাবে না।

চ) প্রকল্প চত্বরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।

ছ) কর্মরত শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা যেমনঃ হার্ড হেলমেট, নোজ মাস্ক, বুট, চশমা ইত্যাদি ব্যবস্থা রাখতে হবে।

জ) ক-ছ এর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নপূর্বক পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করতে হবে।

ঝ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।

ঞ) পরিবেশগত ছাড়পত্র ব্যতিরেকে প্রকল্প চালু করা যাবে না।

৮. **শিংশং মেটালিক ইন্ডাঃ লিঃ, আহাদনগর, বাইপাইল, কাইচাবাড়ী রোড, আশুলিয়া, সাভার, ঢাকা** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ গার্মেন্টস এক্সেসরিজ এর বাটন, জিপার ইত্যাদি ইলেক্ট্রোপ্লেটিং)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, আইইই প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে ঢাকা জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয় ঃ

ক) অবকাঠামোগত উন্নয়নের আওতায় অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে আইইই প্রতিবেদনে বর্ণিত সকল মিটিগেশন মেজার্স যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে।

খ) আইইই প্রতিবেদনের সাথে দাখিলকৃত TOR-এর ভিত্তিতে ইআইএ প্রতিবেদন প্রণয়ন করতে হবে এবং উক্ত ইআইএ প্রতিবেদন পরিবেশ অধিদপ্তরের অনুমোদনের নিমিত্তে পেশ করতে হবে।

গ) ইআইএ প্রতিবেদনে এ প্রকল্প সৃষ্ট গ্যাসীয় পদার্থের নিঃসরণ এবং বস্তকণার (Particulate Matters) নির্গমন পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে রাখা, কুলিং ওয়াটার পুনঃব্যবহারের ব্যবস্থা, বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে প্রতিটি রিডাকশন স্টেজের বিস্তারিত ও বাস্তবসম্মত বর্ণনা এবং ১০০% ওয়াটার রিসাইক্লিং-এর বিষয় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

ঘ) ইআইএ প্রতিবেদনে নিজস্ব লোকবল ও ইকুইপমেন্ট-এর সমন্বয়ে ইন-হাউজ এনভায়রনমেন্টাল মনিটরিং সিস্টেম গড়ে তোলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় কারিগরী ও আর্থিক প্রস্তাবনা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

ঙ) ইআইএ অনুমোদিত না হলে আমদানীতব্য যন্ত্রপাতির অনুকুলে L/C খোলা যাবে না।

চ) প্রকল্প চত্বরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।

ছ) কর্মরত শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা যেমনঃ হার্ড হেলমেট, নোজ মাস্ক, বুট, চশমা ইত্যাদি ব্যবস্থা রাখতে হবে।

জ) ক-ছ এর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নপূর্বক পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করতে হবে।

ঝ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।

ঞ) পরিবেশগত ছাড়পত্র ব্যতিরেকে প্রকল্প চালু করা যাবে না।

৯. **মেসার্স লালপুর চারকল লিঃ,সাং- রামকৃষ্ণপুর, পোঃ+থানা-লালপুর, জেলা-নাটোর** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ পাটকাঠি পুড়িয়ে চারকোল উৎপাদন)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, আইইই প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদনে উল্লেখিত প্রস্তাবিত অবস্থান এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে রাজশাহী জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয়ঃ

ক) অবকাঠামোগত উন্নয়নের আওতায় অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে আইইই প্রতিবেদনে বর্ণিত সকল মিটিগেশন মেজার্স যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে।

খ) আইইই প্রতিবেদনের সাথে দাখিলকৃত TOR-এর ভিত্তিতে ইআইএ প্রতিবেদন প্রণয়ন করতে হবে এবং উক্ত ইআইএ প্রতিবেদন পরিবেশ অধিদপ্তরের অনুমোদনের নিমিত্তে পেশ করতে হবে।

গ) ইআইএ প্রতিবেদনে এ প্রকল্প সৃষ্ট গ্যাসীয় পদার্থের নিঃসরণ এবং বস্তকণার (Particulate Matters) নির্গমন পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে রাখা, কুলিং ওয়াটার পুনঃব্যবহারের ব্যবস্থা, বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে প্রতিটি রিডাকশন স্টেজের বিস্তারিত ও বাস্তবসম্মত বর্ণনা এবং ১০০% ওয়াটার রিসাইক্লিং-এর বিষয় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

ঘ) ইআইএ প্রতিবেদনে নিজস্ব লোকবল ও ইকুইপমেন্ট-এর সমন্বয়ে ইন-হাউজ এনভায়রনমেন্টাল মনিটরিং সিস্টেম গড়ে তোলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় কারিগরী ও আর্থিক প্রস্তাবনা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

ঙ) ইআইএ অনুমোদিত না হলে আমদানীতব্য যন্ত্রপাতির অনুকুলে L/C খোলা যাবে না।

চ) প্রকল্প চত্বরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।

ছ) কর্মরত শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা যেমনঃ হার্ড হেলমেট, নোজ মাস্ক, বুট, চশমা ইত্যাদি ব্যবস্থা রাখতে হবে।

জ) ক-ছ এর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নপূর্বক পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করতে হবে।

ঝ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।

ঞ) পরিবেশগত ছাড়পত্র ব্যতিরেকে প্রকল্প চালু করা যাবে না।

১০. সুন ফেং ইন্ডাস্ট্রিজ কোং লিঃ, হোল্ডিং নং-৪৮/১৩, ব্লক-এ, চান্দনা, গাজীপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ স্টিল ওয়েল্ডিং এন্ড ফেব্রিকেশন তৈরী)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, আইইই প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদনে উল্লেখিত প্রস্তাবিত অবস্থান এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের অনাপত্তিপত্র দাখিল সাপেক্ষে গাজীপুর জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয় ঃ

ক) অবকাঠামোগত উন্নয়নের আওতায় অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে আইইই প্রতিবেদনে বর্ণিত সকল মিটিগেশন মেজার্স যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে।

খ) আইইই প্রতিবেদনের সাথে দাখিলকৃত TOR-এর ভিত্তিতে ইআইএ প্রতিবেদন প্রণয়ন করতে হবে এবং উক্ত ইআইএ প্রতিবেদন পরিবেশ অধিদপ্তরের অনুমোদনের নিমিত্তে পেশ করতে হবে।

গ) ইআইএ প্রতিবেদনে এ প্রকল্প সৃষ্ট গ্যাসীয় পদার্থের নিঃসরণ এবং বস্তকণার (Particulate Matters) নির্গমন পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে রাখা, কুলিং ওয়াটার পুনঃব্যবহারের ব্যবস্থা, বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে প্রতিটি রিডাকশন স্টেজের বিস্তারিত ও বাস্তবসম্মত বর্ণনা এবং ১০০% ওয়াটার রিসাইক্লিং-এর বিষয় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

ঘ) ইআইএ প্রতিবেদনে নিজস্ব লোকবল ও ইকুইপমেন্ট-এর সমন্বয়ে ইন-হাউজ এনভায়রনমেন্টাল মনিটরিং সিস্টেম গড়ে তোলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় কারিগরী ও আর্থিক প্রস্তাবনা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

ঙ) ইআইএ অনুমোদিত না হলে আমদানীতব্য যন্ত্রপাতির অনুকুলে L/C খোলা যাবে না।

চ) প্রকল্প চত্বরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।

ছ) কর্মরত শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা যেমনঃ হার্ড হেলমেট, নোজ মাস্ক, বুট, চশমা ইত্যাদি ব্যবস্থা রাখতে হবে।

জ) ক-ছ এর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নপূর্বক পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করতে হবে।

ঝ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।

ঞ) পরিবেশগত ছাড়পত্র ব্যতিরেকে প্রকল্প চালু করা যাবে না।

১১. ভার্জিন গ্রেস লিঃ, বাগহাটা, সদর, নরসিংদী (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ডাইং, প্রিন্টিং ও ফিনিশিং)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, আইইই প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে নরসিংদী জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয় ঃ

ক) অবকাঠামোগত উন্নয়নের আওতায় অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে আইইই প্রতিবেদনে বর্ণিত সকল মিটিগেশন মেজার্স যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে।

খ) আইইই প্রতিবেদনের সাথে দাখিলকৃত TOR-এর ভিত্তিতে ইআইএ প্রতিবেদন প্রণয়ন করতে হবে এবং উক্ত ইআইএ প্রতিবেদন পরিবেশ অধিদপ্তরের অনুমোদনের নিমিত্তে পেশ করতে হবে।

গ) ইআইএ প্রতিবেদনে এ প্রকল্প সৃষ্ট গ্যাসীয় পদার্থের নিঃসরণ এবং বস্তকণার (Particulate Matters) নির্গমন পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে রাখা, কুলিং ওয়াটার পুনঃব্যবহারের ব্যবস্থা, বর্জ্য

ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে প্রতিটি রিডাকশন স্টেজের বিস্তারিত ও বাস্তবসম্মত বর্ণনা এবং ১০০% ওয়াটার রিসাইক্লিং-এর বিষয় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

ঘ) ইআইএ প্রতিবেদনে নিজস্ব লোকবল ও ইকুইপমেন্ট-এর সমন্বয়ে ইন-হাউজ এনভায়রনমেন্টাল মনিটরিং সিস্টেম গড়ে তোলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় কারিগরী ও আর্থিক প্রস্তাবনা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

ঙ) ইআইএ অনুমোদিত না হলে আমদানীতব্য যন্ত্রপাতির অনুকুলে L/C খোলা যাবে না।

চ) প্রকল্প চত্বরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।

ছ) কর্মরত শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা যেমনঃ হার্ড হেলমেট, নোজ মাস্ক, বুট, চশমা ইত্যাদি ব্যবস্থা রাখতে হবে।

জ) ক-ছ এর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নপূর্বক পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করতে হবে।

ঝ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।

ঞ) পরিবেশগত ছাড়পত্র ব্যতিরেকে প্রকল্প চালু করা যাবে না।

১২. মেসার্স রাফসান ডাইং লিঃ, প্লট নং-১০, রোড নং-১৯, কদমতলী বালুর মাঠ (২য় পর্ব), শ্যামপুর শিল্প এলাকা, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ থান কাপড় ডাইং)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, আইইই প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে ঢাকা জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয় ঃ

ক) অবকাঠামোগত উন্নয়নের আওতায় অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে আইইই প্রতিবেদনে বর্ণিত সকল মিটিগেশন মেজার্স যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে।

খ) আইইই প্রতিবেদনের সাথে দাখিলকৃত TOR-এর ভিত্তিতে ইআইএ প্রতিবেদন প্রণয়ন করতে হবে এবং উক্ত ইআইএ প্রতিবেদন পরিবেশ অধিদপ্তরের অনুমোদনের নিমিত্তে পেশ করতে হবে।

গ) ইআইএ প্রতিবেদনে এ প্রকল্প সৃষ্ট গ্যাসীয় পদার্থের নিঃসরণ এবং বস্তুকণার (Particulate Matters) নির্গমন পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে রাখা, কুলিং ওয়াটার পুনঃব্যবহারের ব্যবস্থা, বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে প্রতিটি রিডাকশন স্টেজের বিস্তারিত ও বাস্তবসম্মত বর্ণনা এবং ১০০% ওয়াটার রিসাইক্লিং-এর বিষয় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

ঘ) ইআইএ প্রতিবেদনে নিজস্ব লোকবল ও ইকুইপমেন্ট-এর সমন্বয়ে ইন-হাউজ এনভায়রনমেন্টাল মনিটরিং সিস্টেম গড়ে তোলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় কারিগরী ও আর্থিক প্রস্তাবনা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

ঙ) ইআইএ অনুমোদিত না হলে আমদানীতব্য যন্ত্রপাতির অনুকুলে L/C খোলা যাবে না।

চ) প্রকল্প চত্বরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।

ছ) কর্মরত শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা যেমনঃ হার্ড হেলমেট, নোজ মাস্ক, বুট, চশমা ইত্যাদি ব্যবস্থা রাখতে হবে।

জ) ক-ছ এর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নপূর্বক পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করতে হবে।

ঝ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।

ঞ) পরিবেশগত ছাড়পত্র ব্যতিরেকে প্রকল্প চালু করা যাবে না।

১৩. বসুন্ধরা সিমেন্ট মিলস লিমিডে, নডালিয়া, কৃষ্ণপুর, নয়াখালী, পোঃ-বাড়বকুন্ড, ইউনিয়ন-৫ নং বাড়বকুন্ড, থানা-সীতাকুন্ড, জেলা-চট্টগ্রাম (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ সিমেন্ট উৎপাদন)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, আইইই প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে চট্টগ্রাম জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয় ঃ

ক) অবকাঠামোগত উন্নয়নের আওতায় অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে আইইই প্রতিবেদনে বর্ণিত সকল মিটিগেশন মেজার্স যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে।

খ) আইইই প্রতিবেদনের সাথে দাখিলকৃত TOR-এর ভিত্তিতে ইআইএ প্রতিবেদন প্রণয়ন করতে হবে এবং উক্ত ইআইএ প্রতিবেদন পরিবেশ অধিদপ্তরের অনুমোদনের নিমিত্তে পেশ করতে হবে।

গ) ইআইএ প্রতিবেদনে এ প্রকল্প সৃষ্ট গ্যাসীয় পদার্থের নিঃসরণ এবং বস্তুকণার (Particulate Matters) নির্গমন পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে রাখা, কুলিং ওয়াটার পুনঃব্যবহারের ব্যবস্থা, বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে প্রতিটি রিডাকশন স্টেজের বিস্তারিত ও বাস্তবসম্মত বর্ণনা এবং ১০০% ওয়াটার রিসাইক্লিং-এর বিষয় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

ঘ) ইআইএ প্রতিবেদনে নিজস্ব লোকবল ও ইকুইপমেন্ট-এর সমন্বয়ে ইন-হাউজ এনভায়রনমেন্টাল মনিটরিং সিস্টেম গড়ে তোলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় কারিগরী ও আর্থিক প্রস্তাবনা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

ঙ) ইআইএ অনুমোদিত না হলে আমদানীতব্য যন্ত্রপাতির অনুকুলে L/C খোলা যাবে না।
চ) প্রকল্প চত্বরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
ছ) কর্মরত শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা যেমনঃ হার্ড হেলমেট, নোজ মাস্ক, বুট, চশমা ইত্যাদি ব্যবস্থা রাখতে হবে।
জ) আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে কোন ধরনের পাহাড়/টিলা কর্তন/মোচন করা যাইবে না।
ঝ) ক-জ এর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নপূর্বক পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করতে হবে।
ঞ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।
ট) পরিবেশগত ছাড়পত্র ব্যতিরেকে প্রকল্প চালু করা যাবে না।

১৪. বসুন্ধরা অয়েল এন্ড গ্যাস কোম্পানী লিঃ, বাঁশবাড়িয়া, সীতাকুন্ড, চট্টগ্রাম (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ডিজেল, ফার্নেস অয়েল, গ্যাসোলিন, এলপিজি, জেট, ফুয়েল, পিভিসি, পিইটি, এলডিপিই, এইচডিপিই, পিপি, এ্যারোমেটিক্স, লুব অয়েল উৎপাদন)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, আইইই প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে চট্টগ্রাম জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয় ঃ

ক) অবকাঠামোগত উন্নয়নের আওতায় অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে আইইই প্রতিবেদনে বর্ণিত সকল মিটিগেশন মেজার্স যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে।
খ) আইইই প্রতিবেদনের সাথে দাখিলকৃত TOR-এর ভিত্তিতে ইআইএ প্রতিবেদন প্রণয়ন করতে হবে এবং উক্ত ইআইএ প্রতিবেদন পরিবেশ অধিদপ্তরের অনুমোদনের নিমিত্তে পেশ করতে হবে।
গ) ইআইএ প্রতিবেদনে এ প্রকল্প সৃষ্ট গ্যাসীয় পদার্থের নিঃসরণ এবং বস্তুকণার (Particulate Matters) নির্গমন পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে রাখা, কুলিং ওয়াটার পুনঃব্যবহারের ব্যবস্থা, বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে প্রতিটি রিডাকশন স্টেজের বিস্তারিত ও বাস্তবসম্মত বর্ণনা এবং ১০০% ওয়াটার রিসাইক্লিং-এর বিষয় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
ঘ) ইআইএ প্রতিবেদনে নিজস্ব লোকবল ও ইকুইপমেন্ট-এর সমন্বয়ে ইন-হাউজ এনভায়রনমেন্টাল মনিটরিং সিস্টেম গড়ে তোলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় কারিগরী ও আর্থিক প্রস্তাবনা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
ঙ) ইআইএ অনুমোদিত না হলে আমদানীতব্য যন্ত্রপাতির অনুকুলে L/C খোলা যাবে না।
চ) প্রকল্প চত্বরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
ছ) কর্মরত শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা যেমনঃ হার্ড হেলমেট, নোজ মাস্ক, বুট, চশমা ইত্যাদি ব্যবস্থা রাখতে হবে।
জ) আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে কোন ধরনের পাহাড়/টিলা কর্তন/মোচন করা যাইবে না।
ঝ) ক-জ এর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নপূর্বক পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করতে হবে।
ঞ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।
ট) পরিবেশগত ছাড়পত্র ব্যতিরেকে প্রকল্প চালু করা যাবে না।

১৫. ইউনিটেক্স এল. পি গ্যাস লিঃ, নড়ালিয়া, বাড়বকুন্ড, সীতাকুন্ড, চট্টগ্রাম (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ এল.পি গ্যাস ফিলিং এন্ড সিলিন্ডার ম্যানুফ্যাকচারিং)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, আইইই প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে চট্টগ্রাম জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয় ঃ

ক) অবকাঠামোগত উন্নয়নের আওতায় অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে আইইই প্রতিবেদনে বর্ণিত সকল মিটিগেশন মেজার্স যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে।
খ) আইইই প্রতিবেদনের সাথে দাখিলকৃত TOR-এর ভিত্তিতে ইআইএ প্রতিবেদন প্রণয়ন করতে হবে এবং উক্ত ইআইএ প্রতিবেদন পরিবেশ অধিদপ্তরের অনুমোদনের নিমিত্তে পেশ করতে হবে।
গ) ইআইএ প্রতিবেদনে এ প্রকল্প সৃষ্ট গ্যাসীয় পদার্থের নিঃসরণ এবং বস্তুকণার (Particulate Matters) নির্গমন পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে রাখা, কুলিং ওয়াটার পুনঃব্যবহারের ব্যবস্থা, বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে প্রতিটি রিডাকশন স্টেজের বিস্তারিত ও বাস্তবসম্মত বর্ণনা এবং ১০০% ওয়াটার রিসাইক্লিং-এর বিষয় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
ঘ) ইআইএ প্রতিবেদনে নিজস্ব লোকবল ও ইকুইপমেন্ট-এর সমন্বয়ে ইন-হাউজ এনভায়রনমেন্টাল মনিটরিং সিস্টেম গড়ে তোলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় কারিগরী ও আর্থিক প্রস্তাবনা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
ঙ) ইআইএ অনুমোদিত না হলে আমদানীতব্য যন্ত্রপাতির অনুকুলে L/C খোলা যাবে না।

চ) প্রকল্প চত্বরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
ছ) কর্মরত শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা যেমনঃ হার্ড হেলমেট, নোজ মাক্স, বুট, চশমা ইত্যাদি ব্যবস্থা রাখতে হবে।
জ) আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে কোন ধরনের পাহাড়/টিলা কর্তন/মোচন করা যাইবে না।
ঝ) ক-জ এর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নপূর্বক পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করতে হবে।
ঞ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।
ট) পরিবেশগত ছাড়পত্র ব্যতিরেকে প্রকল্প চালু করা যাবে না।

১৬. বিএম এনার্জি (বিডি) লিঃ, ফুলতল, আরাকান সড়ক, পশ্চিম গোমদন্ডী, বোয়ালখালী, চট্টগ্রাম (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ সিলিন্ডার ম্যানুফ্যাকচারিং প্লান্ট)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, আইইই প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে চট্টগ্রাম জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয় ঃ

ক) অবকাঠামোগত উন্নয়নের আওতায় অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে আইইই প্রতিবেদনে বর্ণিত সকল মিটিগেশন মেজার্স যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে।
খ) আইইই প্রতিবেদনের সাথে দাখিলকৃত TOR-এর ভিত্তিতে ইআইএ প্রতিবেদন প্রণয়ন করতে হবে এবং উক্ত ইআইএ প্রতিবেদন পরিবেশ অধিদপ্তরের অনুমোদনের নিমিত্তে পেশ করতে হবে।
গ) ইআইএ প্রতিবেদনে এ প্রকল্প সৃষ্ট গ্যাসীয় পদার্থের নিঃসরণ এবং বস্তুকণার (Particulate Matters) নির্গমন পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে রাখা, কুলিং ওয়াটার পুনঃব্যবহারের ব্যবস্থা, বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে প্রতিটি রিডাকশন স্টেজের বিস্তারিত ও বাস্তবসম্মত বর্ণনা এবং ১০০% ওয়াটার রিসাইক্লিং-এর বিষয় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
ঘ) ইআইএ প্রতিবেদনে নিজস্ব লোকবল ও ইকুইপমেন্ট-এর সমন্বয়ে ইন-হাউজ এনভায়রনমেন্টাল মনিটরিং সিস্টেম গড়ে তোলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় কারিগরী ও আর্থিক প্রস্তাবনা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
ঙ) ইআইএ অনুমোদিত না হলে আমদানীতব্য যন্ত্রপাতির অনুকুলে L/C খোলা যাবে না।
চ) প্রকল্প চত্বরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
ছ) কর্মরত শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা যেমনঃ হার্ড হেলমেট, নোজ মাক্স, বুট, চশমা ইত্যাদি ব্যবস্থা রাখতে হবে।
জ) আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে কোন ধরনের পাহাড়/টিলা কর্তন/মোচন করা যাইবে না।
ঝ) ক-জ এর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নপূর্বক পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করতে হবে।
ঞ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।
ট) পরিবেশগত ছাড়পত্র ব্যতিরেকে প্রকল্প চালু করা যাবে না।

১৭. ইউনিভার্সেল গ্যাস এন্ড গ্যাস সিলিন্ডার লিঃ, নডারিয়া, বাড়বকুন্ড, সীতাকুন্ড, চট্টগ্রাম (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ এল পি গ্যাস বোটলিং)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, আইইই প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে চট্টগ্রাম জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয় ঃ

ক) অবকাঠামোগত উন্নয়নের আওতায় অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে আইইই প্রতিবেদনে বর্ণিত সকল মিটিগেশন মেজার্স যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে।
খ) আইইই প্রতিবেদনের সাথে দাখিলকৃত TOR-এর ভিত্তিতে ইআইএ প্রতিবেদন প্রণয়ন করতে হবে এবং উক্ত ইআইএ প্রতিবেদন পরিবেশ অধিদপ্তরের অনুমোদনের নিমিত্তে পেশ করতে হবে।
গ) ইআইএ প্রতিবেদনে এ প্রকল্প সৃষ্ট গ্যাসীয় পদার্থের নিঃসরণ এবং বস্তুকণার (Particulate Matters) নির্গমন পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে রাখা, কুলিং ওয়াটার পুনঃব্যবহারের ব্যবস্থা, বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে প্রতিটি রিডাকশন স্টেজের বিস্তারিত ও বাস্তবসম্মত বর্ণনা এবং ১০০% ওয়াটার রিসাইক্লিং-এর বিষয় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
ঘ) ইআইএ প্রতিবেদনে নিজস্ব লোকবল ও ইকুইপমেন্ট-এর সমন্বয়ে ইন-হাউজ এনভায়রনমেন্টাল মনিটরিং সিস্টেম গড়ে তোলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় কারিগরী ও আর্থিক প্রস্তাবনা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
ঙ) ইআইএ অনুমোদিত না হলে আমদানীতব্য যন্ত্রপাতির অনুকুলে L/C খোলা যাবে না।
চ) প্রকল্প চত্বরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।

ছ) কর্মরত শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা যেমনঃ হার্ড হেলমেট, নোজ মাস্ক, বুট, চশমা ইত্যাদি ব্যবস্থা রাখতে হবে।

জ) আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে কোন ধরনের পাহাড়/টিলা কর্তন/মোচন করা যাইবে না।

ঝ) ক-জ এর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নপূর্বক পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করতে হবে।

ঞ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।

ট) পরিবেশগত ছাড়পত্র ব্যতিরেকে প্রকল্প চালু করা যাবে না।

১৮. মাহফুজা এন্ড আহান এন্টারপ্রাইজ লিঃ, রামকান্তপুর, রাজবাড়ী (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ পাটকাঠি পুড়িয়ে চারকোল উৎপাদন)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, আইইই প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন, পরিবেশগত ছাড়পত্র বিষয়ক কমিটির ৪০০তম সভার সিদ্ধান্ত এবং বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে ফরিদপুর জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয় ঃ

ক) অবকাঠামোগত উন্নয়নের আওতায় অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে আইইই প্রতিবেদনে বর্ণিত সকল মিটিগেশন মেজার্স যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে।

খ) আইইই প্রতিবেদনের সাথে দাখিলকৃত TOR-এর ভিত্তিতে ইআইএ প্রতিবেদন প্রণয়ন করতে হবে এবং উক্ত ইআইএ প্রতিবেদন পরিবেশ অধিদপ্তরের অনুমোদনের নিমিত্তে পেশ করতে হবে।

গ) ইআইএ প্রতিবেদনে এ প্রকল্প সৃষ্ট গ্যাসীয় পদার্থের নিঃসরণ এবং বস্তুকণার (Particulate Matters) নির্গমন পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে রাখা, কুলিং ওয়াটার পুনঃব্যবহারের ব্যবস্থা, বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে প্রতিটি রিডাকশন স্টেজের বিস্তারিত ও বাস্তবসম্মত বর্ণনা এবং ১০০% ওয়াটার রিসাইক্লিং-এর বিষয় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

ঘ) ইআইএ প্রতিবেদনে নিজস্ব লোকবল ও ইকুইপমেন্ট-এর সমন্বয়ে ইন-হাউজ এনভায়রনমেন্টাল মনিটরিং সিস্টেম গড়ে তোলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় কারিগরী ও আর্থিক প্রস্তাবনা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

ঙ) ইআইএ অনুমোদিত না হলে আমদানীতব্য যন্ত্রপাতির অনুকুলে L/C খোলা যাবে না।

চ) প্রকল্প চত্বরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।

ছ) কর্মরত শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা যেমনঃ হার্ড হেলমেট, নোজ মাস্ক, বুট, চশমা ইত্যাদি ব্যবস্থা রাখতে হবে।

জ) ক-ছ এর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নপূর্বক পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করতে হবে।

ঝ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।

ঞ) পরিবেশগত ছাড়পত্র ব্যতিরেকে প্রকল্প চালু করা যাবে না।

১৯. এ সি আই লিমিটেড (টয়লেট্রিজ ইউনিট), মঙ্গলখালী, মুড়াপাড়া, রুপগঞ্জ, নারায়নগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ সাবান ও ডিটারজেন্ট উৎপাদন)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, আইইই প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে নারায়নগঞ্জ জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয় ঃ

ক) অবকাঠামোগত উন্নয়নের আওতায় অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে আইইই প্রতিবেদনে বর্ণিত সকল মিটিগেশন মেজার্স যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে।

খ) আইইই প্রতিবেদনের সাথে দাখিলকৃত TOR-এর ভিত্তিতে ইআইএ প্রতিবেদন প্রণয়ন করতে হবে এবং উক্ত ইআইএ প্রতিবেদন পরিবেশ অধিদপ্তরের অনুমোদনের নিমিত্তে পেশ করতে হবে।

গ) ইআইএ প্রতিবেদনে এ প্রকল্প সৃষ্ট গ্যাসীয় পদার্থের নিঃসরণ এবং বস্তুকণার (Particulate Matters) নির্গমন পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে রাখা, কুলিং ওয়াটার পুনঃব্যবহারের ব্যবস্থা, বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে প্রতিটি রিডাকশন স্টেজের বিস্তারিত ও বাস্তবসম্মত বর্ণনা এবং ১০০% ওয়াটার রিসাইক্লিং-এর বিষয় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

ঘ) ইআইএ প্রতিবেদনে নিজস্ব লোকবল ও ইকুইপমেন্ট-এর সমন্বয়ে ইন-হাউজ এনভায়রনমেন্টাল মনিটরিং সিস্টেম গড়ে তোলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় কারিগরী ও আর্থিক প্রস্তাবনা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

ঙ) ইআইএ অনুমোদিত না হলে আমদানীতব্য যন্ত্রপাতির অনুকুলে L/C খোলা যাবে না।

চ) প্রকল্প চত্বরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।

ছ) কর্মরত শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা যেমনঃ হার্ড হেলমেট, নোজ মাস্ক, বুট, চশমা ইত্যাদি ব্যবস্থা রাখতে হবে।

জ) ক-ছ এর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নপূর্বক পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করতে হবে।

ঝ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।
ঞ) পরিবেশগত ছাড়পত্র ব্যতিরেকে প্রকল্প চালু করা যাবে না।

২০. **এ্যাকোয়া রিফাইনারী লিঃ, সান্তানপাড়া, ঘোড়াশাল, পলাশ, নরসিংদী** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ অয়েল রিফাইনারী)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, আইইই প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে নরসিংদী জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয়ঃ

ক) অবকাঠামোগত উন্নয়নের আওতায় অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে আইইই প্রতিবেদনে বর্ণিত সকল মিটিগেশন মেজার্স যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে।
খ) আইইই প্রতিবেদনের সাথে দাখিলকৃত TOR-এর ভিত্তিতে ইআইএ প্রতিবেদন প্রণয়ন করতে হবে এবং উক্ত ইআইএ প্রতিবেদন পরিবেশ অধিদপ্তরের অনুমোদনের নিমিত্তে পেশ করতে হবে।
গ) ইআইএ প্রতিবেদনে এ প্রকল্প সৃষ্ট গ্যাসীয় পদার্থের নিঃসরণ এবং বস্তুকণার (Particulate Matters) নির্গমন পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে রাখা, কুলিং ওয়াটার পুনঃব্যবহারের ব্যবস্থা, বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে প্রতিটি রিডাকশন স্টেজের বিস্তারিত ও বাস্তবসম্মত বর্ণনা এবং ১০০% ওয়াটার রিসাইক্লিং-এর বিষয় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
ঘ) ইআইএ প্রতিবেদনে নিজস্ব লোকবল ও ইকুইপমেন্ট-এর সমন্বয়ে ইন-হাউজ এনভায়রনমেন্টাল মনিটরিং সিস্টেম গড়ে তোলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় কারিগরী ও আর্থিক প্রস্তাবনা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
ঙ) ইআইএ অনুমোদিত না হলে আমদানীতব্য যন্ত্রপাতির অনুকুলে L/C খোলা যাবে না।
চ) প্রকল্প চত্বরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
ছ) কর্মরত শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা যেমনঃ হার্ড হেলমেট, নোজ মাস্ক, বুট, চশমা ইত্যাদি ব্যবস্থা রাখতে হবে।
জ) ক-ছ এর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নপূর্বক পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করতে হবে।
ঝ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।
ঞ) পরিবেশগত ছাড়পত্র ব্যতিরেকে প্রকল্প চালু করা যাবে না।

২১. **মেসার্স টেকনো ফেয়ার, হোল্ডিং-২১৪, রায়েরদিয়া, কালীগঞ্জ, গাজীপুর** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ইলেক্ট্রনিক্স বর্জ্য)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, আইইই প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে গাজীপুর জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয়ঃ

ক) অবকাঠামোগত উন্নয়নের আওতায় অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে আইইই প্রতিবেদনে বর্ণিত সকল মিটিগেশন মেজার্স যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে।
খ) আইইই প্রতিবেদনের সাথে দাখিলকৃত TOR-এর ভিত্তিতে ইআইএ প্রতিবেদন প্রণয়ন করতে হবে এবং উক্ত ইআইএ প্রতিবেদন পরিবেশ অধিদপ্তরের অনুমোদনের নিমিত্তে পেশ করতে হবে।
গ) ইআইএ প্রতিবেদনে এ প্রকল্প সৃষ্ট গ্যাসীয় পদার্থের নিঃসরণ এবং বস্তুকণার (Particulate Matters) নির্গমন পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে রাখা, কুলিং ওয়াটার পুনঃব্যবহারের ব্যবস্থা, বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে প্রতিটি রিডাকশন স্টেজের বিস্তারিত ও বাস্তবসম্মত বর্ণনা এবং ১০০% ওয়াটার রিসাইক্লিং-এর বিষয় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
ঘ) ইআইএ প্রতিবেদনে নিজস্ব লোকবল ও ইকুইপমেন্ট-এর সমন্বয়ে ইন-হাউজ এনভায়রনমেন্টাল মনিটরিং সিস্টেম গড়ে তোলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় কারিগরী ও আর্থিক প্রস্তাবনা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
ঙ) ইআইএ অনুমোদিত না হলে আমদানীতব্য যন্ত্রপাতির অনুকুলে L/C খোলা যাবে না।
চ) প্রকল্প চত্বরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
ছ) কর্মরত শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা যেমনঃ হার্ড হেলমেট, নোজ মাস্ক, বুট, চশমা ইত্যাদি ব্যবস্থা রাখতে হবে।
জ) ক-ছ এর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নপূর্বক পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করতে হবে।
ঝ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।
ঞ) পরিবেশগত ছাড়পত্র ব্যতিরেকে প্রকল্প চালু করা যাবে না।

২২. লিপি পেপার মিলস লিঃ, চেঙ্গাইন, কাঁচপুর, সোনারগাঁ, নারায়নগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ অফসেট, রাইটিং, প্রিন্টিং পেপার উৎপাদন)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, আইইই প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে নারায়নগঞ্জ জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয় ঃ

ক) অবকাঠামোগত উন্নয়নের আওতায় অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে আইইই প্রতিবেদনে বর্ণিত সকল মিটিগেশন মেজার্স যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে।

খ) আইইই প্রতিবেদনের সাথে দাখিলকৃত TOR-এর ভিত্তিতে ইআইএ প্রতিবেদন প্রণয়ন করতে হবে এবং উক্ত ইআইএ প্রতিবেদন পরিবেশ অধিদপ্তরের অনুমোদনের নিমিত্তে পেশ করতে হবে।

গ) ইআইএ প্রতিবেদনে এ প্রকল্প সৃষ্ট গ্যাসীয় পদার্থের নিঃসরণ এবং বস্তকণার (Particulate Matters) নির্গমন পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে রাখা, কুলিং ওয়াটার পুনঃব্যবহারের ব্যবস্থা, বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে প্রতিটি রিডাকশন স্টেজের বিস্তারিত ও বাস্তবসম্মত বর্ণনা এবং ১০০% ওয়াটার রিসাইক্লিং-এর বিষয় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

ঘ) ইআইএ প্রতিবেদনে নিজস্ব লোকবল ও ইকুইপমেন্ট-এর সমন্বয়ে ইন-হাউজ এনভায়রনমেন্টাল মনিটরিং সিস্টেম গড়ে তোলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় কারিগরী ও আর্থিক প্রস্তাবনা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

ঙ) ইআইএ অনুমোদিত না হলে আমদানীতব্য যন্ত্রপাতির অনুকুলে L/C খোলা যাবে না।

চ) প্রকল্প চত্বরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।

ছ) কর্মরত শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা যেমনঃ হার্ড হেলমেট, নোজ মাক্স, বুট, চশমা ইত্যাদি ব্যবস্থা রাখতে হবে।

জ) ক-ছ এর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নপূর্বক পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করতে হবে।

ঝ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।

ঞ) পরিবেশগত ছাড়পত্র ব্যতিরেকে প্রকল্প চালু করা যাবে না।

২৩. মেসার্স জিয়াসমিন বোর্ড মিলস্, কোতালেরবাগ, ফতুল্লা, নারায়নগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ বোর্ড তৈরী)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, আইইই প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে নারায়নগঞ্জ জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয় ঃ

ক) অবকাঠামোগত উন্নয়নের আওতায় অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে আইইই প্রতিবেদনে বর্ণিত সকল মিটিগেশন মেজার্স যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে।

খ) আইইই প্রতিবেদনের সাথে দাখিলকৃত TOR-এর ভিত্তিতে ইআইএ প্রতিবেদন প্রণয়ন করতে হবে এবং উক্ত ইআইএ প্রতিবেদন পরিবেশ অধিদপ্তরের অনুমোদনের নিমিত্তে পেশ করতে হবে।

গ) ইআইএ প্রতিবেদনে এ প্রকল্প সৃষ্ট গ্যাসীয় পদার্থের নিঃসরণ এবং বস্তকণার (Particulate Matters) নির্গমন পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে রাখা, কুলিং ওয়াটার পুনঃব্যবহারের ব্যবস্থা, বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে প্রতিটি রিডাকশন স্টেজের বিস্তারিত ও বাস্তবসম্মত বর্ণনা এবং ১০০% ওয়াটার রিসাইক্লিং-এর বিষয় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

ঘ) ইআইএ প্রতিবেদনে নিজস্ব লোকবল ও ইকুইপমেন্ট-এর সমন্বয়ে ইন-হাউজ এনভায়রনমেন্টাল মনিটরিং সিস্টেম গড়ে তোলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় কারিগরী ও আর্থিক প্রস্তাবনা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

ঙ) ইআইএ অনুমোদিত না হলে আমদানীতব্য যন্ত্রপাতির অনুকুলে L/C খোলা যাবে না।

চ) প্রকল্প চত্বরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।

ছ) কর্মরত শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা যেমনঃ হার্ড হেলমেট, নোজ মাক্স, বুট, চশমা ইত্যাদি ব্যবস্থা রাখতে হবে।

জ) ক-ছ এর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নপূর্বক পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করতে হবে।

ঝ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।

ঞ) পরিবেশগত ছাড়পত্র ব্যতিরেকে প্রকল্প চালু করা যাবে না।

২৪. গ্লোব শিপইয়ার্ড এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস, চর কিশোরগঞ্জ, সদর, মুন্সিগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ জাহাজ রিপিয়ারিং ও নির্মাণ)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, আইইই প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে মুন্সিগঞ্জ জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয় ঃ

ক) অবকাঠামোগত উন্নয়নের আওতায় অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে আইইই প্রতিবেদনে বর্ণিত সকল মিটিগেশন মেজার্স যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে।

খ) আইইই প্রতিবেদনের সাথে দাখিলকৃত TOR-এর ভিত্তিতে ইআইএ প্রতিবেদন প্রণয়ন করতে হবে এবং উক্ত ইআইএ প্রতিবেদন পরিবেশ অধিদপ্তরের অনুমোদনের নিমিত্তে পেশ করতে হবে।

গ) ইআইএ প্রতিবেদনে এ প্রকল্প সৃষ্ট গ্যাসীয় পদার্থের নিঃসরণ এবং বস্তুকণার (Particulate Matters) নির্গমন পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে রাখা, কুলিং ওয়াটার পুনঃব্যবহারের ব্যবস্থা, বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে প্রতিটি রিডাকশন স্টেজের বিস্তারিত ও বাস্তবসম্মত বর্ণনা এবং ১০০% ওয়াটার রিসাইক্লিং-এর বিষয় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

ঘ) ইআইএ প্রতিবেদনে নিজস্ব লোকবল ও ইকুইপমেন্ট-এর সমন্বয়ে ইন-হাউজ এনভায়রনমেন্টাল মনিটরিং সিস্টেম গড়ে তোলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় কারিগরী ও আর্থিক প্রস্তাবনা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

ঙ) ইআইএ অনুমোদিত না হলে আমদানীতব্য যন্ত্রপাতির অনুকুলে L/C খোলা যাবে না।

চ) প্রকল্প চত্বরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।

ছ) কর্মরত শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা যেমনঃ হার্ড হেলমেট, নোজ মাস্ক, বুট, চশমা ইত্যাদি ব্যবস্থা রাখতে হবে।

জ) ক-ছ এর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নপূর্বক পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করতে হবে।

ঝ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।

ঞ) পরিবেশগত ছাড়পত্র ব্যতিরেকে প্রকল্প চালু করা যাবে না।

চ) সুপারিশকৃত শিল্প/প্রকল্পসমূহ ঃ জিরো ডিসচার্জ প্লান অনুমোদন

১. **কে সি প্রিন্ট লিমিটেড, ৫৭/০১ ওয়াটার ওয়ার্কস রোড, গোদনাইল, সিদ্ধিরগঞ্জ,নারায়নগঞ্জ** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ফেব্রিক্স ডাইং)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও জিরো ডিসচার্জ প্লান এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে নারায়নগঞ্জ জেলা অফিস কর্তৃক নিম্ন বর্ণিত বিশেষ শর্তে জিরো ডিসচার্জ প্লান অনুমোদনের জন্য সভায় সুপারিশ গৃহীত হয় ঃ

ক) দাখিলকৃত জিরো ডিসচার্জ প্লানে উল্লেখিত সময়সীমার মধ্যে কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়ন করতে হবে।

খ) প্রতিবছর ছাড়পত্র নবায়নকালে মূল ছাড়পত্রে উল্লেখিত শর্তসমূহ বাস্তবায়নের পাশাপাশি উক্ত সময়ে জিরো ডিসচার্জ প্লানে উল্লেখিত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে কি-না তা নিশ্চিত হয়ে সংশ্লিষ্ট জেলা/বিভাগীয় কার্যালয় পরবর্তী বছরের জন্য ছাড়পত্র নবায়ন করবে।

গ) দাখিলকৃত জিরো ডিসচার্জ প্লানে যে কোন ধরনের পরিবর্তনের ক্ষেত্রে পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি প্রয়োজন হবে।

২. **ওয়াশ এন্ড ওয়্যার লিমিটেড, আশুলিয়া, সাভার, ঢাকা** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ওয়াশিং)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও জিরো ডিসচার্জ প্লান এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে ঢাকা জেলা অফিস কর্তৃক নিম্ন বর্ণিত বিশেষ শর্তে জিরো ডিসচার্জ প্লান অনুমোদনের জন্য সভায় সুপারিশ গৃহীত হয় ঃ

ক) দাখিলকৃত জিরো ডিসচার্জ প্লানে উল্লেখিত সময়সীমার মধ্যে কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়ন করতে হবে।

খ) প্রতিবছর ছাড়পত্র নবায়নকালে মূল ছাড়পত্রে উল্লেখিত শর্তসমূহ বাস্তবায়নের পাশাপাশি উক্ত সময়ে জিরো ডিসচার্জ প্লানে উল্লেখিত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে কি-না তা নিশ্চিত হয়ে সংশ্লিষ্ট জেলা/বিভাগীয় কার্যালয় পরবর্তী বছরের জন্য ছাড়পত্র নবায়ন করবে।

গ) দাখিলকৃত জিরো ডিসচার্জ প্লানে যে কোন ধরনের পরিবর্তনের ক্ষেত্রে পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি প্রয়োজন হবে।

৩. **ন্যাচারাল ওয়াশিং প্লান্ট লিমিটেড, ৫৩২, টঙ্গাবাড়ী, আশুলিয়া, সাভার, ঢাকা** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ওয়াশিং)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, জিরো ডিসচার্জ প্লান এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে ঢাকা জেলা অফিস কর্তৃক নিম্ন বর্ণিত বিশেষ শর্তে জিরো ডিসচার্জ প্লান অনুমোদনের জন্য সভায় সুপারিশ গৃহীত হয় ঃ

ক) দাখিলকৃত জিরো ডিসচার্জ প্লানে উল্লেখিত সময়সীমার মধ্যে কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়ন করতে হবে।

খ) প্রতিবছর ছাড়পত্র নবায়নকালে মূল ছাড়পত্রে উল্লেখিত শর্তসমূহ বাস্তবায়নের পাশাপাশি উক্ত সময়ে জিরো ডিসচার্জ প্লানে উল্লেখিত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে কি-না তা নিশ্চিত হয়ে সংশ্লিষ্ট জেলা/বিভাগীয় কার্যালয় পরবর্তী বছরের জন্য ছাড়পত্র নবায়ন করবে।

গ) দাখিলকৃত জিরো ডিসচার্জ প্লানে যে কোন ধরনের পরিবর্তনের ক্ষেত্রে পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি প্রয়োজন হবে।

৪. **স্কয়ার ডেনিমস লিমিটেড, অলিপুর, শাহজীবাজার, শায়েস্তাগঞ্জ, হবিগঞ্জ** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ উইভিং,ডাইং,ওয়াশিং ও ফিনিশিং)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও জিরো ডিসচার্জ প্লান এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে সিলেট বিভাগীয় অফিস কর্তৃক নিম্ন বর্ণিত বিশেষ শর্তে জিরো ডিসচার্জ প্লান অনুমোদনের জন্য সভায় সুপারিশ গৃহীত হয় ঃ

ক) দাখিলকৃত জিরো ডিসচার্জ প্লানে উল্লেখিত সময়সীমার মধ্যে কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়ন করতে হবে।

খ) প্রতিবছর ছাড়পত্র নবায়নকালে মূল ছাড়পত্রে উল্লেখিত শর্তসমূহ বাস্তবায়নের পাশাপাশি উক্ত সময়ে জিরো ডিসচার্জ প্লানে উল্লেখিত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে কি-না তা নিশ্চিত হয়ে সংশ্লিষ্ট জেলা/বিভাগীয় কার্যালয় পরবর্তী বছরের জন্য ছাড়পত্র নবায়ন করবে।

গ) দাখিলকৃত জিরো ডিসচার্জ প্লানে যে কোন ধরনের পরিবর্তনের ক্ষেত্রে পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি প্রয়োজন হবে।

৫. **গ্রামটেক নীট ডাইং, ফিনিশিং এন্ড গার্মেন্টস ইন্ডাঃ লিঃ, সাওঘাট, ভুলতা, রূপগঞ্জ, নারায়নগঞ্জ** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ নীট ফেব্রিক্স ডাইং ও ফিনিশিং)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও জিরো ডিসচার্জ প্লান এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে নারায়নগঞ্জ জেলা অফিস কর্তৃক নিম্ন বর্ণিত বিশেষ শর্তে জিরো ডিসচার্জ প্লান অনুমোদনের জন্য সভায় সুপারিশ গৃহীত হয় ঃ

ক) দাখিলকৃত জিরো ডিসচার্জ প্লানে উল্লেখিত সময়সীমার মধ্যে কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়ন করতে হবে।

খ) প্রতিবছর ছাড়পত্র নবায়নকালে মূল ছাড়পত্রে উল্লেখিত শর্তসমূহ বাস্তবায়নের পাশাপাশি উক্ত সময়ে জিরো ডিসচার্জ প্লানে উল্লেখিত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে কি-না তা নিশ্চিত হয়ে সংশ্লিষ্ট জেলা/বিভাগীয় কার্যালয় পরবর্তী বছরের জন্য ছাড়পত্র নবায়ন করবে।

গ) দাখিলকৃত জিরো ডিসচার্জ প্লানে যে কোন ধরনের পরিবর্তনের ক্ষেত্রে পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি প্রয়োজন হবে।

৬. **চৈতি কম্পোজিট লিঃ, ছোট্ট শিলমন্দি, টিপুরদী, সোনারগাঁও, নারায়নগঞ্জ** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ফেব্রিক্স ডাইং, ফিনিশিং ও গার্মেন্টস)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও জিরো ডিসচার্জ প্লান এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয় কর্তৃক ছাড়পত্র নবায়নের বিষয়ে বিধি মোতাবেক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের পাশাপাশি নারায়নগঞ্জ জেলা অফিস কর্তৃক নিম্ন বর্ণিত বিশেষ শর্তে জিরো ডিসচার্জ প্লান অনুমোদনের জন্য সভায় সুপারিশ গৃহীত হয় ঃ

ক) দাখিলকৃত জিরো ডিসচার্জ প্লানে উল্লেখিত সময়সীমার মধ্যে কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়ন করতে হবে।

খ) প্রতিবছর ছাড়পত্র নবায়নকালে মূল ছাড়পত্রে উল্লেখিত শর্তসমূহ বাস্তবায়নের পাশাপাশি উক্ত সময়ে জিরো ডিসচার্জ প্লানে উল্লেখিত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে কি-না তা নিশ্চিত হয়ে সংশ্লিষ্ট জেলা/বিভাগীয় কার্যালয় পরবর্তী বছরের জন্য ছাড়পত্র নবায়ন করবে।

গ) দাখিলকৃত জিরো ডিসচার্জ প্লানে যে কোন ধরনের পরিবর্তনের ক্ষেত্রে পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি প্রয়োজন হবে।

৭. **ফারিহা ফ্যাশনস লিঃ, পশ্চিম মাসদাইর, বারুইভোগ ভোলাইল, থানাঃ ফতুল্লা, নারায়নগঞ্জ** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ নিটিং, ডাইং ও গার্মেন্টস)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও জিরো ডিসচার্জ প্লান এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয় কর্তৃক ছাড়পত্র নবায়নের বিষয়ে বিধি মোতাবেক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের পাশাপাশি নারায়নগঞ্জ জেলা অফিস কর্তৃক নিম্ন বর্ণিত বিশেষ শর্তে জিরো ডিসচার্জ প্লান অনুমোদনের জন্য সভায় সুপারিশ গৃহীত হয় ঃ

ক) দাখিলকৃত জিরো ডিসচার্জ প্লানে উল্লেখিত সময়সীমার মধ্যে কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়ন করতে হবে।

খ) প্রতিবছর ছাড়পত্র নবায়নকালে মূল ছাড়পত্রে উল্লেখিত শর্তসমূহ বাস্তবায়নের পাশাপাশি উক্ত সময়ে জিরো ডিসচার্জ প্লানে উল্লেখিত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে কি-না তা নিশ্চিত হয়ে সংশ্লিষ্ট জেলা/বিভাগীয় কার্যালয় পরবর্তী বছরের জন্য ছাড়পত্র নবায়ন করবে।

গ) দাখিলকৃত জিরো ডিসচার্জ প্লানে যে কোন ধরনের পরিবর্তনের ক্ষেত্রে পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি প্রয়োজন হবে।

৮. **অনিক নিট কম্পোজিট লিঃ, বালাইখা, ভুলতা, রূপগঞ্জ, নারায়নগঞ্জ** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ডাইংফিনিশিং গার্মেন্টস)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও জিরো ডিসচার্জ প্লান এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয় কর্তৃক ছাড়পত্র নবায়নের বিষয়ে বিধি মোতাবেক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের পাশাপাশি নারায়নগঞ্জ জেলা অফিস কর্তৃক নিম্ন বর্ণিত বিশেষ শর্তে জিরো ডিসচার্জ প্লান অনুমোদনের জন্য সভায় সুপারিশ গৃহীত হয় ঃ

ক) দাখিলকৃত জিরো ডিসচার্জ প্লানে উল্লেখিত সময়সীমার মধ্যে কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়ন করতে হবে।

খ) প্রতিবছর ছাড়পত্র নবায়নকালে মূল ছাড়পত্রে উল্লেখিত শর্তসমূহ বাস্তবায়নের পাশাপাশি উক্ত সময়ে জিরো ডিসচার্জ প্লানে উল্লেখিত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে কি-না তা নিশ্চিত হয়ে সংশ্লিষ্ট জেলা/বিভাগীয় কার্যালয় পরবর্তী বছরের জন্য ছাড়পত্র নবায়ন করবে।

গ) দাখিলকৃত জিরো ডিসচার্জ প্লানে যে কোন ধরনের পরিবর্তনের ক্ষেত্রে পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি প্রয়োজন হবে।

৯. **ইউনিটি কম্পোজিট মিলস্ (প্রাঃ) লিঃকুতুবাইল, ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জ** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ফেব্রিক্স ডাইং, ফিনিশিং ও গার্মেন্টস)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও জিরো ডিসচার্জ প্লান এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয় কর্তৃক ছাড়পত্র নবায়নের বিষয়ে বিধি মোতাবেক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের পাশাপাশি নারায়নগঞ্জ জেলা অফিস কর্তৃক নিম্ন বর্ণিত বিশেষ শর্তে জিরো ডিসচার্জ প্লান অনুমোদনের জন্য সভায় সুপারিশ গৃহীত হয় ঃ

ক) দাখিলকৃত জিরো ডিসচার্জ প্লানে উল্লেখিত সময়সীমার মধ্যে কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়ন করতে হবে।

খ) প্রতিবছর ছাড়পত্র নবায়নকালে মূল ছাড়পত্রে উল্লেখিত শর্তসমূহ বাস্তবায়নের পাশাপাশি উক্ত সময়ে জিরো ডিসচার্জ প্লানে উল্লেখিত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে কি-না তা নিশ্চিত হয়ে সংশ্লিষ্ট জেলা/বিভাগীয় কার্যালয় পরবর্তী বছরের জন্য ছাড়পত্র নবায়ন করবে।

গ) দাখিলকৃত জিরো ডিসচার্জ প্লানে যে কোন ধরনের পরিবর্তনের ক্ষেত্রে পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি প্রয়োজন হবে।

ছ) সুপারিশবিহীন শিল্প/প্রকল্পসমূহ ঃ পরিবেশগত ছাড়পত্র

১. **চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার সদর উপজেলায় মহানন্দা নদী ড্রেজিং ও রাবার ড্যাম প্রকল্প, নির্বাহী প্রকৌশলীর দপ্তর, নবাবগঞ্জ পওর বিভাগ, বাপাউবো, চাঁপাইনবাবগঞ্জ** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ড্রেজিং ও রাবার ড্যাম প্রকল্প) ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দপ্তরের সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে দাখিলকৃত কাগজপত্রের উপর উদ্যোক্তা বা তাঁর প্রতিনিধি কর্তৃক উপস্থাপনার সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।

২. **মেসার্স বি.সি.এল বোর্ড মিলস লিঃ, সাজাপুর, শাজাহানপুর, বগুড়া**(শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ বোর্ড মিল)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে, সার্বিক পরিবেশগত দিক বিবেচনায় আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদানের কোন অবকাশ নেই মর্মে সভায় সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি অবহিত করে রাজশাহী বিভাগীয় অফিস, বগুড়া হতে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রদান করতে হবে।

৩. **এস আলম রিফাইন্ড সুগার ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ (ইউনিট- ০২) ইছানগর, আজিমপাড়া, কর্ণফুলি, চট্টগ্রাম**(শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ চিনি পরিশোধণ) ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র এবং ইএমপি প্রতিবেদন সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে, ৪০০তম সভার সিদ্ধান্তের আলোকে আলোচ্য প্রকল্পের বিষয়ে চট্টগ্রাম আঞ্চলিক কার্যালয় থেকে মতামত পাওয়ার পর এ বিষয়ে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ গৃহীত হয় ।

৪. **ডেলকো এগ্রা ইন্ডাস্ট্রিজ,বর্ধণপাড়া, নবাবগঞ্জ, ঢাকা-১৩২০**(শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ জিংক সালফেট সার প্রস্তুত ও রি-প্যাকিং)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে দাখিলকৃত কাগজপত্রের উপর উদ্যোক্তা বা তাঁর প্রতিনিধি কর্তৃক উপস্থাপনার সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।

৫. **নেসারাব এক্সেসরিজ বাংলাদেশ (প্রাঃ) লিঃ, প্লট নং- ৫৫-৬০, সেক্টর-২, কোরিয়ান এক্সপোর্ট প্রসেসিং জোন (কেইপিজেড), চট্টগ্রাম** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ গার্মেন্ট এক্সেসরিজ ডাইং)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে দাখিলকৃত কাগজপত্রের উপর উদ্যোক্তা বা তাঁর প্রতিনিধি কর্তৃক উপস্থাপনার সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।

৬. **ডি. কে. ব্যাটারী ইন্ডাঃ কোং লিঃ, ২৬৯/১, তারাব বিশ্ব রোড, তারাব পৌরসভা, রুপগঞ্জ, নারায়নগঞ্জ** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ লেড এসিড ব্যাটারী উৎপাদন)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি চেকলিস্ট, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আলোচ্য কারখানার কার্যক্রমের ফলে সৃষ্ট বায়ু দূষণ নিয়ন্ত্রনে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে কিনা সে বিষয়ে পরিদর্শন প্রতিবেদনে কিছু বলা হয়নি। এমতাবস্থায়, আলোচ্য কারখানার কার্যক্রমের ফলে সৃষ্ট বায়ু দূষণ নিয়ন্ত্রনে কী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে - সে বিষয়ে নারায়নগঞ্জ জেলা কার্যালয় কর্তৃক সুস্পষ্ট মতামতসহ নথি পুনরায় সদর দপ্তরে প্রেরনের জন্য সভায় সুপারিশ গৃহীত হয়।

৭. **বাটারফ্লাই ম্যানুফ্যাকচারিং কোং লিঃ, কাঠালী থানাঃ ভালুকা, ময়মনসিংহ** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ রেফ্রিজারেটর এ্যাসেম্বল করা +এয়ারকন্ডিশনার ও রেফ্রিজারেটর প্রস্তুত)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে দাখিলকৃত কাগজপত্রের উপর উদ্যোক্তা বা তাঁর প্রতিনিধি কর্তৃক উপস্থাপনার সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।

৮. **এস কে এস এলপিজি (এলপিজি বোটলিং প্লান্ট) প্লট নং-৩,৪ মংলা বন্দরের শি/এ, বুড়িরডাঙ্গা, মংলা, বাগেরহাট** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ এলপিজি বোটলিং)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন, ইআইএ প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত কাগজপত্র ছাড়পত্র বিষয়ক কমিটি কর্তৃক রিভিউ করার সুপারিশ গৃহীত হয়।

৯. **পিডিলাইট স্পেশালিটি কেমিক্যালস বাংলাদেশ (প্রাঃ) লিঃ, পশ্চিম মুক্তারপুর, পঞ্চসার, মুন্সিগঞ্জ** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ PVA/Rubber Based Adhesives তৈরী)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইএমপি ফরম্যাট, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আলোচ্য প্রকল্পের কার্যক্রম সম্প্রসারন করা হবে। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয় কর্তৃক ছাড়পত্র নবায়নের বিষয়ে বিধি মোতাবেক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের পাশাপাশি আলোচ্য প্রকল্পের বিষয়ে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত বিষয় অবহিত করে মুন্সিগঞ্জ জেলা অফিস হতে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয়ঃ

(ক) আলোচ্য প্রকল্পের পূর্ণাঙ্গ পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (EMP) প্রতিবেদন (প্রতি পাতায় উদ্যোক্তার স্বাক্ষর ও সীলসহ) দাখিল করতে হবে।

১০. **এ বি সি কনস্ট্রাকশন কেমিক্যাল কোম্পানী, তুষারধারা, প্রধান সড়ক, কদমতলী, ঢাকা** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ কনস্ট্রাকশন কেমিক্যাল উৎপাদন)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পে কেমিক্যাল মিক্সিং এর সময় পারিপার্শ্বিক পরিবেশে কোন দুর্গন্ধ ছড়ায় কী না সে বিষয়ে ঢাকা জেলা অফিস কর্তৃক সুস্পষ্ট মতামত প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয়।

১১. **বাংলাদেশ অটো স্প্রীং ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড, কালারপোল রোড, শিকলবাহা, পটিয়া, চট্টগ্রাম** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ গাড়ীর স্প্রিং প্রস্তুত)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের বিষয়ে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত বিষয় অবহিত করে চট্টগ্রাম জেলা অফিস হতে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয়ঃ

(ক) আলোচ্য প্রকল্পের পূর্ণাঙ্গ পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (EMP) প্রতিবেদন (প্রতি পাতায় উদ্যোক্তার স্বাক্ষর ও সীলসহ) দাখিল করতে হবে।

১২. **ভিয়েলাটেক্স লিমিটেড, ২৯৭, খরতৈল, সাতাইশ রোড, টঙ্গী, গাজীপুর** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ নীট ফেব্রিক্স ডাইং ও ফিনিশিং)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে আলোচ্য প্রকল্পের বিষয়ে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত তথ্যাদি/কাগজপত্র দাখিলের বিষয়টি অবহিত করে সদর দপ্তর হতে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয়ঃ

(ক) আলোচ্য প্রকল্পের তরল বর্জ্যের উৎস ও পরিমান সংক্রান্ত তথ্য এবং তরল বর্জ্য পরিশোধনের জন্য প্রস্তাবিত ইটিপির ক্ষমতা ও নির্মাণের সময়সীমা উল্লেখপূর্বক বিস্তারিত ড্রইং, ডিজাইন ও ক্যালকুলেশন সংযোজনপূর্বক পূর্ণাঙ্গ পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (EMP) প্রতিবেদন (প্রতি পাতায় উদ্যোক্তার স্বাক্ষর ও সীলসহ) দাখিল করতে হবে।

১৩. **০১ টি বেজমেন্টসহ ৪ টি ১৫-তলা আবাসিক ভবন ও ০১ টি ফ্যাসিলিটি ভবন (ইস্টার্ন পান্থছায়া কমপ্লেক্স), হোল্ডিং নং-১৫২, ২/জি/১ এবং ১৫২, ২/জি/২, গ্রীন রোড, পান্থপথ; হোল্ডিং নং-৬০, উত্তর ধানমন্ডি, কলাবাগান, সিএস দাগ নং-১৫৮ (অংশ), ১৬৩ (অংশ), রাজাবাজার, ধানমন্ডি, ঢাকা** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ০১ টি বেজমেন্টসহ ৪ টি ১৫-তলা আবাসিক ভবন ও ০১ টি ফ্যাসিলিটি ভবন তৈরী)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইএমপি ফরম্যাট, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর সংশ্লিষ্ট মহানগর

কার্যালয় কর্তৃক ছাড়পত্র নবায়নের বিষয়ে বিধি মোতাবেক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের পাশাপাশি আলোচ্য প্রকল্পের বিষয়ে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত বিষয় অবহিত করে ঢাকা মহানগর অফিস হতে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয়ঃ

(ক) আলোচ্য প্রকল্পের পূর্ণাঙ্গ পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (EMP) প্রতিবেদন (প্রতি পাতায় উদ্যোক্তার স্বাক্ষর ও সীলসহ) দাখিল করতে হবে।

(খ) আলোচ্য প্রকল্পের ভবনসমূহের অনুকূলে রাজউক কর্তৃক প্রদত্ত অকুপেন্সি সার্টিফিকেট (Occupency Certificate) দাখিল করতে হবে।

১৪. **আবদুল্লাহ হাসপাতাল, আছালত খান সড়ক, রুপাতলী, বরিশাল সদর, বরিশাল** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ হাসপাতাল)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের বিষয়ে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত বিষয় অবহিত করে বরিশাল বিভাগীয় কার্যালয় হতে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয়ঃ

(ক) আলোচ্য হাসপাতাল প্রকল্পের জন্য পূর্ণাঙ্গ পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (EMP) প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে (প্রতি পাতায় উদ্যোক্তার স্বাক্ষর ও সীলসহ)।

জ) সুপারিশবিহীন শিল্প/প্রকল্পসমূহ ঃ পরিবেশগত ছাড়পত্র নবায়ন

১. **সিদ্ধিরগঞ্জ ২৪০ মেগাওয়াট পিকিং পাওয়ার প্লান্ট, সিদ্ধিরগঞ্জ, নারায়নগঞ্জ** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ বিদ্যুৎ উৎপাদন)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত কাগজপত্র ছাড়পত্র বিষয়ক কমিটি কর্তৃক রিভিউ করার সুপারিশ গৃহীত হয়।

ঝ) সুপারিশবিহীন শিল্প/প্রকল্পসমূহ ঃ ইটিপির/এসটিপির ডিজাইন অনুমোদন

১. **দি মার্কস ইএনটি ক্লিনিক এন্ড জেনারেল হাসপাতাল, এ/৩, মেইন রোড, মিরপুর-১৪, মিরপুর, ঢাকা** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ হাসপাতাল) ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র এবং সংশ্লিষ্ট মহানগর দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে দাখিলকৃত কাগজপত্রের উপর উদ্যোক্তা বা তাঁর প্রতিনিধি কর্তৃক উপস্থাপনার সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।

২. **ইউনাইটেড হসপিটাল লিঃ, প্লট নং-১৫, রোড নং-৭১, গুলশান-২, ঢাকা** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ হাসপাতাল)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, এসটিপি - এর ড্রইং, ডিজাইন ও ক্যালকুলেশন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট মহানগর কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের বিষয়ে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত বিষয় অবহিত করে সদর দপ্তর হতে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ঃ

(ক) সভার আলোচনা মোতাবেক আলোচ্য হাসপাতাল প্রকল্পের এসটিপি - এর সংশোধিত ডিটেইল ড্রইং, ডিজাইন ও ক্যালকুলেশন দাখিল করতে হবে (প্রতি পাতায় উদ্যোক্তার স্বাক্ষর ও সীলসহ)।

ঞ) সুপারিশবিহীন শিল্প/প্রকল্পসমূহ ঃ ইআইএ অনুমোদন

১. **ঢাকা (কেরানীগঞ্জ, ঢাকা) অর্থনৈতিক অঞ্চল, জেলা- ঢাকা; বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেজা), অফিসঃ বিডিবিএল ভবন লেভেল-১৫, ১২, কারওয়ানবাজার, ঢাকা** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠা ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র এবং ইআইএ প্রতিবেদন সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে দাখিলকৃত কাগজপত্রের উপর উদ্যোক্তা বা তাঁর প্রতিনিধি কর্তৃক উপস্থাপনার সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।

২. **আনোয়ারা -২ অর্থনৈতিক অঞ্চল, উপজেলাঃ আনোয়ারা চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেজা), অফিসঃ বিডিবিএল ভবন লেভেল-১৫, ১২, কারওয়ানবাজার, ঢাকা** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠা) ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র এবং ইআইএ প্রতিবেদন সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে দাখিলকৃত কাগজপত্রের উপর উদ্যোক্তা বা তাঁর প্রতিনিধি কর্তৃক উপস্থাপনার সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।

৩. **হযরত শাহজালাল আর্ন্তজাতিক বিমান বন্দরের ২য় রানওয়ে, কুর্মিটোলা (দক্ষিনখান ইউনিয়ন) ঢাকা** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ বিমানবন্দর রানওয়ে নির্মাণ) ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে দাখিলকৃত কাগজপত্রের উপর উদ্যোক্তা বা তাঁর প্রতিনিধি কর্তৃক উপস্থাপনার সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।

৪. **আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ (২টি বেইজমেন্টসহ একটি ১০(দশ) তলা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান), হোল্ডিং নং-ক-৬৬/১, কুড়াতলী সড়ক (কুড়িল), জোয়ার সাহারা, ঢাকা** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ শিক্ষা ভবন নির্মাণ)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, উপস্থাপিত ইআইএ প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট মহানগর কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের বিষয়ে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত বিষয় অবহিত করে সদর দপ্তর হতে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয়ঃ
(ক) সভার আলোচনা মোতাবেক আলোচ্য প্রকল্পের জন্য সংশোধিত ইআইএ প্রতিবেদন ও অন-লাইন আবেদনের কপি দাখিল করতে হবে (প্রতি পাতায় উদ্যোক্তার স্বাক্ষর ও সীলসহ)।

৫. **প্যারাসল এনার্জি লিঃ (সৌর বিদ্যুৎ প্রকল্প), হায়দারের চর, রামকৃষ্ণপুর, দৌলতপুর, কুষ্টিয়া** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ২১০ কেভিএ সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদন)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও ইআইএ প্রতিবেদন এবং বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে দাখিলকৃত কাগজপত্রের উপর উদ্যোক্তা বা তাঁর প্রতিনিধি কর্তৃক উপস্থাপনার সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।

৬. **গ্যাস ভিত্তিক কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প (১৬৩ মেগাওয়াট). কুশিয়ারা পাওয়ার কোম্পানী লিঃ, গাড়ুলীকোনা, ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ১৬৩ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও ইআইএ প্রতিবেদন এবং অন্যান্য কাগজপত্র সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে দাখিলকৃত কাগজপত্রের উপর উদ্যোক্তা বা তাঁর প্রতিনিধি কর্তৃক উপস্থাপনার সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।

৭. **আধুনিক খাদ্য সংরক্ষণাগার প্রকল্প (ষ্টীল সাইলো নির্মান), খাগডহর, কোতয়ালী, ময়মনসিংহ** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ষ্টীল সাইলো নির্মান) ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র এবং ইআইএ প্রতিবেদন সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে আলোচ্য প্রকল্পের বিষয়ে ময়মনসিংহ জেলা কার্যালয় থেকে মতামত পাওয়ার পর এ বিষয়ে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ গৃহীত হয়।

৮. **আধুনিক খাদ্য সংরক্ষণাগার প্রকল্প (ষ্টীল সাইলো নির্মান), চর চারতলা, আশুগঞ্জ, ব্রাহ্মনবাড়িয়া** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ষ্টীল সাইলো নির্মান) ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র এবং ইআইএ প্রতিবেদন সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে আলোচ্য প্রকল্পের বিষয়ে ব্রাহ্মনবাড়িয়া জেলা কার্যালয় থেকে মতামত পাওয়ার পর এ বিষয়ে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ গৃহীত হয়।

৯. **আধুনিক খাদ্য সংরক্ষণাগার প্রকল্প (ষ্টীল সাইলো নির্মান), কাকরাইদ, মধুপুর, টাঙ্গাইল** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ষ্টীল সাইলো নির্মান) ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র এবং ইআইএ প্রতিবেদন সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে আলোচ্য প্রকল্পের বিষয়ে টাঙ্গাইল জেলা কার্যালয় থেকে মতামত পাওয়ার পর এ বিষয়ে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ গৃহীত হয়।

১০. **ডিজাইনার ওয়াশিং এন্ড ডায়িং লিঃ, শিমুলিয়া, সাভার, ঢাকা** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ফেব্রিক্স ওয়াশিং ও ডাইং)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন, অন্যান্য কাগজপত্র ও সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে উদ্যোক্তা কর্তৃক সভার আলোচনা মোতাবেক ইটিপির বিস্তারিত ড্রইং, ডিজাইন ও ক্যালকুলেশন এবং জিরো ডিসচার্জ প্ল্যান অন্তর্ভূক্ত করে সংশোধিত ইআইএ প্রতিবেদন দাখিলের জন্য সভায় সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।

১১. **ডার্ড কম্পোজিট টেক্সটাইল লিঃ (সম্প্রসারিত), ধলদিয়া, রজেন্দ্রপুর, শ্রীপুর, গাজীপুর** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ স্পিনিং, ডায়িং, ওয়াশিং, প্রিন্টিং)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইতোপূর্বে অনুমোদিত ইআইএ প্রতিবেদন, অন্যান্য কাগজপত্র ও সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে, আলোচ্য কারখানার উৎপাদন কার্যক্রম ও ইটিপির ক্ষমতা পরবির্তন করা হবে বিধায় ছাড়পত্র নবায়নের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয় কর্তৃক বিধি মোতাবেক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের পাশাপাশি উদ্যোক্তা কর্তৃক সভার আলোচনা মোতাবেক আপডেটেড ইআইএ প্রতিবেদন ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র দাখিলের জন্য সভায় সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে গাজীপুর জেলা অফিস থেকে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।

ট) সুপারিশবিহীন শিল্প/প্রকল্পসমূহঃ অবস্থানগত ছাড়পত্র

১. **Construction of 132/33/11 KV Compact Underground Sub-Station & Multi Storied Building, DESCO, Gulshan-1, Dhaka** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ভূ - গর্ভস্থ বৈদ্যুতিক সাব স্টেশন নির্মাণ) ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, আইইই প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট মহানগর দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে আলোচ্য প্রকল্পের বিষয়ে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত বিষয় অবহিত করে সদর দপ্তর হতে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয়ঃ

ক) সভার আলোচনা মোতাবেক আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে ইআইএ-র কার্যপরিধি (ToR) সহ সংশোধিত আইইই প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে (প্রতি পাতায় উদ্যোক্তার স্বাক্ষর ও সীলসহ)।

২. **১৩২/৩৩ কেভি ও ৩৩/১১ কেভি ভূ - গর্ভস্থ সাবস্টেশন নির্মাণ প্রকল্প, ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিঃ (ডিপিডিসি), ০৩/০১ গার্ডেন রোড, পশ্চিম তেজতুরী বাজার, কাওরান বাজার, ঢাকা** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ভূ - গর্ভস্থ বৈদ্যুতিক সাব স্টেশন নির্মাণ) ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, আইইই প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট মহানগর দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে আলোচ্য প্রকল্পের বিষয়ে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত বিষয় অবহিত করে সদর দপ্তর হতে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয়ঃ

ক) সভার আলোচনা মোতাবেক আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে ইআইএ-র কার্যপরিধি (ToR) সহ সংশোধিত আইইই প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে (প্রতি পাতায় উদ্যোক্তার স্বাক্ষর ও সীলসহ)।

৩. **স্টার টেলিকম, হারুনুর রশিদ টাওয়ার, বাড়ী নং-২ ও ৩, উত্তর রায়েরবাগ, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ইলেক্ট্রনিক ওয়েস্ট)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে সার্বিক পরিবেশগত দিক বিবেচনায় আলোচ্য প্রকল্পের অবস্থান গ্রহণযোগ্য না হওয়ায় এর অনুকূলে অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রদানের কোন অবকাশ নেই মর্মে সভায় সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি অবহিত করে ঢাকা জেলা কার্যালয় হতে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রদান করতে হবে।

৪. **মোহাম্মদী এন্ড কোং, বড়িবাড়ী, বরাব, সোনারগাঁও, নারায়ণগঞ্জ** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ মশার কয়েল তৈরী)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, আইইই প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের বিষয়ে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত বিষয় অবহিত করে নারায়ণগঞ্জ জেলা কার্যালয় হতে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ঃ

(ক) আলোচ্য প্রস্তাবিত কারখানার পার্শ্ববর্তী বাড়ীর মালিকের ও মসজিদ কর্তৃপক্ষের অনাপত্তি পত্র দাখিল করতে হবে।

খ) আলোচ্য প্রকল্পের ইআইএ-র কার্যপরিধি (ToR) দাখিল করতে হবে (প্রতি পাতায় উদ্যোক্তার স্বাক্ষর ও সীলসহ)।

৫. **বেঙ্গল সিমেন্ট লিঃ, বারদী, সোনারগাঁও,নারায়ণগঞ্জ** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ সিমেন্ট উৎপাদন)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, আইইই প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে দাখিলকৃত কাগজপত্রের উপর উদ্যোক্তা বা তাঁর প্রতিনিধি কর্তৃক উপস্থাপনার সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।

৬. **মেসার্স জেড এম আই গ্রীন এগ্রোমার্ট লিঃ, মানিকপুর, পঞ্চসার, মুন্সীগঞ্জ** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ জৈব সার, জৈব রসায়ন, দস্তা সার ও গার্ডেন সয়েল উৎপাদন) ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, আইইই প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে আলোচ্য প্রকল্পের চতুর্দিকে সংলগ্ন বসত-বাড়ি থাকায় সার্বিক পরিবেশগত দিক বিবেচনায় আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রদানের কোন অবকাশ নেই মর্মে সভায় সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি অবহিত করে মুন্সীগঞ্জ জেলা অফিস হতে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রদান করতে হবে।

৭. **মেসার্স ট্রাস্ট এগ্রো কেমিক্যালস, রামচন্দ্রপুর, দাশুড়িয়া, ঈশ্বরদী, পাবনা** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ কীটনাশক ও সার রি-প্যাকিং)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, বিভাগীয় দপ্তর থেকে প্রেরিত অগ্রায়ন পত্রে আইইই প্রতিবেদনের নাম উল্লেখ থাকলেও প্রকৃতপক্ষে তা প্রেরন করা হয় নি। পর্যালোচনান্তে আলোচ্য প্রকল্পের বিষয়ে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত বিষয় অবহিত করে রাজশাহী বিভাগীয় অফিস, বগুড়া হতে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয়ঃ

ক) আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে ইআইএ-র কার্যপরিধি (ToR) সহ আইইই প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে (প্রতি পাতায় উদ্যোক্তার স্বাক্ষর ও সীলসহ)।

৮. **মেসার্স দুলাল ট্রেডার্স, দোহলপাড়া, ডিমলা, নীলফামারী** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ নুড়ি পাথর উত্তোলন)ঃ

৯. **মেসার্স এন কে ট্রেডার্স, দোহলপাড়া, চৌপথীরহাট, ডিমলা, নীলফামারী** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ নুড়ি পাথর উত্তোলন)ঃ

১০. **মেসার্স এফ আর এন্টারপ্রাইজ, ছাতনাই কলোনী বাজার, ছাতনাই, ডিমলা, নীলফামারী** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ নুড়ি পাথর উত্তোলন)ঃ

১১. **মেসার্স সিনথিয়া এন্ড সিনহা এন্টারপ্রাইজ, দোহলপাড়া(টুনিরহাট), চৌপথির হাট, ডিমলা, নীলফামারী** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ নুড়ি পাথর উত্তোলন)ঃ

১২. **মেসার্স রাশেদ ট্রেডার্স, পূর্ব ছাতনাই, ছাতনাই, ডিমলা, নীলফামারী** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ নুড়ি পাথর উত্তোলন)ঃ

১৩. **মেসার্স ভাই ভাই ট্রেডার্স, দোহলপাড়া, চৌপথির হাট, ডিমলা, নীলফামারী** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ নুড়ি পাথর উত্তোলন)ঃ

১৪. **মেসার্স সিকদার এন্টারপ্রাইজ, পূর্ব ছাতনাই, ছাতনাই, ডিমলা, নীলফামারী** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ নুড়ি পাথর উত্তোলন)ঃ

১৫. **মেসার্স নাজাদ ট্রেডার্স, দোহলপাড়া, চৌপথির হাট, ডিমলা, নীলফামারী** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ নুড়ি পাথর উত্তোলন)ঃ

১৬. **মেসার্স মাসুদ ট্রেডার্স, ঝাড়সিংহেশ্বর, ছাতনাই, ডিমলা, নীলফামারী** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ নুড়ি পাথর উত্তোলন)ঃ

১৭. **মেসার্স ভূঁইয়া ট্রেডার্স, পূর্ব ছাতনাই, ছাতনাই, ডিমলা, নীলফামারী** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ নুড়ি পাথর উত্তোলন)ঃ

১৮. **মেসার্স রিয়া ট্রেডার্স, ছাতনাই, ডিমলা, নীলফামারী** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ নুড়ি পাথর উত্তোলন)ঃ

১৯. **মেসার্স হুমায়ুন ট্রেডার্স, দোহলপাড়া, চৌপথির হাট, ডিমলা, নীলফামারী** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ নুড়ি পাথর উত্তোলন)ঃ

২০. **মেসার্স তাজিমুল ট্রেডার্স, দোহলপাড়া, চৌপথির হাট, ডিমলা, নীলফামারী** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ নুড়ি পাথর উত্তোলন)ঃ

২১. **মেসার্স জুয়েল ট্রেডার্স, দোহলপাড়া(টুনির হাট), চৌপথির হাট, ডিমলা, নীলফামারী** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ নুড়ি পাথর উত্তোলন)ঃ

২২. **মেসার্স আল আমিন ট্রেডার্স, পূর্ব ছাতনাই, ছাতনাই, ডিমলা, নীলফামারী** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ নুড়ি পাথর উত্তোলন)ঃ

২৩. **মেসার্স মনি এন্টারপ্রাইজ, পূর্ব ছাতনাই, ছাতনাই, ডিমলা, নীলফামারী** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ নুড়ি পাথর উত্তোলন)ঃ

২৪. **মেসার্স এন আর ট্রেডার্স, দোহলপাড়া, চৌপথির হাট, ডিমলা, নীলফামারী** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ নুড়ি পাথর উত্তোলন)ঃ

২৫. **মেসার্স রফিক ট্রেডার্স, ঝাড়সিংহেশ্বর, ছাতনাই, ডিমলা, নীলফামারী** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ নুড়ি পাথর উত্তোলন)ঃ

২৬. **মেসার্স কাজী ট্রেডার্স, দোহলপাড়া, চৌপথির হাট, ডিমলা, নীলফামারী** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ নুড়ি পাথর উত্তোলন)ঃ

২৭. **মেসার্স রউশন আলম ট্রেডার্স, পূর্ব ছাতনাই, ছাতনাই, ডিমলা, নীলফামারী** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ নুড়ি পাথর উত্তোলন)ঃ

২৮. **মেসার্স মোঃ সেলিম রেজা ক্ষুদ্র পাথর মহাল, দঃ গয়াবাড়ী, ডিমলা, নীলফামারী** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ নুড়ি পাথর উত্তোলন)ঃ

২৯. **মেসার্স মিজানুর রহমান ক্ষুদ্র পাথর মহাল, দঃ গয়াবাড়ী, ডিমলা, নীলফামারী** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ নুড়ি পাথর উত্তোলন)ঃ

৩০. **মেসার্স মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম ক্ষুদ্র পাথর মহাল, দঃ গয়াবাড়ী, ডিমলা, নীলফামারী** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ নুড়ি পাথর উত্তোলন)ঃ

৩১. **মেসার্স মোঃ লুৎফর রহমান ক্ষুদ্র পাথর মহাল, গয়াবাড়ী, ডিমলা, নীলফামারী**(শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ নুড়ি পাথর উত্তোলন)ঃ

৩২. **মেসার্স শফিকুর রহমান ক্ষুদ্র পাথর মহাল, গয়াবাড়ী, ডিমলা, নীলফামারী** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ নুড়ি পাথর উত্তোলন)ঃ

উপরোক্ত ৮-৩২ নম্বর ক্রমিকে বর্ণিত নুড়ি পাথর উত্তোলনকারী প্রকল্পসমূহের অনুকূলে আবেদনকারী কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, আইইই চেকলিস্ট/ইএমপি চেকলিস্ট, পরিদর্শন প্রতিবেদন, সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দপ্তরের মতামত এবং সদর দপ্তরের পরিবেশগত ছাড়পত্র বিষয়ক কমিটির সরেজমিন পরিদর্শনে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত সভায় পর্যালাচনা করা হয়। পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, নীলফামারী জেলার ডিমলা উপজেলাধীন উত্তর খড়িবাড়ি, দক্ষিণ খড়িবাড়ি, ঝাড়সিংহেশ্বর, দোহলপাড়া, কিসমত ছাতনাই, দক্ষিণ গয়াবাড়ি, গয়াবাড়ি, কাকিনা-চাপানীসহ তিস্তা নদী ও নদী তীরবর্তী এলাকায় খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো কর্তৃক প্রদত্ত সকল ব্যক্তিমালিকানাধীন ইজারা চুক্তিতে পাথরের উৎসকে কোয়ারি হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে কোয়ারি থেকে অযান্ত্রিক পদ্ধতিতে পাথর উত্তোলনের শর্ত ভঙ্গ করে বোমা মেশিন ব্যবহার করে পরিবেশের বিপর্যয় ঘটিয়ে নীলফামারী জেলার ডিমলা উপজেলার বর্ণিত এলাকার সকল স্থানে ৫ মিটারের অধিক গভীরতা থেকে পাথর উত্তোলন করা হচ্ছে। এসব পাথর উত্তোলনস্থল প্রকৃতপক্ষে পাথর কোয়ারি নয়, খনি ও খনিজ সম্পদ বিধিমালা ২০১২-এর সংজ্ঞা অনুসারে খনি হিসেবে বিবেচিত। খনি হতে খনিজ পদার্থ উত্তোলনের পদ্ধতি ভিন্নতর। সরজমিন পরিদর্শন প্রতিবেদন হতে আরও দেখা যায় যে, খনি ও খনিজ সম্পদ বিধিমালা ২০১২ অনুসারে এবং ইজারা চুক্তিতে খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো কর্তৃক প্রদত্ত শর্ত মোতাবেক অযান্ত্রিক পদ্ধতিতে পাথর উত্তোলন সম্ভব নয়; বাস্তবে বোমা মেশিন ব্যবহার না করে পাথর উত্তোলন সম্ভব নয় এবং বোমা মেশিন ব্যবহার করে পাথর উত্তোলন করার পরিপ্রেক্ষিতে মারাত্মক পরিবেশ বিপর্যয় ঘটবে। সভায় উল্লেখ করা হয় যে, গত ০২ নভেম্বর ২০০৯ তারিখে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভা বৈঠকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী "উন্নয়ন কার্যক্রমে গতিশীলতা রক্ষার স্বার্থে পাথর উত্তোলন অব্যাহত থাকবে। তবে, পাথর উত্তোলনের সময় কোনো মেশিন বা যান্ত্রিক পদ্ধতি ব্যবহার করা যাবে না। দেশীয় অযান্ত্রিক পদ্ধতিতে পাথর উত্তোলন করতে হবে" মর্মে অনুশাসন প্রদান করেন। এছাড়া, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত "পাথর উত্তোলন গাইডলাইন ২০১৪-এর ৩.২.৬: অযান্ত্রিক পদ্ধতিতে অর্থাৎ পরিবেশসম্মত যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে পাথর উত্তোলন করতে হবে; কোনো যন্ত্র যেমন বোমা মেশিন বা ড্রেজার বা এক্সাভেটর বা ড্রিল মেশিন ব্যবহার করা যাবে না" মর্মে নির্দেশনা রয়েছে। সভায় আরো উল্লেখ করা হয় যে, পরিবেশ অধিদপ্তরের বর্তমান অফিস কাঠামো ও জনবল দ্বারা বিধি-বিধান মেনে পাথর উত্তোলন হচ্ছে কিনা তা প্রতিনিয়ত পরিবীক্ষণ করা সম্ভব নয়। আবার বোমা মেশিন ছাড়া পাথর উত্তোলনের অনুমতি দেওয়া হলেও অতীতের অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে যে তা কেউ মানে না। এমতাবস্থায়, বৃহত্তর স্বার্থে পরিবেশ, প্রতিবেশ ও ভূ-প্রকৃতির (নদী/জলাধার/সেচ প্রকল্পসহ) অবস্থা অক্ষুণ্ন রাখার স্বার্থে নীলফামারী জেলার ডিমলা উপজেলাধীন উত্তর খড়িবাড়ি, দক্ষিণ খড়িবাড়ি, ঝাড়সিংহেশ্বর, দোহলপাড়া, কিসমত ছাতনাই, দক্ষিণ গয়াবাড়ি, গয়াবাড়ি, কাকিনা-চাপানীসহ তিস্তা নদী ও নদী তীরবর্তী এলাকায় কোয়ারি হিসেবে পাথর উত্তোলনের জন্য অবস্থানগত/পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান করা সম্ভব নয় মর্মে সভায় সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি অবহিত করে সংশ্লিষ্ট জেলা অফিস থেকে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।

ঠ) **বিবিধ ঃ**

১. **মোংলা বন্দরে তেজস্ক্রিয়তা পরীক্ষণ ও পরিবীক্ষণ গবেষণাগার প্রকল্প, বাংলাদেশ পরমানু শক্তি কমিশন মোংলা, বাগেরহাট** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ তেজস্ক্রিয়তা পরীক্ষণ ও পরিবীক্ষণ গবেষণাগার নির্মাণ) ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পটির অনুকূলে সদর দপ্তর হতে উপযুক্ত ও যথাযথ শর্ত আরোপ করে অনাপত্তি প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয়।

২. **সিরাজগঞ্জ ২২৫ মে.ওয়াট কম্বাইন্ড সাইকেল পাওয়ার প্লান্ট প্রকল্প (২য় ইউনিট-ডুয়েল ফুয়েল), (নর্থ-ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোং লিঃ), এনডব্লিউপিজিসিএল, বিদ্যুৎ ভবন (১৪ তলা), ১ নং আব্দুল গণি রোড,ঢাকা** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ২২৫ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন) ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে পরিবেশগত ছাড়পত্র বিষয়ক কমিটির গত ৪০০ তম সভার কার্যবিবরণীতে (সিদ্ধান্ত নং ছ-০১) বর্ণিত সকল শর্তাবলী অপরিবর্তিত রেখে শুধুমাত্র প্রকল্পটির নাম "সিরাজগঞ্জ ২২৫ মে.ওয়াট কম্বাইন্ড সাইকেল পাওয়ার প্লান্ট প্রকল্প (১ম ইউনিট)" এর পরিবর্তে "সিরাজগঞ্জ ২২৫ মে.ওয়াট কম্বাইন্ড সাইকেল পাওয়ার প্লান্ট প্রকল্প (২য় ইউনিট-ডুয়েল ফুয়েল)" হিসেবে সংশোধন করে রাজশাহী বিভাগীয় কার্যালয়, বগুড়া কর্তৃক জিরো ডিসচার্জ প্লান অনুমোদনের জন্য সভায় সুপারিশ গৃহীত হয়।

৩. **ও.এম .সি হেলথ কেয়ার (প্রাঃ) লিঃ, প্লট নং-৪৪, ব্লক-কে, রোড-৪, রুপনগর শিল্প এলাকা, মিরপুর-২, ঢাকা** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ মেডিকেল ডিভাইস (STRIP) তৈরী)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট মহানগর কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পটিকে পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭ এর তফসিল-১ অনুযায়ী কমলা-খ শ্রেণীভুক্ত বিবেচনা করে আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে ঢাকা মহানগর কার্যালয় কর্তৃক বিধি মোতাবেক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য সুপারিশ গৃহীত হয়।

৪. **মেসার্স সুজন এন্টারপ্রাইজ, প্লট-ক/৩৩/১ দক্ষিণ বাড্ডা, গুলশান, ঢাকা-১২১২** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ পুরাতন স্টিল স্ক্র্যাপ, আয়রন স্ক্র্যাপ, ইলেকট্রিক পাওয়ার ক্যাবল, ইলেকট্রিক ও ইলেকট্রনিক্স ক্রয়, বাছাই ও বিক্রয়)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র এবং সংশ্লিষ্ট মহানগর কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর ঢাকা মহানগর অফিস কর্তৃক আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে গত ২০/০৭/২০১৫ তারিখে ৩০.২৬.২৬.০৪.০৬.১৯০২১৪/ছাড়-০৬ সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে জারীকৃত পরিবেশগত ছাড়পত্রের সকল শর্তাবলী অপরিবর্তিত রেখে প্রতিষ্ঠানটির কার্যক্রম "ওয়ার্কশপ" এর পরিবর্তে "পুরাতন স্টিল স্ক্র্যাপ, আয়রন স্ক্র্যাপ, ইলেকট্রিক পাওয়ার ক্যাবল, ইলেকট্রিক ও ইলেকট্রনিক্স সামগ্রী ক্রয়, বাছাই ও বিক্রয়" হিসেবে সংশোধন করে সংশোধিত পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়।

৫. **বাংলাদেশ এক্সটেনশন সার্ভিসেস (বিজ), হাসানপাড়া, ধাপেরহাট, সাদুল্লাপুর, গাইবান্ধা** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ কেঁচো সার তৈরী)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট মহানগর কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পটিকে পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭ এর তফসিল-১ অনুযায়ী কমলা- ক শ্রেণীভুক্ত বিবেচনা করে আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে রাজশাহী বিভাগীয় অফিস, বগুড়া কর্তৃক বিধি মোতাবেক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য সুপারিশ গৃহীত হয়।

৬. **কে পি সি ইন্ডাস্ট্রিজ, ২২৩, তেজগাঁও শি/এ, ঢাকা**(শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ পেপার কাপ উৎপাদন)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট মহানগর কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পটিকে পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭ এর তফসিল-১ অনুযায়ী কমলা-ক শ্রেণীভুক্ত বিবেচনা করে আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে ঢাকা মহানগর কার্যালয় কর্তৃক বিধি মোতাবেক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য সুপারিশ গৃহীত হয়।

৭. **মেগা ওয়াশিং এন্ড ডাইং লিমিটেড, বি.কে. বাড়ি, তালতলী, হোতাপাড়া, মির্জাপুর, গাজীপুর** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ওয়াশিং)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, আইইই প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন ও সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দপ্তরের সুপারিশ সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে গত ২১/০৫/২০১৫ তারিখে ৩০.৩৩.৩০.৪.২৮৯.২৫০৮১৩/ছাড়-১৬ সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে অবস্থানগত ছাড়পত্র বাতিলপূর্বক শুধুমাত্র ওয়াশিং কার্যক্রমের জন্য পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭ অনুযায়ী কমলা-খ শ্রেণীভুক্ত বিবেচনা করে আলোচ্য প্রকল্পের বিষয়ে ঢাকা আঞ্চলিক কার্যালয় কর্তৃক বিধি মোতাবেক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য সভায় সুপারিশ গৃহীত হয়।

৮. **ব্লু মেরিন এনার্জি লিমিটেড, দক্ষিণ পূর্ব পাড়া, মোরং সেন্টমার্টিন, সেন্টমার্টিন দ্বীপ, টেকনাফ, কক্সবাজার** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ২৫০ কিলোওয়াট সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদন) ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদনে উল্লেখিত প্রস্তাবিত অবস্থান এবং বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালাচনা করা হয়। সভায় উল্লেখ করা হয় যে, পরিবেশবান্ধব সৌরশক্তির মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যে উদ্যোক্তা কর্তৃক আবেদন করা হলেও প্রকল্পের প্রস্তাবিত অবস্থান প্রতিবশগত সংকটাপন্ন এলাকা হিসেবে ঘোষিত সেন্টমার্টিন দ্বীপে। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় হতে বিগত ২৯/০৬/১৯৯৯ তারিখের পবম/৪/৩৩/৩৮/৯৯/৪৩১ সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে জারীকৃত প্রজ্ঞাপণের মাধ্যমে প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা হিসেবে ঘোষিত সেন্টমার্টিন দ্বীপে যে কোন ধরনের প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় থেকে অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে মর্মে বলা হয়েছে। এমতাবস্থায়, আলোচ্য প্রকল্পের অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রদানের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য সদর দপ্তর থেকে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় বরাবর পত্র প্রেরণের সুপারিশ গৃহীত হয়।

(মোঃ সামসুজ্জামান সরকার)
সহকারী পরিচালক (ইআইএ)
ও
সদস্য-সচিব

মোঃ সায়েম ইউসুফ
সহকারী পরিচালক (পরিবেশগত ছাড়পত্র)
ও
সদস্য

(একেএম রফিকুল ইসলাম)
উপ-পরিচালক (প্রাঃ সঃ ব্যঃ)
ও
সদস্য-সচিব

(মোছাঃ রুখসানা রহ্‌মান)
উপ-পরিচালক (আইন)
ও
সদস্য

(মাসুদ ইকবাল মোঃ শামীম)
উপ-পরিচালক (ইআইএ, অ.দা.)
ও
সদস্য

(মোঃ জিয়াউল হক)
পরিচালক (বায়ুমান ব্যবস্থাপনা, চ.দা)
ও
সদস্য

(মোঃ সোলায়মান হায়দার)
পরিচালক (পরিকল্পনা, চ.দা)
ও
সদস্য

(মির্জা শওকত আলী)
পরিচালক (জলবায়ু পরিবর্তন, চ.দা)
ও
সদস্য

(সৈয়দ নজমুল আহসান)
পরিচালক (পরিঃ ছাড়পত্র, চ.দা)
ও
সদস্য

(ড. মুঃ সোহরাব আলি)
পরিচালক (আইটি, চ.দা)
ও
সদস্য

(ড. সুলতান আহমেদ)
পরিচালক (প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা)
ও
আহবায়ক